ভক্তপ্রবর মহাকবি সূরদাস

(জীবনী ও কাব্যালোচনা)

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল, ভাষাতত্ত্বরত্ন, এম. এ.

(জারন্যাল অব লেটার্স-এর দ্বাবিংশ খণ্ড হইতে পুনর্মুদ্রিত)

কলিকাতা ইউনিভার্সিটী প্রেস
১৯৩২

ভক্তপ্রবর মহাকবি সূরদাস

(জীবনী ও কাব্যালোচনা)

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল, ভাষাতত্ত্বরত্ন, এম. এ.

কলিকাতা ইউনিভার্সিটী প্রেস
কলিকাতা
১৯৩২

ভূমিকা

রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্র এম্. এ. লিখিত

হিন্দী কবি সূরদাসের নাম বঙ্গদেশে অপরিচিত নহে। অনেক গায়কের কণ্ঠেও সূরদাসের গান শুনিতে পাওয়া যায় :

করমক বাত নেয়ারি।
মন মেরো চাহে মোহন মিলনকো
করম না দেত উয়ারি।

অথবা

গোবিন্দ মুখারবিন্দ নিরখি মন বিচারেঁা।
চন্দ্রকোটী ভানুকোটী কোটী মদন ওয়ারেঁা॥

অথবা

হে গোবিন্দ রাখ শরণ অবত জীবন হারে।

প্রভৃতি বহু পদ সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিদিগের মধ্যে অনেকেরই সুপরিচিত। কিন্তু হিন্দী সাহিত্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় না থাকায় বাঙ্গালী পাঠকের রসপিপাসা চরিতার্থ করিবার সুযোগ ঘটে নাই। বন্ধুবর অধ্যাপক নলিনী-বাবুর এই পুস্তকে বাঙ্গালীর পক্ষে সূরদাসের কবিতার সহিত পরিচয়ের সুযোগ ঘটিবে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে আর্য্যাবর্ত্তে চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় তুলসীদাস ও সূরদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল। হিন্দী সাহিত্যে ইঁহাদের প্রতিদ্বন্দ্বী নাই বলিলেও চলে। তুলসীদাস শ্রীরামচন্দ্রের লীলা অবলম্বন করিয়া তাঁহার মহা-কাব্য (epic) 'রামচরিতমানস' রচনা করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হয় যে, আজিও কেহ তুলসীদাসের অমর কাব্যের অনুকরণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই। সূরদাসের কাব্যলক্ষ্মী

শ্রীকৃষ্ণলীলা অবলম্বন করিয়া গীতিকবিতায় (lyric) বিকসিত হইয়াছিল। উভয়ের কবিতাই চিরদিনের জন্য গণমনের উপর তাহাদের অক্ষয় প্রভাব মুদ্রিত করিয়া রাখিয়াছে। উত্তর-পশ্চিমের প্রতি নগরীতে এখনও সহস্র সহস্র লোক রামলীলার উৎসবে মাতিয়া থাকে। কৃষ্ণলীলার সার্ব্বজনীনত্বও 'কানু ছাড়া গীত নাই' এই প্রবাদবাক্যে সপ্রমাণ রহিয়াছে। বস্তুতঃ 'ভজন' ও 'কীর্ত্তন' ব্যতীত বহু ধ্রুপদ খেয়াল ঠুংরী সঙ্গীতে রাধাকৃষ্ণের প্রেম-লীলা নানা ভাবে ও বৈচিত্র্যে পরিব্যক্ত হইয়াছে।

অনেকে মনে করেন রাধাকৃষ্ণ-প্রেম বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালীর কবিতা ও কীর্ত্তনেই স্থায়ী প্রভাব লাভ করিয়াছে। কিন্তু এরূপ ধারণা যে সত্য নহে, 'সূরসাগর'ই তাহার সাক্ষী। বাঙ্গালা দেশে জয়দেবের পূর্ব্বে যে, কেহ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না। জয়দেবের গীত-গোবিন্দ দেখিলে মনে হয় যেন তাহারও পূর্ব্বে ঐরূপ ধরণের সঙ্গীত প্রচলিত ছিল। ইহা বলিলে জয়দেবের মৌলিকতা খর্ব্ব করা হয় বলিয়া যদি কেহ মনে করেন, তাহা হইলে বলা যায় যে কালিদাস তাঁহার রঘুবংশের আখ্যানবস্তু রামায়ণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্' মহাভারত হইতে গৃহীত। মাইকেল মধুসূদন মেঘনাদবধ ও ব্রজাঙ্গনার জন্য রামায়ণ ও বৈষ্ণব কবিদিগের নিকট ঋণী। শেক্‌স্‌পীয়রের অনেক নাটকের 'প্লট' প্লুটার্কের 'জীবনচরিত' হইতে গৃহীত হইয়াছিল। জয়দেব সম্বন্ধে ইহাই মনে হয় যে, তাঁহার কাব্য যেরূপ অবস্থায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কোনও গাথা বা প্রচলিত সঙ্গীত বা কিংবদন্তীকে আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছিল। ইহা অবশ্য আমার অনুমান মাত্র। রাধাকৃষ্ণের উপাখ্যান যে কত প্রাচীন তাহা বলিতে পারা যায় না। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় ভগবান্ বাসুদেব সারথিরূপে অবস্থিত হইয়া অর্জ্জুনকে সারসত্যের উপদেশ করিয়াছেন। গীতা মহাভারতের অন্তর্গত। অনেকে মনে করেন যে, মহাভারতের সমস্ত অংশ এক সময়ে রচিত হয় নাই। না হউক, গীতা যে বহু প্রাচীন কালের রচনা, তাহা অন্য ঐতিহাসিক প্রমাণের দ্বারাও সমর্থিত হইতে পারে। বাসুদেবের ধর্ম্ম যে একটি প্রাচীন ধর্ম্ম তাহা বেস্‌নগরের শিলালিপি হইতে জানা যায় (খৃষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দী)। শঙ্করাচার্য্য গীতার ভাষ্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাব-কাল খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী। গীতা যদি মহাভারতের মধ্যে একটি প্রক্ষিপ্ত অংশ হইত এবং যদি তাহা মাত্র দুই-তিন শতাব্দী পূর্ব্বে কাহারও দ্বারা মহাভারতের সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়া হইত,

তাহা হইলে নিশ্চয়ই শঙ্কারাচার্য্যের ন্যায় অমানুষিক প্রতিভাশালী ব্যক্তি তাহার ভাষ্য করিতে অগ্রসর হইতেন না, বা সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিলেও তাহার আধুনিকতার উল্লেখ করিতে বিরত হইতেন না।

কৃষ্ণের ধর্ম্ম অবশ্য গীতা অপেক্ষা শ্রীমদ্‌ভাগবতের দ্বারাই বেশী প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতের প্রায় প্রত্যেক ভাষায়ই ভাগবতের অনুবাদ হইয়াছিল। হিন্দীতে 'প্রেমসাগর' ভাগবতেরই সংক্ষিপ্ত হিন্দী রূপ। তামিল, তেলেগু এবং কানাড়ী ভাষায়ও ভাগবতের প্রচার হয়। কালিদাসেরও পূর্ব্বে ভাস কবি কৃষ্ণলীলা অবলম্বন করিয়া 'বালচরিত' নামক সুললিত নাটক রচনা করেন। বালচরিতে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, অন্ধকার রজনীতে বালক শ্রীকৃষ্ণকে লইয়া বসুদেবের নন্দালয়ে যাত্রা, যমুনার দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পথপ্রদান হইতে আরম্ভ করিয়া কালিয়দমন ও কংসবধ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। 'মধ্যমব্যায়োগ' নামক নাটকে নমক্রিয়া ব্যপদেশে ভাস 'কুবলয়ামলখড়্গনীলঃ' (অসিশ্যামলঃ) বলিয়া শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করিয়াছেন। দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্রীরামানুজাচার্য্য দক্ষিণ-ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রচার করেন। ঐ সময়ে শ্রীমন্নিম্বার্ক আবির্ভূত হইয়া বৃষভানুজাকে নমস্কার করিয়াছেন দেখা যায়। দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে জয়দেব তাঁহার অমর কাব্য গীতগোবিন্দ রচনা করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বল্লভাচার্য্য আবির্ভূত হয়েন। তাঁহারই প্রধান শিষ্য সূরদাস। ইঁহারই সমকালে রাজ-পুতানায় মীরা বাই কৃষ্ণলীলায় বিভোর হইয়াছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে মহারাষ্ট্র দেশে তুকারাম তাঁহার প্রসিদ্ধ 'অভঙ্গ' রচনা করেন। 'অভঙ্গ'গুলি কৃষ্ণলীলা বিষয়ক। সূরদাসের জীবদ্দশায় শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভক্তিধর্ম্মের প্লাবনে বঙ্গদেশ ডুবাইয়াছিলেন। ইঁহাদেরও পূর্ব্বে ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বঙ্গদেশে চণ্ডীদাসের ও মিথিলায় বিদ্যাপতির আবির্ভাব হইয়াছিল।

ইহা ব্যতীত কাংড়া উপত্যকায় রাধাকৃষ্ণের যে ছবি পাওয়া গিয়াছে, তাহাও নিতান্ত আধুনিক নহে। ১৯২১ সালের 'রূপম্' নামক পত্রিকায় কাংড়ায় প্রাপ্ত স্বাধীন ভর্ত্তৃকার একটি সুন্দর ছবি প্রদত্ত হইয়াছিল। (আমার লিখিত কুঞ্জভঙ্গ নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।) ঐ ছবির মূল প্রতিকৃতি লাহোর চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে উহা অঙ্কিত হয়। এই ছবিতে বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবিগণের গীতের ভাব এত সুস্পষ্ট যে বিস্মিত না হইয়া পারা যায় না। বস্তুতঃ ইহা একরূপ নিশ্চয় করিয়া বলা চলে যে, কাংড়ার শিল্পিগণ কখনও বাঙ্গালার কীর্ত্তনের সহিত পরিচিত ছিলেন না। জয়দেবের গীতগোবিন্দ

হইতেও এরূপ স্বাধীন ভর্ত্তৃকার চিত্র পাওয়া সম্ভবপর নহে। সনাতন গোস্বামী এই ধরণের পদ রচনা করিয়াছিলেন বটে এবং তিনি বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিতেন, তাঁহার কবিতা বা হিন্দী ভাষায় লিখিত কোনও কবিতা ঐ সকল ভাব যোগাইয়া থাকিবে।

সূরদাসের কবিতার সহিত বাঙ্গালা বৈষ্ণব কবির সাদৃশ্য অতি সুস্পষ্ট। এই সাদৃশ্যের এক কারণ হইতে পারে এই যে, সূরদাসের হিন্দী পদাবলী বৃন্দাবনবাসী গোস্বামিপ্রবরগণের সুপরিচিত ছিল। সূরদাস যখন গোকুলে বাস করিতেছিলেন, তখন শ্রীরূপ, সনাতন ও শ্রীজীব গোস্বামি-পাদগণ ভগবল্লীলাগানে বৃন্দাবনের কাননকুঞ্জ ঝঙ্কৃত করিতেছিলেন। সূরদাস কি তাহা জানিতেন না? পক্ষান্তরে সূরদাস যে অনতিদূরে তাঁহাদেরই ইষ্টদেবতাকে লইয়া লক্ষাধিক পদ রচনা এবং গান করিতেছিলেন, ইহা কি সেই অসাধারণ পাণ্ডিত্যশালী ভক্ত বৈষ্ণবগণের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত ছিল? পরবর্ত্তীকালে যে সূরদাসের ব্রজভাষা বঙ্গীয় বৈষ্ণব কবিদের কল্পনাকে মুগ্ধ করিয়াছিল, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। অন্যথা বঙ্গের কবিদিগের পক্ষে ব্রজবুলির এরূপ অবাধ ব্যবহারের সঙ্গত কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সূরদাসের কৃষ্ণলীলানুরক্তির মূলপ্রস্রবণ যদি ভাগবত হয়, তাহা হইলে তাঁহার কাব্যে দানলীলা কি প্রকারে আসিল, তাহা ভাল বুঝা যায় না। দানলীলা ভাগবতে পাওয়া যায় না। সূরদাস ইহা কোথায় পাইলেন? চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে ও কীর্ত্তনের বহু পদে দানখণ্ড ও দানলীলা দেখা যায়। বাঙ্গালার পদাবলী সাহিত্যের সহিত সূরদাসের দানলীলার অতি সুন্দর মিল আছে।

প্রগট করৌ, সব তুমহি বতাবৈঁ।
চিকুর চামর ঘূঁঘট হৈ বরবর, ভুব সারঙ্গ দেখাবৈঁ॥

সূরদাস—৭১ পৃষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণ দান চাহিয়া বলিতেছেন, 'আমি এক এক করিয়া তোমাদের বলিয়া যাইতেছি, তোমরা সব খুলিয়া দেখাও।' পদাবলী সাহিত্যেও এই ভাবটি দখিতে পাই:

চিকুরে চোরায়সি চামর-কাঁতি।
দশনে চোরায়সি মোতিম-পাঁতি॥

* * * *

অধরে চোরায়সি সুরঙ্গ পঙার।
চরণে চোরায়সি কুঙ্কুম ভার ॥—গোবিন্দদাস।

এত ভাল ভাল জিনিষ তোমরা গোপন করিয়া লইয়া চলিয়াছ, অথচ আমাকে দান (octroi) দিবে না ?

ইহা ব্যতীত সূরদাসের বাৎসল্য রসের কবিতার সহিত পদাবলী সাহিত্যের বহু মিল দেখা যায়। এ স্থলে উভয়ের আদর্শ অবশ্য ভাগবতের দশম স্কন্ধ। বাৎসল্য রসে কোনও কোনও স্থলে সূরদাস বাঙ্গালী কবিকে ছাড়াইয়া উঠিয়াছেন। সূরদাসের কবিতায় বাৎসল্যের চিত্র আরও উজ্জ্বল, আরও মধুর।

মধুর রসের অভিব্যক্তি সূরদাস অপেক্ষা বাঙ্গালী কবির মধ্যেই প্রস্ফুট, ইহা বলিতেই হইবে। সূরদাস ত শ্রীচৈতন্যের প্রভাব লাভ করেন নাই। সেই প্রেমাবতারের প্রেমতূলিকা-স্পর্শে মধুরভাব যেমন বঙ্গের বৈষ্ণব কবিতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে, পৃথিবীর আর কোনও কাব্য-সাহিত্যে সেরূপ হইয়াছে কি না সন্দেহ। ইহাতে সূরদাসের কোনও অপকর্ষ সূচিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণের রূপ-বর্ণনায়, সূরদাসের শিল্পবিলাস প্রথম শ্রেণীর না হইলেও বিশেষ ন্যূন নহে। সূরদাসের শ্রীরাধিকা বলিতেছেন, "আমার প্রতি-লোমকূপ যদি নয়ন হইত, তাহা হইলে কৃষ্ণের রূপ ভাল করিয়া দেখিতে পারিতাম।"

রোম জিতনে অঙ্গ, নৈন হোতে সঙ্গ, রূপ লেতা, নিদরি কহতি রাধা।

বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবির রাধা বলিতেছেন :—

দেখিতে দেখিতে মনে হেন লয়।
সকল অঙ্গে যদি নয়ান হয় ॥—গোবিন্দদাস

দারুণ দৈব কয়ল দুহুঁ লোচন
তাহে পলক নিরমাই।
তাহে অতি হরিষে দুহুঁ [illegible]
কৈছে হেরব মুখ চাই ॥—রামানন্দ বসু

সখি, নিষ্ঠুর বিধাতা আমার দুইটি মাত্র নয়ন দিয়াছেন, তাহাতে আবার পলক সৃষ্টি করিয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, সেই রূপ দেখিলে অতিশয় হর্ষভরে আমার চক্ষু জলে পূর্ণ হয়। কেমন করিয়া সে চাঁদমুখ চাহিয়া দেখিব ?

গ্রন্থকার সূরদাসের 'ভ্রমরগীতি' হইতে পদ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীরাধার বিরহের একটি সুন্দর ছবি দিয়াছেন। ভাগবতের দশম স্কন্ধে 'ভ্রমরগীতা' আছে। তাহাই অবলম্বন করিয়া সূরদাস তাঁহার 'ভ্রমরগীতিতে' ব্রজগোপীর প্রেমের গভীরতা ও বিরহের উচ্ছ্বাস বর্ণনা করিয়াছেন। এরূপ ধরণের পদ বৈষ্ণব কবিতার মধ্যে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই প্রসঙ্গে কবি নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা অপেক্ষা শ্যামসুন্দর নবনটবরের ধ্যানের আনন্দ যে শ্রেষ্ঠ, তাহাই ব্রজগোপীগণের মুখ দিয়া প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

একটি লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সূরদাসের পদে 'কৃষ্ণ' নামের উল্লেখ থাকিলেও শ্যাম ও কান্‌হ, হরি ও গোপাল নামের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভাস 'দামোদর', 'নারায়ণ' নামই বেশী ব্যবহার করিয়াছেন। তুকারাম বিঠলনাথ বা বিঠোবা এই নামে শ্রীকৃষ্ণকে বন্দনা করিয়াছেন। বিদ্যাপতির পদে 'মাধব' নামের প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। মীরা বাইর কবিতায় 'গোপাল', 'নন্দলালা' এবং 'কান্‌হ' এই নামই বেশী দেখা যায়। বাঙ্গালী কবিরা সাধারণতঃ কৃষ্ণ নামের ভক্ত। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণকীর্ত্তনে 'শ্যাম' নাম নাই। কাহ্ন (কৃষ্ণ) নামই বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে। সূরদাস 'শ্যাম' নাম কোথা হইতে পাইলেন ? কৃষ্ণকীর্ত্তনের চণ্ডীদাস যদি সূরদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী হয়েন, তাহা হইলে শ্যাম নাম নিশ্চয়ই সূরদাস বঙ্গদেশ হইতে পান নাই।

সূরদাস একাধারে ভক্ত, রসিক, পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তিনি যে অন্ধ ছিলেন, তাহা জানা যায়। তিনি জন্মান্ধ ছিলেন, কিংবা যুবতীর রূপ দেখিবার জন্য নয়ন ধাবিত হইয়াছিল বলিয়া তিনি সেই যুবতী কর্ত্তৃক চক্ষু উৎপাটিত করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা ঠিক জানা যায় না। তবে তাঁহার প্রাণের দেবতার জন্য অন্ধ-জীবনের একান্ত আশালোকহীন আবেগভরা আকুলতা আমাদিগের প্রাণের তন্ত্রীতে একটি ব্যথার সুর তুলে—

তোমাতে হেরিব আমার দেবতা, হেরিব আমার হরি,
তোমার আলোকে জাগিয়া রহিব অনন্ত বিভাবরী।

সূরদাসের প্রার্থনা—রবীন্দ্রনাথ।

সূচী

ভক্তপ্রবর মহাকবি সুরদাস

জীবনী ও কাব্যালোচনা *

শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল, এম. এ., লিখিত

ক। উপক্রমণিকা

(১) হিন্দী সাহিত্যের উৎপত্তি ও ক্রমোন্নতি

১১৯১ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ কর্তৃক দিল্লী-বিজয়ের পর যদিও অনেক হিন্দু-রাজ্য লুপ্ত হইয়াছিল এবং রাজস্থানের অনেক সুদৃঢ় দুর্গ মুসলমান-করায়ত্ত হইয়াছিল, তথাপি সমগ্র রাজপুত জাতি সম্পূর্ণরূপে তাহাদের কবলে পতিত হয় নাই। এই বিপ্লবের সময়েই উত্তর-ভারতবর্ষের প্রাদেশিক ভাষাসমূহের অভ্যুদয় হয়। এই সময়ে রাজস্থানেই অধিক চাঞ্চল্য দৃষ্ট হইয়াছিল। প্রত্যেক রাজপুত নরপতিকে স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষার জন্য অশেষ চেষ্টা করিতে ও সর্ব্বদাই যুদ্ধ-বিগ্রহে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। প্রত্যেক হিন্দুরাজসভায় এক বা ততোধিক ভাট বা চারণ থাকিত। তাহারা নিজ নিজ রাজার ও রাজবংশের বীরত্বকাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া বীণার সাহায্যে ঐ সকল গাথা রাজসভায় ও অন্যত্র গান করিত। এই উত্তেজনার সময়ে এই রাজকবিদিগকে রচনার জন্য বিষয়ের অভাব অনুভব করিতে হয় নাই এবং স্ব স্ব রাজাদের নিকট হইতে যথেষ্ট উৎসাহ ও সাহায্য লাভ করিয়া তাহারা নিজ নিজ রচনার উৎকর্ষ-সাধনে যত্নপর হইয়াছিল। ভাট বা চারণদের গীতিকাব্যসমূহই হিন্দী সাহিত্যের আদি রচনা এবং মহারাজ পৃথ্বীরাজের সভাকবি চন্দবরদাই-ই ঐ সকল কীর্ত্তি-গাথা-রচয়িতাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে হিন্দী সাহিত্যে এক নূতন বিকাশের সূত্রপাত হয়। উত্তর-ভারতে এই সময়ে যে ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হয় তাহাই

* এই প্রবন্ধ কলিকাতা পোএট্রী সোসাইটীতে এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদে পঠিত।

ইহার মূল। মুসলমান-বিজয়ের পরবর্ত্তী কয়েক শতাব্দী ধরিয়া হিন্দুদের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়া উঠিয়াছিল। পাঠান রাজত্বকালে মুসলমানেরা হিন্দুদের উপর অনেক অত্যাচার করিয়াছিল। অনেক দেবমন্দির উৎপাটিত ও চূর্ণীকৃত হইয়াছিল, অনেক দেব-দেবী-মূর্ত্তি অসম্মানিত হইয়াছিল এবং অনেক শাস্ত্র-গ্রন্থাদি নষ্ট হইয়াছিল। হিন্দুরা তখন ভয়ে শঙ্কিত থাকিত। তাহাদের মধ্যে অনেকে বাধ্য হইয়া মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল। এই দুর্দ্দিনে উত্তর-ভারতে যে কয়েকটী ধর্ম্মান্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহাদ্বারা মৃতপ্রায় হিন্দুধর্ম্ম আবার সজীব হইয়া উঠিয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের যতই যৌক্তিকতা থাকুক না কেন, তাহা জনসাধারণের হৃদয়গ্রাহী হয় নাই। সেই জন্য কয়েক শতাব্দী পরে রামানুজ তাঁহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের মত প্রচার করিয়া সহজেই সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। ঈশ্বরের সহিত একত্ব লাভ করিবার আশা মানুষের মনকে সন্তোষ দিতে পারে না। সে এমন একটী দেবতা চায় যাহাকে সে সহজে অনুভব করিতে পারে, যাহার উপর সে সুখেদুঃখে সকল সময়ে নির্ভর করিতে পারে, যাহাকে সে তাহার অভাব-অভিযোগ জানাইতে পারে, যাহাকে সে সেবাভক্তি করিতে পারে, যাহাকে সে হৃদয়ের সহিত ভাল-বাসিতে পারে। রামানুজের ধর্ম্মে ঈশ্বর সেব্য, মানুষ সেবক। প্রায় সকল প্রধান প্রধান ধর্ম্মমতে এই ভাবটী বিদ্যমান। মৃত্যুর পর শিব হইতে পারিব এই আশা অপেক্ষা বৈকুণ্ঠে যাইয়া ঈশ্বর-সান্নিধ্য লাভ করিব এই আশা অধিক তৃপ্তিকর। এইরূপ ধর্ম্মই মনুষ্যের হৃদয়গ্রাহী।

যে ধর্ম্মান্দোলন পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আরম্ভ হয় তাহাতে এই-রূপ মতই প্রচারিত হইয়াছিল। এতাবৎকাল পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণেরা ব্রাহ্মণেতর জাতিদিগকে ধর্ম্মচর্চ্চা হইতে এক প্রকার বঞ্চিত করিয়াই রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এই সময়ের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকেরা সকল শ্রেণীর মধ্যে তাঁহাদের ধর্ম্মমত প্রচার করিয়া সকলকে সমভাবে ধর্ম্মে অধিকার দিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম-গ্রন্থগুলি সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ না হইয়া, দেশীয় ভাষায় লিখিত হইতে লাগিল। ইহার ফলে হিন্দী সাহিত্য উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করিতে সমর্থ হইল।

এই সময়ের ধর্ম্মান্দোলন চারিটী বিভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল। দুইটী ধারায় সাকারোপাসনার এবং দুইটীতে নিরাকারোপাসনার পোষকতা হইতে লাগিল। সাকরোপাসনার দুইটী ধারার একটীতে রাম-ভক্তি ও অপরটীতে কৃষ্ণ-ভক্তি প্রচারিত হইতে থাকিল। উভয়েই অবতারবাদ স্বীকৃত হইল এবং

মূর্ত্তিপূজা প্রবর্ত্তিত হইল। উভয় সম্প্রদায়ই বেদ এবং পুরাণ মান্য করিত। নিরাকারবাদীরা অবতারবাদ স্বীকার করিত না এবং মূর্ত্তিপূজার বিরোধী ছিল, যদিও তাহারা তাহাদের মতের পোষকতার জন্য কখনো কখনো পৌরাণিক আখ্যানসমূহ হইতে উদাহরণ উপস্থিত করিত। নিরাকারবাদ বা নির্গুণধারা দুই শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল। প্রথম—জ্ঞানাশ্রয়ী শাখা, এবং দ্বিতীয়—শুদ্ধ প্রেমমার্গী (অর্থাৎ সূফীদিগের) শাখা। জ্ঞানাশ্রয়ী শাখার মূলস্তম্ভ কবীর সাহেব। তিনি একজন অদ্বিতীয় প্রতিভাসম্পন্ন, নির্ভীক ধর্ম্মপ্রচারক ছিলেন। তাঁহার মতকে ভিত্তি করিয়া উত্তর-ভারতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত পর পর অনেকগুলি ধর্ম্মসম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল—যথা, নানকপন্থী, দাদূপন্থী, লালদাসী, সাধ, চরণদাসী, শিব-নারায়ণী, রাম-সনেহী, প্রাণ-নাথী। এই সকল সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তকগণ ও শিষ্যমণ্ডলী হিন্দী ভাষায় অসংখ্য কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই সকল কাব্যগ্রন্থ শান্তরসাত্মক এবং ভক্তির মাহাত্ম্য-কীর্ত্তনকারী।

উত্তর-ভারতের ধর্ম্ম্য পুনরুত্থানের ইতিহাসে মহাত্মা রামানন্দের নাম অতি উচ্চ। এই মহাত্মা সম্ভবতঃ ১৪০০ হইতে ১৪৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন। তিনি রাম-নামে ঈশ্বরোপাসনার প্রবর্ত্তক ছিলেন এবং প্রচার করিতেন যে জীবদেহধারণের ক্লেশ হইতে মুক্ত করিতে রাম ভিন্ন অন্য কেহ সমর্থ নহে। রামে অনন্যা ভক্তি ভিন্ন কেহ মোক্ষ লাভ করিতে পারে না। রামানন্দের শিষ্যেরা হিন্দী ভাষায় পুস্তক লিখিয়া তাঁহাদের ধর্ম্মমত প্রচার করিতেন। ঐ সকল পুস্তক কবিতায় রচিত। ভারতবর্ষ ইংরাজাধিকৃত হওয়ার পূর্ব্বে প্রায় সকল গ্রন্থই পদ্যে রচিত হইত। ভক্তপ্রবর মহাকবি তুলসীদাস এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

মহাত্মা কবীর রামানন্দের শিষ্য ছিলেন, কিন্তু মহারাষ্ট্রদেশীয় ভক্ত নামদেবের অনেক পরিমাণে অনুকরণ করিয়াছিলেন। কবীর ঈশ্বরকে রাম, আল্লা ইত্যাদি বহু নামে অভিহিত করিতেন এবং নিজ গুরুর অনুসরণ করিয়া রাম-ভক্তির মহিমা প্রচার করিতেন। কিন্তু তাঁহার রাম-ভক্তি ভিন্ন প্রকারের ছিল। সে ভক্তি বিষ্ণুর অবতার রামের প্রতি অর্পিত না হইয়া নির্গুণ নিরাকার ব্রহ্মে অর্পিত হইত। কবীর সাহেব রাশীকৃত হিন্দী কবিতার রচয়িতা।

প্রেমমার্গী বা সূফী সম্প্রদায়ে কয়েকজন ফকির কবি ছিলেন। যথা—মলিক মহম্মদ জায়সী, কুতুবন, মঞ্ঝন, ওস্‌মান, শেখ নবী, কাসিম শাহ, নূর

মহম্মদ, ফাজিল শাহ। ইহারা সকলেই প্রেমগাথা রচনা করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, যে প্রেমতত্ত্বের আভাস লৌকিক প্রেমে পাওয়া যায় তাহারই উৎকর্ষের দ্বারা ঈশ্বরের সহিত মিলিত হওয়া যাইতে পারে। সূফীদের মতে সমস্ত জগৎ এমন একটী রহস্যময় প্রেমসূত্রে আবদ্ধ যাহাকে অবলম্বন করিয়া জীব প্রেমমূর্ত্তি ভগবান্‌কে পাইবার পথে পৌঁছিতে পারে। সূফীরা সমস্ত রূপেই ভগবানের প্রচ্ছন্ন জ্যোতি দেখিয়া মুগ্ধ হয়। মলিক মহম্মদ জায়সী 'পদ্মাবত' নামক কাব্য রচনা করিয়া হিন্দী সাহিত্যে অক্ষয় নাম রাখিয়া গিয়াছেন। কবীর, তুলসীদাস ও সূফী কবিরা হিন্দী ভাষার অউধী উপভাষায় (অর্থাৎ বোলীতে) তাঁহাদের গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণের উপাসনা বহু শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে প্রবর্ত্তিত ছিল। এই সময়ের ধর্ম্মান্দোলনের প্রভাবে ইহা শক্তিসঞ্চার করিয়া প্রবল হইতে লাগিল। এই সম্প্রদায়ের ধর্ম্মমতও কবিতায় রচিত হইয়া হিন্দী সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন করিয়াছিল। নিম্বার্ক "দশশ্লোকী" নামক স্তোত্রে রাধাকে কৃষ্ণের মুলপ্রকৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাহা এই—

অঙ্গেতু বামে বৃষভানুজাং মুদা
বিরাজমানমনুরূপসৌভগাম্।
সখীসহস্রৈঃ পরিসেবিতাং সদা
স্মরেম দেবীং সকলেষ্টকামদাম্॥

নিম্বার্ক ১১৬২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। অতএব তিনি জয়দেবের সমসাময়িক। রাধাকৃষ্ণবিষয়ক রচনা জয়দেবের সংস্কৃত কাব্য গীত-গোবিন্দে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণে, বায়ুপুরাণে বা ভাগবতে রাধার উল্লেখ নাই। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গুজরাট্ দেশে নরসিংহ মেহতা নামক একজন কবি গুজরাতী ভাষায় রাধাকৃষ্ণবিষয়ক অনেকগুলি গীতি-কবিতা রচনা করেন। এই সময়ের কিছুপূর্ব্বে বঙ্গদেশে চণ্ডীদাস ও মিথিলায় বিদ্যাপতি রাধাকৃষ্ণের লীলা সম্বন্ধে অতি সরস গীতিকাব্য লিখেন এবং কিছু পরে রাজপুতনায় মীরাবাঈ নামক ভক্ত স্ত্রীকবি ব্রজভাষায় বালকৃষ্ণবিষয়ক, ভক্তিপূর্ণ অনেকগুলি অতি মধুর ভজন রচনা করেন।

রাধাকৃষ্ণবিষয়ক ধর্ম্মমতের প্রচারকার্য্যে শ্রীমৎ বল্লভাচার্য্য শীর্ষস্থানীয়। এই দক্ষিণী ব্রাহ্মণ ১৪৭৯ খৃষ্টাব্দে কাশীতে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি মথুরার নিকট গোকুলে শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া ভারতবর্ষের নানাস্থানে স্বীয় মত প্রচার

করিতে থাকেন। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ইঁহার পুত্র বিট্‌ঠলনাথ (১৫১৫-১৫৮৫ খৃঃ) বল্লভাচার্য্য-সম্প্রদায়ের নেতা হয়েন। তাঁহার পিতার চারিজন শিষ্য ও তাঁহার নিজের চারিজন শিষ্য ব্রজভাষায় রাধাকৃষ্ণের লীলা-বিষয়ক অনেকগুলি উচ্চ অঙ্গের কাব্য রচনা করেন এবং গোস্বামী বিট্‌ঠলনাথ এই আট জনকে "অষ্টছাপ" নামে অভিহিত করেন। ইহার পর হইতে ব্রজ-ভাষায় রাধাকৃষ্ণের লীলাবিষয়ক অসংখ্য কাব্য রচিত হইতে থাকে এবং হিন্দী ভাষার ব্রজবোলীই কাব্যরচনার সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বোপযোগী ভাষা বলিয়া গণ্য হয়।

অষ্টছাপের কবিদিগের মধ্যে বল্লভাচার্য্যের চারি শিষ্যের নাম সূরদাস, কৃষ্ণ-দাস পয়-আহারী, পরমানন্দদাস ও কুম্ভনদাস, এবং বিট্‌ঠলনাথের চারি শিষ্যের নাম চতুর্ভুজদাস, ছীত স্বামী, নন্দদাস ও গোবিন্দদাস। ইঁহাদের মধ্যে সূরদাসই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নন্দদাসও একজন মন্দ কবি ছিলেন না।

(২) ব্রজভাষা

সূরদাস তাঁহার কবিতা ব্রজভাষায় রচনা করিয়াছেন। এই ব্রজভাষা ব্রজমণ্ডলের ভাষা। ব্রজমণ্ডল বলিতে মথুরা, বৃন্দাবন ও তন্নিকটবর্ত্তী প্রদেশ। মথুরা জেলায়, আলিগড় জেলায়, আগ্রা জেলায়, এটাওয়া জেলায়, করোলীতে, ভরতপুর রাজ্যে, ধোলপুর রাজ্যে, গোয়ালিয়র রাজ্যের পশ্চিম ভাগে ও জয়পুর রাজ্যের পূর্ব্বভাগের সাধারণ লোকের মধ্যে ব্রজভাষা প্রচলিত। আজকালকার সাহিত্যিক হিন্দী ভাষা বা 'খাড়ী বোলী' দিল্লী ও মিরাটের ভাষা। খাড়ী বোলী হইতে ব্রজভাষার কিছু প্রভেদ আছে।

ব্রজভাষায় ঐকার ও ঔকারের উচ্চারণ যথাক্রমে 'অয়' ও 'অও' এর ন্যায়, যথা দৈ=দয়, হৌ=হও। কিন্তু গৈয়া, কৌয়া ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণ সংস্কৃত উচ্চারণের ন্যায়, কারণ এই সকল শব্দে ঐকার ও ঔকার অন্ত্যস্থ 'য়' ও 'ব'-এর পূর্ব্বে। কর্ম্মকারকের 'কো', 'কৌ' এবং অধিকরণ কারকের 'মেঁ' 'মৈঁ' হইয়া যায়। 'য়াহি', 'বাহি' ইত্যাদি প্রায় 'য়ায়্', 'বায়্' হইয়া যায়, অর্থাৎ 'হি' স্থানে 'য়' হয়। এই ভাষার প্রধান বিশেষত্ব এই যে ইহার আকারান্ত পুংলিঙ্গ একবচন বিশেষ্য, বিশেষণ ও ভূত:কালের কৃদন্ত পদ এবং অনেক সময়ে বর্ত্তমান কালের কৃদন্ত পদ একবচনে ওকারান্ত হইয়া যায়, যেমন ঘোড়ো, কহ্যো,

গয়ো, কর্‌তো ইত্যাদি। প্রাকৃত ঘোড়ও হইতে ঘোড়া হইয়াছে। কথিতঃ= কহিঅউ=কহ্যো। গতঃ=গঅউ=গয়ো। ভূত কালের সকর্ম্মক ক্রিয়ার সহিত কর্ত্তায় 'নে' লাগে এবং কর্ম্মের সহিত ক্রিয়ার অন্বয় হয়।

ব্রজভাষা খাড়ী বোলী অপেক্ষা মধুর বলিয়া কবিতার বিশেষ উপযোগী। ইহার এক বিশেষত্ব এই যে কবিরা প্রয়োজনানুসারে শব্দগুলিকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে পারেন, যেমন 'হৃদয়' স্থানে 'হিয়', 'ঘোড়া' স্থানে 'ঘোরো', 'এক' স্থানে 'ইক', 'দিবস' স্থানে 'দ্যৌস', 'নয়ন' স্থানে 'নৈন', 'পয়' স্থানে 'পৈ', 'অন্যত্র' স্থানে 'অনত' ইত্যাদি। নয়টী রসের সকল রসই ব্রজভাষায় প্রকাশিত হইতে পারে। এই ভাষা কোমল বলিয়া ইহাদ্বারা বীররসাত্মক কবিতা রচিত হইতে পারে না এমত নহে। আউধী ভাষায় বীররস উত্তমরূপে ব্যক্ত হয় না বলিয়া, কবিতাবলী রামায়ণে বীররসের কবিতা লিখিবার জন্য তুলসীদাসকে ব্রজবোলীর শরণাগত হইতে হইয়াছে। ঐ গ্রন্থ হইতে বীররসের একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

কতহুঁ বিটপ ভূধর উপারি, পর সেন বরক্‌খত।
কতহুঁ বাজি সোঁ বাজি মর্দি, গজরাজ করক্‌খত॥
চরণ চোট চটকন চকোট অরি, উরসির বজ্জত।
বিকট কটক নিদ্দরত বীর, বারিদ জিমি গজ্জত॥
লঙ্গূর লপেটত পটকি ভট, 'জয়তি রাম জয়' উচ্চরত।
তুলসীস পবননন্দন অটল যুদ্ধ, ক্রুদ্ধ কৌতুক করত॥

হনুমান্ কোথাও বৃক্ষ ও পর্ব্বত উৎপাটিত করিয়া শত্রুসেনার উপর বর্ষণ করিতেছেন, কোথাও ঘোটকদ্বারা ঘোটক মর্দ্দন করিতেছেন, এবং কোথাও হস্তিসমূহকে কর্ষণ করিতেছেন। কোথাও শত্রুদের বক্ষে ও মস্তকে তাঁহার চরণের আঘাত ও চপেটাঘাতের প্রহার লাগিতেছে। কোথাও মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে রাক্ষসদিগের ভয়ঙ্কর সেনা বিদারণ করিতেছেন, কোথাও যোদ্ধৃ-গণকে লাঙ্গূলদ্বারা বেষ্টন করিয়া পৃথিবীতলে নিক্ষেপ করিতেছেন, এবং কোথাও রামচন্দ্রের জয়ধ্বনি করিতেছেন। হে তুলসীদাসের প্রভু (রামচন্দ্র), যুদ্ধে অটল বায়পুত্র (হনুমান্) রণস্থলে ক্রোধে কৌতুক করিতেছেন।

আদিরসের বর্ণনায় হিন্দীর কোনো উপভাষাই ব্রজবোলীর ন্যায় উপযোগী নয়। হিন্দী সাহিত্য ব্রজভাষায় লিখিত শৃঙ্গাররসাত্মক কবিতায় পরিপূর্ণ।

(৩) সূর-সাহিত্য

খৃষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত হিন্দী সাহিত্যের উৎকর্ষ ও সমৃদ্ধির কাল। এই কালকে হিন্দী সাহিত্যের মধ্যাহ্ন-কাল বলা যাইতে পারে। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রসিদ্ধ আচার্য্য, কবি ও ভক্তদের আবির্ভাব এই সময়েই হইয়াছিল। কবিশ্রেষ্ঠ ভক্ত-শিরোমণি সূরদাস ও তুলসীদাস এই যুগকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। 'সূরসারাবলী' নামক সূরদাসরচিত একখানি গ্রন্থের একটী পদে পাওয়া যায় যে তিনি এক লক্ষ পদ রচনা করিয়াছিলেন—

শ্রীবল্লভ গুরু তত্ত্ব সুনায়ো, লীলাভেদ বতায়ো।
তা দিনতেঁ হরিলীলা গায়ী, এক লচ্ছ পদবন্দ।
তাকো সার 'সূরসারাবলি' গাবত অতি আনন্দ॥

আমার গুরু শ্রীবল্লভ আমাকে হরিতত্ত্ব শুনাইয়াছিলেন এবং লীলারহস্য বলিয়াছিলেন। সেই দিন হইতে আমি এক লক্ষ পদবদ্ধ হরিলীলা গাইয়াছি। তাহারই সার সূরসারাবলী অতি আনন্দে গাহিতেছি।

ইহা স্বীকার্য্য যে তিনি অসংখ্য পদ রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদিগকে গণনা করিবার সুবিধা পাইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ; অনেক পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়া হয় তো সূরদাসের মনে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে তিনি এক লক্ষ পদের কম লেখেন নাই। যদি সত্যসত্যই তিনি এক লক্ষ পদ লিখিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাহার সামান্য অংশমাত্র আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। আধুনিক 'সূরসাগর' গ্রন্থে যে সকল পদ পাওয়া যায় তদপেক্ষা অধিক পদ লেখার আবশ্যকতা দেখা যায় না, কারণ এত অধিক সংখ্যক পদের অপ্রাপ্তিহেতু কোনো লীলার বিবরণের অঙ্গহানি হয় নাই। সূরদাস নিম্নলিখিত কয়েকখানি গ্রন্থের নির্ম্মাতা বলিয়া কথিত হন—(১) সূরসাগর (২) সূরসারাবলী (৩) সাহিত্য-লহরী (৪) ব্যাহলো এবং (৫) নলদময়ন্তী। শেষোক্ত দুইখানি গ্রন্থ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। সুতরাং এই গ্রন্থদ্বয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোর সন্দেহ আছে। 'ব্যাহলো' কোন্ বিষয় অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছিল কেহ বলিতে পারে না। সূরদাসদ্বারা 'নলদময়ন্তীর' রচনাও সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না, কারণ তাঁহার ন্যায় ভক্ত যে ভক্তিবিষয়ক কবিতা ছাড়িয়া কোন পার্থিব বিষয়ে মনঃসংযোগ করিয়াছিলেন

ইহা যুক্তির বহির্গত। তুলসীদাসও ভক্তিবিষয়ক কবিতা ব্যতীত অন্য কোনো কবিতা লেখেন নাই।

যে গ্রন্থগুলি আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে সূরদাসের ব্যক্তিত্বের ছাপ স্পষ্ট। তাঁহার সর্ব্বপ্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'সূরসাগর'। ইহা রামায়ণ, ইলিয়ড, প্যারাডাইস্ লষ্ট্, মেঘনাদবধ ইত্যাদির ন্যায় Epic মহাকাব্য নয়। তিনি ভক্তির আবেশে বিহ্বল হইয়া এক এক সময়ে ভগবানের এক এক লীলার পদ রচনা করিয়া গান করিতেন। সুতরাং একই বিষয়ের বা একই ভাবের দুই বা ততোধিক পদ সূরসাগরে পাওয়া যায়। সূরসাগরে শ্রীমদ্‌ভাগবতের ক্রম অনুসরণ করা হইয়াছে। ভাগবতের স্কন্ধগুলির যে যে অংশ ভগবানের লীলা-সম্পৃক্ত, সেই সেই অংশ লইয়াই তাঁহার ভজনগুলি রচিত, তন্মধ্যে অধিকাংশই দশম স্কন্ধের পূর্ব্বভাগ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের বাল্য বা ব্রজলীলা অবলম্বন করিয়া লিখিত। তবে এই সকল পদ যে কেবল ভাগবতের আধারেই লিখিত হইয়াছে তাহা বলা যায় না, কারণ ভাগবতে রাধার নাম কোনো স্থলে দৃষ্ট হয় না। দানলীলা-প্রসঙ্গও তাহাতে নাই। সম্ভবতঃ রাধার নাম জয়দেবের গীত-গোবিন্দ ও প্রচলিত কিংবদন্তী হইতে গৃহীত হইয়াছে।

সূরদাস লক্ষাধিক পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। সূরসাগরের কয়েকটা সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নওল কিশোর প্রেসের সংস্করণে অষ্টছাপের অন্যান্য কবিদের পদও স্থানলাভ করিয়াছে। কলিকাতার বঙ্গবাসী প্রেসের সংস্করণটী সম্পূর্ণ নয় এবং দুষ্প্রাপ্য। এক্ষণে বোম্বাইয়ের বেঙ্কটেশ্বর প্রেসের সংস্করণের উপরই নির্ভর করিতে হয়। ইহাও সন্তোষজনক নহে। ইহা ভ্রমপ্রমাদে পরিপূর্ণ। কোনো সংস্করণেই চারি পাঁচ হাজার পদের অধিক পাওয়া যায় না। বোম্বাই সংস্করণের পদসংখ্যা ৪,১৩৯, কিন্তু ইহাতে দু' চারিটী পদ দুইবার ছাপা হইয়াছে। উপস্থিত সংগ্রহগুলি হইতে বাছিয়া লইয়া যদি একটী নূতন শুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশ করা যায় তাহা হইলেও ছয় সহস্রের অধিক পদ তাহাতে স্থান লাভ করিবে না।

সূরসাগর সত্যসত্যই একখানি অপূর্ব্ব গ্রন্থ। ইহা প্রেম, কাব্য ও সঙ্গীতের ত্রিবেণীরূপে মিলিত হইয়া অবশেষে সাগরে পরিণত হইয়াছে। ইহা রত্নাকর—ইহার এক একটী পদ এক একটী রত্ন। যে সকল পদ আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদেরই সংখ্যা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয় এবং তাহা হইতেই সূরদাস কবিশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছেন। ভক্তেরা তাঁহার সূরসাগর

মন্থন করিয়া হরিভক্তিরূপ অমৃতের আস্বাদন করেন। কাব্যরসিক ব্যক্তিগণ তাহাতে ডুব দিয়া যে সকল রত্ন উদ্ধার করেন তাহাদের উজ্জ্বল্যে তাঁহারা বিমুগ্ধ হন। সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তিদের তো কথাই নাই, তাঁহারা এক এক পদোর্ম্মির নর্ত্তনে আত্মসমর্পণ করিয়া বিহ্বল হইয়া যান।

সূরসারাবলী সূরসাগরের সূচীগ্রন্থ-স্বরূপ। ইহাতে ১,১০৭টী পদ আছে। 'সাহিত্যলহরী'কে সূরসাগরের অংশ বলা যাইতে পারে। সূরসাগরের গূঢ়ার্থ পদগুলিকে বাছিয়া লইয়া তাহাদের সহিত আরও কতকগুলি ঐরূপ পদ সংযুক্ত করিয়া সাহিত্যলহরী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই গূঢ়ার্থ পদগুলির 'দৃষ্টিকূট' নাম দেওয়া হইয়াছে। ঐ দৃষ্টিকূট পদগুলি যমকে পরিপূর্ণ। 'সারঙ্গ' শব্দটী সূরদাসের অত্যন্ত প্রিয়। এই শব্দটী সুরসাগরের যেখানে সেখানে পাওয়া যায় এবং নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। টীকার সাহায্য ভিন্ন দৃষ্টিকূট পদগুলির অর্থ করা প্রায় অসম্ভব। ইহাদের রচনায় সুরদাসকে অনর্থক অনেক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। তিনি অনেক বাক্‌চাতুরী দেখাইয়াছেন সত্য, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে এরূপ ভক্ত কবিও হাস্যজনক আড়ম্বর দেখাইবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারেন নাই। বালকদের পক্ষে ইহাদের অর্থান্বেষণ চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। নিম্নে দৃষ্টিকূটের দুইটী উদাহরণ প্রদত্ত হইল :—

১। অদ্‌ভুত এক অনুপম বাগ।
যুগল কমল পর গজ ক্রীড়ত হৈ, তা পর সিংহ করত অনুরাগ।
হরি পর সরবর সর পর গিরিবর, ফূলে কঞ্জ পরাগ।
রুচির কপোত বসে তা উপর, তা উপর অমৃত ফল লাগ।
ফল পর পুহুপ পুহুপ পর পল্লব, তাপর সুকপিক মৃগমদ কাগ।
খঞ্জন ধনুষ চন্দ্রমা উপর, তা উপর ইক মণিধর নাগ।
অঙ্গ অঙ্গ প্রতি ঔর ঔর ছবি, উপমা তাকো করত ন ত্যাগ।
সূরদাস প্রভু পিয়হু সুধারস, মানোঁ অধরনিকে বড় ভাগ॥

[এখানে এক উদ্যানের বর্ণনাচ্ছলে সূরদাস শ্রীরাধিকার রূপের বর্ণনা করিতেছেন]। একটী অদ্ভুত অনুপম বাগান দেখিলাম। সেই বাগানে দুইটী কমলের উপর দুইটী হস্তী ক্রীড়া করিতেছে (অর্থাৎ রাধার দুইটী চরণকমলের উপর হস্তিশুণ্ডসদৃশ দুইটী উরু বিরাজিত)। তদুপরি সিংহ (অর্থাৎ রাধিকার কটিদেশ সিংহের কটির ন্যায় সূক্ষ্ম)। তাহার উপর সরোবর (অর্থাৎ রাধার

নাভিদেশ সরোবরের ন্যায় গভীর)। তাহার উপর গিরিবর (অর্থাৎ রাধিকার স্তনদ্বয় পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ), এবং তাহা প্রস্ফুটিত কমলের ন্যায় পরাগযুক্ত। তদুপরি কপোত (অর্থাৎ রাধিকার গ্রীবা কপোতের কণ্ঠের ন্যায় সুগঠিত)। তাহার উপর অমৃতফল লাগিয়া আছে (অর্থাৎ রাধিকার মুখের সৌন্দর্য্য অমৃত-আস্বাদনের মাধুর্য্যের ন্যায়)। ফলের উপর পুষ্প ও পুষ্পের উপর পল্লব (অর্থাৎ রাধিকার মুখের নিম্নাংশে চিবুক এবং তদুপরেই অধরোষ্ঠ)। তাহার উপর শুক (অর্থাৎ রাধিকার নাসিকা শুকের চঞ্চুর ন্যায় ক্রমশঃ সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ)। মুখের মধ্যে পিক (অর্থাৎ রাধিকার স্বর কোকিলের স্বরের ন্যায় মধুর)। ললাটে মৃগমদ (অর্থাৎ কস্তুরীর ফোঁটা)। মুখের আর এক স্থলে খঞ্জন (অর্থাৎ রাধিকার নেত্র খঞ্জনের ন্যায় চঞ্চল)। 'কাগ' বোধ হয় রাধিকার কাকপক্ষক বা চুলের ঝাঁপ্‌টা। [ধনুকের সহিত রাধার ভ্রূর তুলনা করা হইয়াছে]। ধনুর উপর চন্দ্রমা (এক প্রকারের অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি টীপ)। তাহার উপর এক মণিধর নাগ (অর্থাৎ রাধিকার বেণী সর্পাকৃতি ও মণিজড়িত)। প্রত্যেক অঙ্গের যে ভিন্ন ভিন্ন শোভা, তাহার উপমার অভাব নাই। হে সূরদাসের প্রভু, সুধারস পান কর, এবং ইহা তোমার অধরের অত্যন্ত ভাগ্য বলিয়া মনে করিও।

২। রাধে, হরি রিপু ক্যোঁ ন দুরাবতি।
মেরু-সুতাপতি তাকে পতিসুত, তাকো ক্যোঁ ন মনাবতি।
হরি বাহন তা বাহন উপমা, সো তৈঁ ধরে দৃঢ়াবতি।
নব অরু সাত বীস তোহিঁ সোভিত, কাহে গহরু লগাবতি।
সারঁগ বচন কহ্যো করি হরি কো, সারঁগ বচন ন ভাবতি।
সূরদাস প্রভু দরস বিনা তুব, লোচন নীর বহাবতি॥

হে রাধে, হরির (সূর্য্যের) শত্রু যে তম (এখানে অহঙ্কার) কেন গোপন করিতেছিস্ না? মেরু-(পর্ব্বত) সুতা পার্ব্বতীর পতি যে শিব সেই শিবের পতি (প্রভু) বিষ্ণু, তাহার পুত্র প্রদ্যুম্ন (কামদেব,) তাহার কেন আশ্রয় লইতেছিস্ না? হরির (বিষ্ণুর) বাহন গরুড়, তাহার বাহন পক্ষ (অর্থাৎ নিজের জেদ) দৃঢ় করিয়া ধরিয়া বসিয়া আছিস্ (অর্থাৎ দুর্জ্জয় মান করিয়া বসিয়া আছিস্) কেন? তোর নয় এবং সাত অর্থাৎ ষোল (অর্থাৎ শৃঙ্গার বা বেশবিন্যাস) বিষবৎ লাগিতেছে। কেন বিলম্ব করিতেছিস্? হরির প্রতি সারঙ্গ (তীক্ষ্ণ) বচন প্রয়োগ

করিয়াছিস্; এক্ষণে অমৃতায়মান বাক্য দ্বারা কেন তাঁহাকে তুষ্ট করিতে চাহিতেছিস্ না? সূরদাসের প্রভু কৃষ্ণ তোর দর্শন বিনা লোচনে নীর প্রবাহিত করিতেছেন।

সাহিত্যলহরীর একটী ছন্দোবদ্ধ টীকা আছে বলিয়া কথিত হয়। এই টীকা সূরদাসকৃত কিনা বলা যায় না। ইহাতে প্রত্যেক পদের অলঙ্কার এবং নায়িকাদির লক্ষণ বর্ণিত আছে। সাহিত্যলহরীর সর্দ্দারকবিকৃত একখানি ব্রজভাষা গদ্যে লিখিত টীকা আছে। ঐ টীকায় ১৮০টী দৃষ্টিকূট পদের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। কিন্তু সবগুলির ব্যাখ্যা সন্তোষজনক নহে। হয়তো ব্যাখ্যাকার নিজেই সম্পূর্ণরূপে সবগুলি বুঝিতে সমর্থ হন নাই।

খ। সূরদাসের জীবন-চরিত

সূরদাসের জন্ম ও মৃত্যুকাল সম্বন্ধে নিশ্চয়তাপূর্ব্বক কিছু বলা যায় না। চৈতন্য মহাপ্রভুর জন্ম ১৪৮৫ খৃষ্টাব্দে হয়। কতকটা প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে মহাত্মা সূরদাসের জন্ম তাঁহার এক বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছিল, এবং তাঁহার মৃত্যু তাঁহার ৭৫ হইতে ৮০ বৎসর বয়সের মধ্যে হইয়াছিল। ৬৭ বৎসর বয়সে তিনি সূরসারাবলী, এবং তাহার কিছুকাল পরে সাহিত্যলহরী প্রণয়ন করেন। সাহিত্য-লহরীর রচনাকাল ঐ গ্রন্থেই প্রদত্ত হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায় যে ঐ গ্রন্থ ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। সূরসারাবলীতে সূরদাস লিখিয়াছেন যে তিনি ৬৭ বৎসর বয়সে উহার রচনা শেষ করেন। যদি সূরসারাবলী ও সাহিত্যলহরী একই সময়ে লিখিত হইয়া থাকে তাহা হইলে সূরদাসের জন্মকাল ১৪৮৪ খৃষ্টাব্দ ধরা যাইতে পারে। দুইখানি গ্রন্থ এক সময়ে নাও লিখিত হইয়া থাকিতে পারে, এবং তাহা হইলে আমাদের অনুমান মিথ্যা হইয়া যায়। কিন্তু ইহা নিশ্চয়তাপূর্ব্বক বলা যাইতে পারে যে, যখন সূরসারাবলী সূরসাগরের সূচী, তখন উহা সূরসাগরের পরে লিখিত হইয়াছিল, এবং যখন সাহিত্যলহরী সূরসাগরের সংগ্রহ-গ্রন্থ, তখন উহাও সূরসাগরের পরে সঙ্কলিত হইয়াছিল। যদি সত্যসত্যই সূরসাগরে লক্ষাধিক পদ থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহা বলিতেই হইবে যে সূরদাসের বৃদ্ধাবস্থায় ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছিল। যদি সূরসারাবলী ও সাহিত্যলহরীর

রচনাকালের ব্যবধান ১০ বৎসরও ধরা যায় তাহা হইলে সূরদাসের মৃত্যু ১৫৬০ খৃষ্টাব্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে সঙ্ঘটিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

এক্ষণে তাঁহার বংশ-পরিচয় এবং জন্ম-মৃত্যুস্থান জানিবার চেষ্টা করিতে হইবে। সূরদাসের বংশসম্বন্ধে দুইটী বিভিন্ন মত প্রচলিত। গোস্বামী বিট্‌ঠল নাথের পুত্র গোস্বামী গোকুলনাথ "চৌরাসী বৈষ্ণবোঁ কী বার্ত্তা" নামক একখানি পুস্তক ব্রজভাষা গদ্যে লিখিয়া গিয়াছেন। নাভাদাসকৃত "ভক্তমাল" গ্রন্থেও অনেক ভক্তের অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। সরদার কবিকৃত "সূরদাস কী দৃষ্টিকূট" নামক পুস্তকের শেষে সূরদাসের স্বরচিত বংশপরিচয় কবিতায় বর্ণিত আছে বলিয়া কথিত হয়। তাহা হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, প্রার্থজ-গোত্রীয় জাগত-বংশের ব্রহ্মরাও নামক এক ব্যক্তি সূরদাসের পূর্ব্বপুরুষ। পূর্ব্বে এই বংশে পৃথ্বীরাজের সভাকবি চন্দ উৎপন্ন হইয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে জ্বালাদেশ দান করিয়াছিলেন। চন্দের চারি পুত্র। তন্মধ্যে প্রথমটী জ্বালায় রাজা হইয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুত্রের নাম গুণচন্দ। তাহার বংশে হরিচন্দ সু-কবি বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র আগ্রায় বাস করিয়াছিলেন। তাঁহার ৭ পুত্র। তন্মধ্যে সূরজচন্দ সর্ব্বকনিষ্ঠ। এই সূরজচন্দই আমাদের সূরদাস। তাঁহার ভ্রাতারা মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। 'সরস্বতী' নামক হিন্দী মাসিক পত্রের ১৯২৯ সালের নভেম্বরের সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রমাকান্ত ত্রিপাঠী মহাকবি-চন্দের বংশলতা দিয়াছেন। শ্রীনেন্নুরাম ব্রহ্মভট্ট নামক তাঁহার এক বংশধরের নিকট হইতে এই বংশলতা পাওয়া গিয়াছে। নেন্নুরাম ভট্টজী চন্দ বরদঈ হইতে অধস্তন ২৮ পুরুষ। চন্দ হইতে সূরদাস ষষ্ঠপুরুষ যথা—(১) চন্দ (২) ঝল্লচন্দ * (৩) সীতাচন্দ (৪) বীরচন্দ (৫) হরিচন্দ (৬) রামচন্দ। রামচন্দের ৬ পুত্র, তন্মধ্যে সূরদাস কনিষ্ঠ। সূরদাস নিঃসন্তান। কিন্তু এই বংশলতা ঘোর সন্দেহজনক, কারণ সূরদাসের জন্ম-সময় চন্দ হইতে ৩০০ বৎসরেরও অধিক পরে। তিন শত বৎসরে ৬ পুরুষ হওয়া নিতান্ত অসম্ভব, ১০ বা ১২ পুরুষ হইলে সম্ভবপর হইত। সূরজচন্দ

* চন্দ বরদঈর দ্বিতীয় পুত্রের নাম গুণচন্দ এবং তৃতীয় পুত্রের নাম ঝল্লচন্দ। অতএব এই লতা-অনুসারে সূরদাস গুণচন্দের বংশে জন্মগ্রহণ না করিয়া ঝল্লচন্দের বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

জন্মান্ধ ছিলেন। সেই কারণে তিনি বাল্যকালে একবার কূপে পতিত হইয়া তন্মধ্যে ৬ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার উদ্ধার-সাধন করিয়া তাঁহাকে দিব্যচক্ষু দেন, এবং সূরদাসের প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে বর দেন যে তিনি রাধাকৃষ্ণের রূপ ভিন্ন অন্য দেবতার রূপ দেখিবেন না, এবং দক্ষিণদেশস্থ প্রবল বিপ্রকুলদ্বারা তাঁহার শত্রু-নাশ হইবে। "দক্ষিণদেশস্থ প্রবল বিপ্রকুলের" কি অভিপ্রায় তাহা ভাল বোঝা যায় না। তাহার অর্থ মহারাষ্ট্রীয় পেশোয়াগণ ভিন্ন আর কি হইতে পারে? কিন্তু সে সময়ে পেশোয়ারা কোথায়? অতএব মিশ্রবন্ধুরা, লালা ভগবান্ দীন ইত্যাদি অনুমান করেন যে মহারাষ্ট্রীয়দের অভ্যুদয়ের সময়ে সূরদাস নামক অন্য কোনো কবি ঐ পদ রচনা করিয়া সরদার কবির গ্রন্থের শেষে উহার যোজনা করিয়া দিয়াছিল।

তবে সূরদাস কোন্ বংশকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন? "চৌরাসী বৈষ্ণবোঁ কী বার্ত্তা" নামক গ্রন্থে গোকুলনাথ সূরদাসকে ভাট বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। গোকুলনাথ তাঁহার গ্রন্থে এবং মিয়াঁসিংহ তাঁহার "ভক্তবিনোদ" নামক পুস্তকে সূরদাসকে ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন। সূরদাসের মৃত্যুসময়ে বিট্‌ঠলনাথের বয়স ৪৮ বৎসর ছিল। গোকুলনাথ গোস্বামী বিট্‌ঠল নাথের পুত্র এবং সম্ভবতঃ ঐ সময়ে ২০।২৫ বৎসর বয়স্ক যুবক ছিলেন। বিট্‌ঠলনাথের সহিত সূরদাসের সৌহার্দ্দ্য ছিল। ইহা হইতে অনুমান হয় যে গোকুলনাথের নিকট সূরদাসের বংশ অপরিচিত ছিল না। চৌরাসী বার্ত্তায় বা ভক্তবিনোদে সূরদাসের শত্রু-নাশের কোনো উল্লেখ নাই, কিন্তু কূপে পতনের উল্লেখ আছে। ভক্তমাল ও চৌরাসী বার্ত্তার উক্তি-অনুসারে সূরদাস সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং তাঁহার পিতার নাম রামদাস ছিল। তাঁহার মাতাপিতা দরিদ্র ছিলেন, এবং তাঁহার জন্মস্থান দিল্লীর নিকট সাহী গ্রামে।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে সূরদাস জন্মান্ধ ছিলেন কি না? এ সম্বন্ধে ভক্তমাল গ্রন্থ অপেক্ষা অধিক প্রাচীন কোন গ্রন্থের প্রমাণ পাওয়া যায় না। ভক্তমাল-অনুসারে তিনি জন্মান্ধ। চৌরাসী বার্ত্তায় তাঁহার জন্মান্ধতার কথা নাই। মিশ্রবন্ধুরা তাঁহাদের "হিন্দী নবরত্ন" পুস্তকে বলিয়াছেন যে এ কথায় আস্থা স্থাপন করা যায় না। তিনি স্বীয় কাব্যে যেরূপ ভাবে জ্যোতির, নানা প্রকার বর্ণের এবং নানা হাবভাবের বর্ণনা করিয়াছেন এবং প্রকৃতি হইতে যেরূপে নানাপ্রকার উপমা চয়ন করিয়াছেন, তাহা চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি ভিন্ন অন্ধের দ্বারা কেবল শ্রুতির সাহায্যে সংগৃহীত হইতে পারে না। একটী কিংবদন্তী আছে

যে তিনি এক সময়ে কোনো যুবতীকে দেখিয়া চঞ্চলচিত্ত হওয়াতে, ঐ যুবতী-দ্বারা নিজ চক্ষুর্দ্বয় বিদ্ধ করাইয়া লইয়াছিলেন। যাহা হউক সম্ভবতঃ তিনি জন্মান্ধ ছিলেন না, এবং পরে অন্ধ হইয়া গিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।

ভক্তমালে লিখিত আছে যে ৮ বৎসর বয়সে সূরদাসের উপনয়ন হইয়াছিল, এবং তাহার পরই তিনি মাতাপিতার সহিত মথুরা-দর্শনে গমন করেন। যখন তাঁহাদের বাটী ফিরিবার সময় উপস্থিত হইল তখন সূরদাস ফিরিয়া যাইতে অস্বীকৃত হইলেন। মাতাপিতা রোরুদ্যমান হইয়া যখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া যাইব?" তখন বালক সূরদাস বলিলেন, "শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় কি সামান্য আশ্রয়?" এই সময়ে এক সাধু বলিলেন, "আমি এই বালককে নিজের নিকট রাখিব।" সেই সময় অবধি সূরদাস মাতাপিতা আত্মীয়স্বজন হইতে বিচ্যুত হইলেন। কথিত হয় যে ইহার পরেই তিনি কূপে পতিত হন। উদ্ধারকর্ত্তা যখন চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন, তখন সূরদাস তাঁহার হাত চাপিয়া ধরিলেন, কিন্তু তিনি সূরদাসের হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেলেন। তখন সূরদাস তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

বাঁহ ছুড়ায়ে জাত হো, নিবল জানিকে মোহিঁ।
হিরদৈ সোঁ জব যাইহো, মরদ বদোঁগো তোহিঁ॥

আমাকে বলহীন জানিয়া হাত ছাড়াইয়া যাইতেছ, কিন্তু যদি আমার হৃদয় হইতে যাইতে পার তবে তোমাকে বাহাদুর বলিব। এই দোহাটী নিম্নলিখিত একটী পুরাতন সংস্কৃত শ্লোকের অনুবাদ বলিয়া কথিত হয়—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য যাতোঽসি বলাদ্ বন্ধো কিমদ্ভুতম্।
হৃদয়াৎ যদি নির্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥"

তবে ইহা বলা কঠিন যে সংস্কৃত শ্লোকটী সূরদাসের পূর্ব্বে রচিত কি পরে।

চৌরাসী বার্ত্তা-অনুসারে তিনি আগ্রা ও মথুরার মধ্যবর্ত্তী গঊঘাট নামক এক স্থানে বাস করিতেন এবং এখানেই তিনি মহাপ্রভু বল্লভাচার্য্যের শিষ্য হইয়া তাঁহার সহিত গোকুলে শ্রীনাথজীর মন্দিরে গমন করেন। এই স্থানে তিনি জীবনের প্রায় শেষ পর্য্যন্ত অবস্থান করেন। যখন মৃত্যুর সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে বুঝিতে পারিলেন তখন পারাসোলী নামক গ্রামে চলিয়া গেলেন। এই সংবাদ পাইয়া শ্রীবিট্‌ঠলনাথ সত্বর সেখানে উপস্থিত

হইলেন, এবং তাঁহার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত উভয়ের বার্ত্তালাপ চলিতে লাগিল।

গ। সূরদাসের শিল্প

সৌন্দর্য্য-প্রিয়তা মনুষ্যের একটী স্বাভাবিক বৃত্তি। এমন কি নিতান্ত অসভ্য সমাজেও সৌন্দর্য্যানুরাগ পরিলক্ষিত হয়। মানুষ সুন্দরকে ভালবাসে, এবং সৌন্দর্য্য-বোধ তাহার প্রকৃতিগত। অবশ্য সৌন্দর্য্যের আদর্শের ভিন্নতা থাকিতে পারে।

এ বিশ্বের সর্ব্বত্রই মাধুর্য্য ছড়াইয়া রহিয়াছে। তারকাখচিত নভোমণ্ডল, প্রভাতের অরুণোদয়, শশধরের শুভ্র কৌমুদী, সাগরের উদ্দাম উচ্ছ্বাস, নভোমণ্ডলের স্নিগ্ধ নীলিমা, জলদের নিত্য নব রূপ, সৌদামিনীর চঞ্চল প্রকাশ, পর্ব্বতের বিরাট্ সত্তা, মহীরুহের প্রশান্ত অবয়ব, লতার মৃদু বেষ্টন, পুষ্পের মধুর সুষমা, গজেন্দ্রের মন্থর গতি, হরিণের পল্লবিত শৃঙ্গ ও কৃষ্ণনয়ন, ময়ূরের বিচিত্র পুচ্ছ, ইন্দ্রধনুর মোহন বর্ণবিন্যাস, শ্যামল শস্যক্ষেত্রের তরঙ্গায়িত আন্দোলন, শিশুর অহেতুক হাস্য, তরুণতরুণীর রূপলাবণ্য, বিহগের মনোমোহকর কূজন, ফুলের মাদক পরিমল, ফলের তৃপ্তিকর আস্বাদ, গ্রীষ্মে শীতল সমীরণ-স্পর্শ ইত্যাদি কত মাধুর্য্যই এই বিশ্বে বিদ্যমান। পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের কোনো না কোনোটীর সাহায্যে এই সকল মাধুর্য্যের অনুভূতি হয়। সংসারচক্রে নিষ্পেষিত সাধারণ লোকে হয়তো সব সময় বিশ্বের মাধুর্য্যসম্ভারের আস্বাদ গ্রহণে অক্ষম, কিন্তু এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের সৌন্দর্য্যানুভূতি অতিপ্রবল।

তাঁহারা সাধারণ বস্তুর মধ্যেও সৌন্দর্য্য দেখিতে পান, এবং বস্তুসমূহের পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ অনুভব করিতে সমর্থ। এই সম্বন্ধনির্ণয় বিজ্ঞানের কার্য্যকারণ-সম্বন্ধের অতীত, কিন্তু শিল্পী বা কবির নিকট অতি সহজ। প্রাকৃতিক বস্তুর সহিত নরনারীর হৃদয়ের আবেগের সম্বন্ধ অনুভব করা মনের এক বিশেষ শক্তি। এই শক্তিকে ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলা যাইতে পারে। প্রতিভাবান্ কবিদের এই ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বর্ত্তমান। তাঁহারা এই ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে শাশ্বত সত্য আবিষ্কার করিতে, এবং নিজ নিজ রচনায় বিস্ময়কর চমৎকারিত্ব উৎপাদন করিতে সমর্থ হন।

কবি যখন কোনো সুন্দর বস্তুর বর্ণনা করেন তখন কি তিনি যেমনটী দেখিতেছেন তেমনটীই যথাযথ ভাবে অঙ্কিত করেন? ভাল শিল্পী প্রকৃতির নকল করেন না। প্রকৃতিতে সমস্তই চঞ্চল ও পরিবর্ত্তনশীল। সকল বস্তুরই অহরহঃ রূপান্তর ঘটিতেছে। অতএব সম্পূর্ণতার স্থায়ী আদর্শ প্রকৃতিতে কোথাও নাই। সম্পূর্ণতা একটী আপেক্ষিকতা-বাচক শব্দ। আমরা এই মাত্র বলিতে পারি যে অমুক অবস্থা হইতে অমুক অবস্থা সম্পূর্ণতর। সম্পূর্ণতার আদর্শ কেবল শিল্পীদের অন্তরে থাকে। কবি নিজ অন্তরের সম্পূর্ণতার আদর্শ তাঁহার রচনায় পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করেন। যে সুন্দর বস্তুকে তিনি চোখে দেখেন, তাহাকে তিনি তাঁহার অন্তরের আদর্শ-অনুসারে সুন্দরতর করিয়া আঁকিতে চেষ্টা করেন।

সৌন্দর্য্যকে সম্পূর্ণতা দান করিলেই শিল্পীর কার্য্য পর্য্যবসিত হয় না। উহাকে স্থায়িত্ব-দান করাও প্রয়োজন। দেখিতে হইবে যে, যে সম্পূর্ণ রূপটী দেওয়া হইল তাহা বস্তুগত স্থায়ী রূপ কি না। আদর্শ সৌন্দর্য্য স্থায়ী।* অস্থায়ীকে স্থায়ী রূপ দেওয়াই শিল্পের চরম উৎকর্ষ। বাস্তব ভিত্তির উপর কল্পনাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। প্রতিভাবান্ শিল্পীরা বাস্তব ও কল্পিতের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে সমর্থ। বাস্তবিক ছবিকে সম্পূর্ণতার আদর্শে গঠিত করাই যথার্থ শিল্প। তাহা পরিবর্ত্তনপরম্পরার মধ্যে অচল হইয়া থাকিবে। কবি যদি তাঁহার সৌন্দর্য্যের আলেখ্যকে সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন করিয়া দেখাইতে পারেন, তাহা হইলে তাহা স্থায়ী রূপ ধারণ করে। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধবিচ্ছিন্ন করিয়া উর্ব্বশীর চিরন্তন সৌন্দর্য্য উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন—"নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ, সুন্দরী রূপসী।" †

কাব্যের দুইটী উপাদান—ভাব ও ভাষা। ভাব ন্যূনাধিক পরিমাণে প্রায় সকল কবির মধ্যেই আছে। যাঁহার নাই, তাঁহার কবিযশঃপ্রার্থী হইতে যাওয়া বিড়ম্বনা। ভাবের প্রকাশের উপরই কবির উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিলম্বিত। ভাল কবিরা অত্যন্ত পরিচিত জিনিসকেও এমন করিয়া দেখাইতে পারেন যে, কেহ কখনো তাহাকে তেমন করিয়া দেখে নাই। তাঁহাদের কাব্যসৃষ্টিতে ভাব কেবল রূপরূপান্তরে ব্যক্ত হইতে চাহে। সেই জন্য তাঁহারা এক বস্তুর সহিত

* A thing of beauty is a joy for ever.—Keats.

† ৺অজিতনাথ চক্রবর্ত্তী।

অন্য বস্তুর সাদৃশ্য খুঁজিয়া বেড়ান, এবং অনেক সময়ে সেই সাদৃশ্যের ভাষায় নিজের ভাব প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। Epic বা মহাকাব্যের প্রধান সম্পদ্ উপমা। পূর্ব্বকালে এই উপমা প্রয়োগে যে কবি যত সিদ্ধহস্ত হইতেন, তিনি ততই উচ্চ আসন গ্রহণ করিতে সমর্থ হইতেন। কালিদাস এই যশ অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। বিদ্যাপতিও এই যশে বঞ্চিত নহেন। কিন্তু গীতি-কাব্যে উপমার তত প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না। গীতিকাব্যে ভাব সরল হইয়া যদি হৃদয়তন্ত্রীকে আঘাত করে তাহা হইলেই তাহার সার্থকতা। চণ্ডীদাসের রচনা অনেকটা স্বাভাবিক। তাঁহার কবিতায় অলঙ্কারাপেক্ষা বর্ণনার সরলতা অধিক। তাই বলিয়া তাঁহার কবিতায় উপমা একেবারেই নাই তাহা নহে—যেমন

১। তোমার চরণে আমার পরাণে
লাগিল প্রেমের ফাঁসী।

২। কানুর পিরীতি চন্দনের রীতি,
ঘষিতে সৌরভময়।
ঘষিয়া আনিয়া হিয়ায় লইতে
দহন দ্বিগুণ হয়॥

যথার্থ কথা বলিতে, কিঞ্চিৎ উপমা ভিন্ন কোনো কবিরই কাজ চলে না। তবে মহাকবিরা উপমার জন্য ভাব নষ্ট করেন না।

সূরদাসের পরিচয় তাঁহার কাব্যে। শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বে তাঁহার অটল বিশ্বাস। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি বাল্য হইতেই সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণারবিন্দে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই ধ্যান ও ভজনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ভক্তিরসে তাঁহার প্রাণ পূর্ণ ছিল। যখনই তাঁহার হৃদয় ভাবে উদ্বেলিত হইয়া উঠিত তখনই ভাষা ও ছন্দে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া গান দ্বারা তাহাকে মূর্ত্তিমান্ করিতেন। তাঁহার কাব্যে ও জীবনে সম্পূর্ণ মিল লক্ষিত হয়।

এখন, আমাদের দেখিতে হইবে, সুরদাস একটী স্থায়ী সৌন্দর্য্য অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন কি না।

সাধারণ লোকে বিশ্বের আনন্দকে প্রয়োজনের দিক্ দিয়া অনুভব করে, বৈজ্ঞানিক তাহার মধ্যে অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা দেখিয়া অভিভূত হন, কবি তাহাতে

সৌন্দর্য্য প্রত্যক্ষ করিয়া সেই সৌন্দর্য্যকে নিজের আদর্শে গঠিত করিয়া স্থায়িত্ব দান করিতে প্রয়াসী হন, এবং ভক্ত তাঁহার উপলব্ধিক্ষেত্রে একটী অনির্ব্বচনীয় সত্তার সান্নিধ্য অনুভব করিয়া মুগ্ধ ও কৃতার্থ হন। সূরদাস শেষোক্ত দুই শ্রেণীর অন্তর্গত। তিনি প্রতিভাশালী কবি এবং অসাধারণ ভক্ত। তাঁহার কাব্য—গীতিকাব্য ও Epic কাব্যের মধ্যবর্ত্তী। তিনি পদাবলীর সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যচরিত্র বর্ণিত করিয়াছেন। অধিকাংশ পদই সরল ভাষায় লিখিত কিন্তু আবার অনেক পদ অলঙ্কারসঙ্কুল। অনেক সময়ে তাঁহাকে চেষ্টা করিয়া সাদৃশ্য খুঁজিয়া লইতে হইয়াছে।

বিশ্বসৃষ্টি যেমন নানাবৈচিত্র্যপূর্ণ, কবিসৃষ্টিতেও সেইরূপ নানাবৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। বিষয়কে একটী মাত্র রূপ দিলেই যে তাহা ফুরাইয়া গেল তাহা নহে। সে বিষয়টী অন্যরূপেও ব্যক্ত হইতে পারে। বিভিন্ন কবির নিকট একই বিষয় বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতে পারে। কোনো বস্তুই কবিতার নিকট পুরাতন হইতে পারে না। বিদ্যাপতি নায়িকার সুন্দর চক্ষু কত প্রকার উপমাদ্বারা ব্যক্ত করিয়াছেন—

১। নীরে নিরঞ্জন লোচন রাতা।
সিন্দূর মণ্ডিত (জনু) পঙ্কজ পাতা॥

স্নানের সময় কজ্জল ধুইয়া গিয়াছে এবং জল লাগিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ ধারণ করিয়াছে, যেন পদ্মদলের উপর ঈষৎ সিন্দূরের দাগ লাগিয়া গিয়াছে।

২। চঞ্চল লোচন, বঙ্ক নিহারনি, খঞ্জন শোভা তায়।
জনু ইন্দীবর, পবনে ঠেলল, অলীভরে উলটায়॥

কজ্জলযুক্ত চক্ষুর বঙ্কিম চাহনীতে কৃষ্ণ তারকা এক কোণে সরিয়া গিয়াছে, যেন পদ্ম বায়ুদ্বারা সঞ্চালিত হওয়াতে ভ্রমরের ভরে উল্‌টাইয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে।

৩। লোচন জনু থির ভৃঙ্গ অকার।
মধুমাতল কিয়ে উড়ই ন পার॥

চক্ষুর তারকা যেন স্থির ভৃঙ্গ। সে মধুপানে বিভোর, কিংবা উড়িতে পারিতেছে না।

সূরদাস কৃষ্ণের চক্ষুর বর্ণনায় কিরূপ উপমা-প্রয়োগ করিয়াছেন দেখা যাউক—

১। ভ্রুকুটি বিকট নয়ন অতি চঞ্চল, য়হ ছবি পর উপমা ইক ধাবত।
ধনুষ দেখি খঞ্জন বিবি ডরপত, ন সকত উঠিবে, অকুলাবত॥

ভ্রূকুটি কুটিল, নয়ন অতি চঞ্চল। যেন ভ্রূরূপ ধনু দেখিয়া খঞ্জনদ্বয় ভীত হইতেছে, উড়িতে না পারিয়া আকুল হইতেছে।

২। বনে বিসাল হরি লোচন লোল।
চিতৈ চিতৈ হরি চারু বিলোকনি, মাঁগত হৈ মন ওল॥

কৃষ্ণের বিশাল চঞ্চল লোচন শোভা পাইতেছে। কৃষ্ণ সুন্দর দৃষ্টিদ্বারা চাহিয়া চাহিয়া দর্শকের মনকে বন্ধক স্বরূপ লইতে চাহিতেছেন, অর্থাৎ প্রায় কিনিয়া লইবার উপক্রম করিতেছেন।

৩। চপল চিতবনি মনোহর, রাজতি ভ্রুবভঙ্গ।
ধনুষবাণ ডারি কৈ বস, হোত কোটি অনঙ্গ॥

মনোহর চঞ্চল দৃষ্টি ও বঙ্কিম ভ্রূর শোভা দেখিয়া কোটি কামদেব ধনুর্ব্বাণ ফেলিয়া বশ্যতা স্বীকার করেন।

৪। দেখি হরিজূ কে নৈনন কী ছবি।
ইহৈ জানি দুখ মানি মনহুঁ, অম্বুজ সেবত জল মে নিত রবি॥

হে সখি, কৃষ্ণের নয়নের শোভা দেখ। ঐ নয়নের তুলনায় কমল দুঃখ অনুভব করিয়া, জলের মধ্যে সূর্য্যের তপস্যা করিতেছে (যেন সে ঐ নেত্রের ন্যায় সুন্দর হইতে পারে)।

৫। দেখি রী হরি কে চঞ্চল নৈন।
খঞ্জন মীন মৃগজ চপলাঈ, নহিঁ পটতর এক সৈন॥
রাজিবদল, ইন্দীবর, সতদল, কমল, কুসেসয় জাতি।
নিসি মুদ্রিত, প্রাতহিঁ বিকসত, য়ে বিকসত দিন রাতি॥
অরুণ, সেত, সিতি,ঝলক পলক প্রতি, কো বরনৈ উপমাই।
মনু সরসূতি গঙ্গা জমুনা মিলি, সঙ্গম কীন্হো আই॥
অবলোকনি জলধার তেজ অতি, অতি তহাঁ ন হন টহরাত।
সূর স্যাম লোচন অপার ছবি, উপমা সুনি সরসাত॥

ত্যাখ্রে হরির চঞ্চল নয়ন। খঞ্জন, মীন ও মৃগের চপলতার সহিত ইঁহার একটী চাহনীরও তুলনা হয় না। রাজিব, ইন্দীবর, শতদল, কমল এবং অন্যান্য কুশেশয় জাতীয় পুষ্পের সহিতই বা ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য কোথায়? তাহারা নিশাকালে মুদ্রিত থাকে এবং প্রাতে বিকশিত হয়, কিন্তু কৃষ্ণের চক্ষু দিবারাত্র বিকশিত। প্রতি পলকে রক্ত, শ্বেত ও শ্যাম বর্ণের আভা বাহির হইতেছে, যেন গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী মিলিত হইয়াছে। এই মিলিত নদীর দৃষ্টিরূপী জলধারার স্রোত অতি তীক্ষ্ণ। তাহার সম্মুখে মন স্থির থাকিতে পারে না। এই অপার শোভার উপমা শুনিয়া সূরদাস আনন্দিত হইতেছেন।

এক্ষণে গোপালের রোদনকালীন সজল নেত্রের শোভা কিরূপ হইয়াছে দেখুন—

১। লকুটকে ডর ডরত জৈসে, সজল শোভিত ডোল।
নীল নীরজ দৃগ লসৈঁ, মনৌ ওসকন লোল॥

যষ্টির ভয়ে ভীত নয়ন যেন জলপূর্ণ বারিপাত্রের ন্যায় শোভা পাইতেছে, যেন নীলপদ্মের উপর সুন্দর শিশির-কণা লাগিয়া রহিয়াছে।

২। মুখ ছবি দেখি হে, নন্দ ঘরনি।
শরদ নিশিকে অশ্রু অগনিত, ইন্দু আভা হরনি॥

হে নন্দগৃহিণি, গোপালের মুখের শোভা দেখ, যেন অগণিত তারার মত অশ্রুকণাসকল শারদ নিশার ইন্দুর আভাহরণ করিতেছে।

৩। জলজ মঞ্জুল লোল লোচন, সরদ চিতবন দীন।
মনহুঁ খেলত হৈ পরস্পর, মকরধ্বজ দ্বে মীন॥

পদ্মের ন্যায় সুন্দর লোল লোচনের দীন দৃষ্টি দেখিলে মনে হয় যেন দুইটী মীন ও কামদেব পরস্পরের সহিত ক্রীড়া করিতেছে।

শ্রীকৃষ্ণের মুখের শোভার বর্ণনায় কিরূপ উপমা ব্যবহৃত হইয়াছে দেখুন—

১। বদন চন্দ মণ্ডল কী শোভা, অবলোকত সুখ দেত।
জনু জলনিধি মথি প্রগট কিয়ো সসি, শ্রী অরু সুধা সমেত॥

মুখে চন্দ্রমণ্ডলের শোভা দেখিয়া মন আনন্দিত হয়। যেন জলনিধি মন্থন করিয়া, লক্ষ্মী এবং সুধার সহিত চন্দ্রকে প্রকাশিত করিয়াছে।

২। মুখ ছবি কহোঁ কহাঁ লগি মাঈ।
মনোঁ কঞ্জ পরকাস প্রাত হী, রবি সসি দোউ জাত ছিপাঈ॥

মুখের শোভার আর কত ব্যাখ্যা করিব, মা? যেন প্রাতঃকালেই পদ্মের বিকাশ হইয়াছে এবং রবিশশি উভয়কেই পরাভূত করিতেছে।

৩। দেখো সখী হরি কো মুখ চারু।
মনহুঁ ছিনাই লিয়ো নঁদনন্দন, বা সসিকো সতসারু॥

ছ্যাখো সখি, হরির মুখের সুন্দর শোভা; যেন নন্দনন্দন শশীর সার বস্তু কাড়িয়া লইয়াছে।

সূরদাসের প্রধান অলঙ্কার উপমা, রূপক এবং উৎপ্রেক্ষা। ইঁহার অলঙ্কার প্রায়ই স্বাভাবিক, কোন কোন স্থলে কষ্টকল্পনা বলিয়া সন্দেহ হয় এবং স্থলবিশেষে উপমার প্রচুরতা দেখিয়া মন ব্যথিত হয়। তবে প্রায়ই ইনি অলঙ্কারাপেক্ষা সরল বর্ণনার প্রতি অধিক মনোযোগ দিয়াছেন, কিন্তু বর্ণনায় উপমা ও উপমামূলক অন্য অলঙ্কার আপনা আপনিই আসিয়া পড়িয়াছে। ইঁহার অলঙ্কারের কিছু কিছু উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:--

১। উপমা—

চন্দ্রকোটি প্রকাস মুখ, অবতংস কোটিক ভান।
কোটি মন্মথ বারি ছবি পর, নিরখি দীজত দান॥
ভৃকুটি কোটি কুদণ্ড রুচি, অবলোকনী সন্ধান।
কোটি বারিজ নয়ন বঙ্ক, কটাচ্ছ কোটিক বান॥

মুখে কোটি চন্দ্রের দীপ্তি এবং ভূষণে কোটি সূর্য্যের প্রকাশ। অঙ্গের শোভায় কোটি মদন উৎসর্গীকৃত হইতে পারে। ভ্রূকুটিতে কোটি ইন্দ্রধনুর শোভা, চক্ষুর চাহনী যেন শরসন্ধান করিতেছে। নয়নে কোটি পদ্মের শোভা। নয়ন-কটাক্ষ কোটি বাণস্বরূপ।

২। রূপক—এই অলঙ্কারের উদাহরণের জন্য পূর্ব্বের "অদ্‌ভুত এক অনুপম বাগ" পদটী দ্রষ্টব্য।

৩। উৎপ্রেক্ষা—ইহার উদাহরণ পূর্ব্বোক্ত প্রায় সব পদেই পাওয়া যাইবে। সূরদাসের কাব্যে অন্যান্য অলঙ্কারও কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া যায়—

১। ব্যতিরেক—

"দেখি রী হরি কে চঞ্চল নৈন" ইত্যাদি পূর্ব্বোক্ত কোনো কোনো পদে ইহার উদাহরণ পাওয়া যাইবে।

২। সন্দেহ—

দেখি সখী অধরণ কি লালী।

*

কিধোঁ তরুণ তমাল বেলি চঢ়ি, যুগফল বিম্বা পাকে॥

* * * *

হঁসত দসন এক সোভা উপজতি, উপমা জাত লজাঈ।
কিধোঁ বজ্রকন লাল নগন খচি, তাপর বিদ্রুম পাঁতি॥
কিধোঁ অরুণ অম্বুজ বিচ বৈঠী, সুন্দরতাঈ আঈ।

সখি, কৃষ্ণের অধরের রক্তিমা ছাখ্। তরুণ তমালের উপর আরূঢ় লতাতে কি তুইটী বিম্বফল পাকিয়াছে? কৃষ্ণের হাসিতে এমন একটী শোভা উৎপন্ন হয়, যে তাহার তুলনা দিতে উপমা লজ্জা পায়। উহা কি পদ্মরাগোপরি খচিত হীরক-কণার উপর প্রবালের পঙ্ক্তি? উহা কি সুন্দর জবা কুসুমের উপর পতিত নীহারবিন্দুশ্রেণী? না, অরুণ-অম্বুজের উপর উপবিষ্ট সৌন্দর্য্য?

৩। যুক্তি—

বূঝী গ্বালিনী ঘর মে আয়ী, নেকু ন সঙ্কা মানী।
সূর স্যাম তব উতর বানায়ো, চীঁটী কাঢ়তু পানী॥

[গোপাল কোনো গোয়ালিনীর ঘরে দধি চুরি করিয়া খাইতেছেন, এমন সময়] তিনি বুঝিতে পারিলেন যে গোয়ালিনী বাটী ফিরিয়া আসিয়াছে। (গোয়ালিনী জিজ্ঞাসা করাতে) কিছুমাত্র ভীত না হইয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর উদ্ভাবন করিয়া বলিলেন, "আমি হাত দিয়া (দধি হইতে) পীঁপড়া বাছিতেছিলাম।"

৪। স্বভাবোক্তি—

জেঁবত স্যাম নন্দকী কনিয়াঁ।
কছুক খাত কছু ধরনি গিরাবত, ছবি নিরখত নঁদরনিয়াঁ॥

* * * *

ডারত খাত লেত আপন কর, রুচিমানত দধি-দনিয়াঁ।
আপুন খাত নন্দমুখ নাবত, সো সুখ কহত ন বনিয়াঁ॥

শ্যাম নন্দের কোলে বসিয়া খাইতেছেন। কিছু খাইতেছেন, কিছু মাটীতে ফেলিতেছেন। নন্দরাণী শোভা দেখিতেছেন। শ্যাম খাইতেছেন, ফেলিতেছেন, নিজ হাতে তুলিয়া লইতেছেন। তাঁহার দধিমিশ্রিত অন্নে খুব রুচি। নিজে খাইতেছেন, নন্দের মুখে গুঁজিয়া দিতেছেন। এ সুখ কথায় বর্ণনা করা যায় না।

৫। স্মরণ –

সুন সুত এক কথা কহৌঁ প্যারী।
কমল নয়ন মন আনন্দ উপজ্যো, চতুর শিরোমণি দেত হুঁকারী ॥
নগর এক রমণীক অজোধ্যা, বড়ে মহল জহঁ অগম অটারী।
বহুত গলী পুর বীচ বিরাজত, ভাঁতি ভাঁতি সব হাট বজারী ॥
তহাঁ নৃপতি দসরথ রঘুবংসী, জাকে নারি তীন সুখকারী।
কৌশল্যা কৈকয়ী সুমিত্রা তিনকে, জনমত ভে সুত চারী ॥
চারি পুত্র রাজাকে প্রগটে, তিন মে এক রাম ব্রতধারী।
জনক ধনুষ ব্রত দেখি জানকী, ত্রিভুবন কে সব নৃপতি হঁকারী ॥
রাজপুত্র দোউ ঋষি লৈ আয়ে, মুনিব্রত, জনক যহাঁ পণ্ডধারী।
ধনুষ তোরি মুখ মোরি নৃপন কো, জনক সুতা তিনকী বরনারী ॥
পগ অঁগুঠা জব পীর নৃপতি কে, তব কৈকয়ী মুখ মেলি নিবারী।
বচন মাঁগি নৃপ সোঁ তব লীনো, রঘুপতি কে অভিষেক সঁবারী ॥
তাত বচন সুনি তজ্যো রাজ্য তিন, ভ্রাতা সহিত ঘরনি বনচারী।
উনকে জাত পিতা তনু ত্যাগ্যো, অতি ব্যাকুল করি জীব বিসারী ॥
চিত্রকূট গয়ে ভরত মিলন তব, পগ-পাঁবরি দৈ করি কৃপারী।
জুবতী হেতু কনক মৃগ মার্য়ো, রাজিব লোচন গরব প্রহারী ॥
রাবণ হরণ কর্য়ো সীতা কো, সুনি করুণাময় নীদ বিসারী।
সূর শ্যাম কহি উঠে "চাপ কহঁ, লছিমন দেহু" জননী ভয় ভারী ॥

[যশোদা ঘুম পাড়াইবার জন্য গোপালকে গল্প বলিতেছেন।] "শোন্ খোকা, একটী সুন্দর গল্প বলি।" ইহা শুনিয়া গোপালের আনন্দ হইল। তিনি চতুরশিরোমণি, আহ্লাদে হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন।—"অযোধ্যা নামে এক রমণীয় নগর আছে। সেখানে বড় বড় দোতলা তেতলা বাড়ি এবং অনেক গলি ও নানা প্রকারের হাট বাজার। সেখানে রঘুবংশীয় এক রাজা ছিলেন, তাঁহার নাম দশরথ। তাঁহার তিন সুন্দরী রাণী ছিলেন কৌশল্যা, কৈকেয়ী ও সুমিত্রা।

তাঁহাদের গর্ভে চারিটী পুত্র জন্মিয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন রাম। জনক নামে এক রাজা নিজ কন্যার বিবাহের উদ্দেশ্যে এক ধনুর্যজ্ঞের আয়োজন করিয়া ত্রিভুবনের সব রাজাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। এক ঋষি সেই যজ্ঞের কথা শুনিয়া রাম ও তাঁহার ছোট ভাই লক্ষ্মণকে লইয়া সেখানে আসিলেন। রাজাদিগকে লজ্জা দিয়া ধনুর্ভঙ্গ করিয়া রাম জনক-কন্যাকে বিবাহ করিলেন। এক সময়ে দশরথ রাজার পায়ের বুড়া আঙ্গুল ক্ষত হওয়ায় তাঁহার অত্যন্ত যন্ত্রণা হইয়াছিল। সেই সময়ে কৈকেয়ী তাঁহার সেই আঙ্গুল সমস্ত রাত্রি মুখের মধ্যে রাখাতে রাজা নিদ্রা যাইতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্য রাজা কৈকেয়ীকে দুইটী বর দিতে চাহিয়াছিলেন। রামের রাজ্যাভিষেকের সময় কৈকেয়ী সেই দুইটী বর লইয়া রাজ্যাভিষেক নিবারণ করিলেন। পিতার কথায় রাম রাজ্যত্যাগ করিয়া পত্নী ও ভ্রাতার সহিত বনবাসী হইলেন। রামের বনগমনের পরেই দশরথের মৃত্যু হইল। রামের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভরত চিত্রকূটে গেলেন, এবং রাম কৃপা করিয়া তাঁহাকে নিজের পাদুকা দিলেন। স্ত্রীর কথায় রাজীবলোচন দর্পহারী রাম কনক-মৃগ বধ করিলেন। রাবণ সীতাকে হরণ করিল। সীতাহরণের কথা শুনিয়া গোপাল তখন নিদ্রা ভুলিয়া গেলেন [এবং তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যে তিনি আবার রামাবতারের লীলা করিতেছেন। অতএব উত্তেজিত হইয়া] বলিয়া উঠিলেন "লক্ষ্মণ, ধনু কোথায়? শীঘ্র দাও।" [এই কথা শুনিয়া] যশোদার মনে বড় ভয় হইল। কি চমৎকার!

৬। নিদর্শন—

দূরি খেলন জানি জাহু ললারে, আয়ো হৈ বন হাঊ।
তব হাঁসি বোলে কান্‌হর মৈয়া, ইনকো কিনহি পঠাঊ॥
অব ডরপত সুনি সুনি য়ে বাতৈঁ, কহত, হঁসত বল দাঊ।
সপ্ত রসাতল সেসাসন রহে জব, তব কী সুরতি ভুলাঊ।
চারিবেদ লে গয়ো সংখাসুর, জলমে রহে লুকাঊ।
মীন রূপ ধরিকৈ জব মার্য্যো, তবহি রহে কহঁা হাঊ।
মথি সমুদ্র সুর অসুরন কে হিত, মন্দর জলধি ধসাঊ।
কমঠ রূপধরি ধরনি পীঠ পর, সুখ পায়ো সুহি বাঊ।
জব হিরনাচ্ছ জুদ্ধ অভিলাখ্যো, মন মেঁ অতি গরবাঊ।

ধরি বারাহ রূপ রিপু মায়্যো, লৈ ছিতি দন্ত অগাউ।
হিরনকসিপু অবতার ধর‍্যো জব, জো প্রহ্লাদহিঁ জাউ।
ধরি নরসিংহ জব অসুর বিদার‍্যো, তহাঁ ন দেখ্যো হাউ।
বামন রূপ ধর‍্যো বলি ছলি কৈ, তীন পৈঁড বসুধাউ।
শ্রমজল ব্রহ্ম কমণ্ডলু রাখ্যো, চরন দরস পরসাউ।
মার‍্যো মুনি বিনহী অপরাধহি, কামধেনু লৈ জাউ।
ইকইস বার নিছত ভুবি কীনী, তহাঁ দেখে ন হাউ।
রাম রূপ রাবণ জব মার‍্যো, দস সির বীস ভুজাউ।
লঙ্ক জরায় ছার জব কীনো, তহাঁ ন দেখে হাউ।
মাটীকে মিস বদন বগার‍্যো, জব জননী ডর পাউ।
মুখ ভীতর ত্রৈলোক দিখায়ো, তবহুঁ প্রতীত ন আউ।

যশোদা গোপালকে বলিতেছেন, "যাদু দূরে খেলিতে যাইও না, কারণ বনে জুজু আসিয়াছে।" তখন কানাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাকে কে পাঠাইয়াছে ?" বলরাম দাদা হাসিয়া বলিলেন, "এই সকল শুনিয়া এখন ভয় পাইতেছ, কিন্তু যখন তুমি সপ্ত পাতালে শেষশয্যায় ছিলে তখনকার কথা কি ভুলিয়া যাইতেছ ? যখন শঙ্খাসুর চারিবেদ অপহরণ করিয়া জলমধ্যে লুকাইয়া ছিল এবং মীনরূপ ধারণ করিয়া তুমি তাহাকে মারিয়াছিলে, তখন জুজু কোথায় ছিল ? দেবাসুরের জন্য মন্দর পর্ব্বতকে ডুবাইয়া তুমি সমুদ্র মন্থন করিয়াছিলে। কচ্ছপরূপ ধারণ করিয়া ধরণীকে পৃষ্ঠে উত্তোলন করিয়া তাহার ভয় মোচন করত সুখী করিয়াছিলে। বরাহরূপ ধারণ করিয়া দন্তাগ্রে পৃথিবী গ্রহণ করিয়া শত্রুনাশ করিয়াছিলে। নরসিংহরূপ ধারণ করিয়া প্রহ্লাদের পিতা হিরণ্যকশিপুকে বিদারণ করিয়াছিলে। সে সকল সময়ে তো তুমি জুজু দেখ নাই। বামনরূপ ধারণ করিয়া তিন পদ বসুধাতে স্থাপন করিয়া বলিকে ছলিয়াছিলে। তোমার চরণ-নিঃসৃত স্বেদ ব্রহ্মা দর্শন-স্পর্শন-জন্য নিজ কমণ্ডলুতে রাখিয়াছিলেন। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন জমদগ্নি ঋষির কামধেনু হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং তাহার পুত্রেরা বিনা অপরাধে ঋষিকে হত্যা করিয়াছিল। তুমি ঋষির পুত্র পরশুরাম রূপে অবতীর্ণ হইয়া একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয় করিয়াছিলে। তখন তো জুজু দেখ নাই। রাম রূপে তুমি দশানন ও বিংশ-হস্ত রাবণকে বধ করিয়া লঙ্কা ছারখার করিয়াছিলে। তখন তো জুজু দেখ নাই।

মাটী খাওয়ার ছলে বদন বিস্তার করিয়া তোমার মুখের মধ্যে ত্রিভুবন দেখাইয়া তোমার জননীকে ভীত করিয়াছিলে। তবুও তাঁহার তোমাকে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস হইল না ? এখন তোমাকে জুজুর ভয় দেখাইতেছেন ?”

সূরদাস কি সুন্দর কৌশলেই ভগবানের নানা অবতারের বর্ণনা করিয়াছেন ! শেষোক্ত দুইটী কবিতার রচনাভঙ্গী কি অপূর্ব্ব !

ঘ। সূর-কবিতায় রস

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে কোন্ কোন্ ভাব সূরদাসের কাব্যের বিষয়ীভূত এবং তাহারা কি কি নূতন রূপ লাভ করিয়াছে ? সেই সকল রূপ কি নির্দ্দিষ্ট সীমায় আবদ্ধ, না, তাহাদের মধ্যে একটী অসীমতার ব্যঞ্জনা আছে ?

মানবজীবনের যে সকল বেদনা সার্ব্বজনীন ও সার্ব্বকালীন—যে সকল বেদনা কি ভারতবর্ষে, কি অন্য দেশে, কি সভ্য-সমাজে, কি অসভ্য-সমাজে, কি প্রাচীন কালে, কি বর্ত্তমান কালে, সকল ক্ষেত্রেই সমভাবে অনুভূত হইয়া থাকে—যে সকল বেদনা মনের নিভৃত অন্তস্তলে লুক্কায়িত থাকে—যাহা মানব হৃদয়ের অতি যত্নের ধন—যাহা মনুষ্যপ্রকৃতিকে অতি গভীর ভাবে আন্দোলিত করে—যাহা মনুষ্যসমাজের বন্ধনস্বরূপ, তাহাই সূরদাসের বর্ণনার বিষয়। গ্রহ-নক্ষত্রের অদৃশ্য বন্ধনের ন্যায় মানবজাতির মধ্যেও কতকগুলি অদৃশ্য বন্ধন আছে। সে বন্ধনগুলি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, অথচ তাহাদের আকর্ষণ অতি প্রবল। প্রেম বা ভালবাসার আকর্ষণ অতিশয় শক্তিশালী। তাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও, তাহার কার্য্য হইতে তাহা অনুমিত হয়। এই অদৃশ্য বস্তু নানা প্রকার সম্বন্ধে ব্যক্ত হয়, তন্মধ্যে ইহার তিনটী রূপ প্রধান—মাতা ও সন্তানের মধ্যে ভালবাসা, স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে ভালবাসা এবং জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে ভালবাসা। এই তিনটীই সূরদাসের কাব্যের বিষয়।

বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিয়াছেন রসাত্মক বাক্যই কাব্য। রসই কাব্যের সারবস্তু। কোনো বিষয় দর্শন, শ্রবণ, পাঠ বা চিন্তা করিলে যে চিত্তবিকার জন্মে, অর্থাৎ যে সুখ, দুঃখ, উৎসাহ, ক্রোধ, অনুরাগ, ভয়, বিস্ময়, বৈরাগ্য প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক হয়, সেই সকল ভাব সাহিত্য বা শিল্পের সাহায্যে স্থায়ী রূপে অন্তঃকরণকে দ্রবীভূত করিলে তাহা রস-পদবাচ্য হয়। অলঙ্কারশাস্ত্রকারেরা নয় প্রকার রসের উল্লেখ করিয়াছেন—শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য,

ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র এবং শান্ত। কেহ কেহ একটী দশম রসেরও উল্লেখ করেন—তাহার নাম বাৎসল্য। কিন্তু যে হেতু শৃঙ্গার রস ভালবাসা-বিষয়ক রস, অনেকে বাৎসল্য রসকে শৃঙ্গার রসের অন্তর্গত বলিয়া ধরেন। এই হিসাবে সখ্য ও দাস্যও মধুর রসের অন্তর্গত। শান্ত রসকেও ইহার ভিতর ফেলিলেও ফেলা যায়। অথচ ভগবদুপাসনা শান্তরসাত্মক। পুত্রের প্রতি পিতা বা মাতার স্নেহ, সখার প্রতি সখার স্নেহ, প্রভুর প্রতি দাসের স্নেহ, পতির প্রতি স্ত্রীর স্নেহ এই সকল পারিবারিক স্নেহের যে কোনোটীর আদর্শে ভগবানের প্রতি স্নেহ অর্পিত হইতে পারে। শ্রীমদ্‌-ভাগবতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে স্ত্রীপুরুষের মধ্যের মধুর ভাবের অনুকরণে ভগবানের অর্চ্চনা হইতে পারে, কেননা স্ত্রীপুরুষের পরস্পরের অনুরাগ অন্য সকল অনুরাগাপেক্ষা তীব্র। ভগবান্‌কে পুরুষ কল্পনা করিয়া প্রকৃতির, অর্থাৎ নারীর, আবেগে তাঁহার সহিত মিলিত হইবার ব্যগ্রতাই আদর্শ সাধনপ্রণালী বলিয়া দেখান হইয়াছে *। ভাগবতের গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক রূপগুণ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। এই বিস্ময়ের উচ্ছ্বাসে তাহারা তাঁহার দেবত্বের অনুভব করিয়াছিল এবং তাঁহাকে তাহাদের প্রেম অর্পণ করিয়াছিল। তাহারা যথার্থ ভক্তিমতী ছিল, এবং তাহাদের অতুলনীয় ভক্তির জন্য ভগবানের প্রেম লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। নরনারীর প্রেমের মধ্যে আবার স্বকীয়া ও পরকীয়া ভেদ আছে। গোপীদের প্রেম পরকীয়া প্রেম। সূরদাসের কাব্যে রাধা প্রথমে পরকীয়া, পরে স্বকীয়া। সূরদাসের কাব্যে কৃষ্ণ ও রাধার মধ্যে নায়ক-নায়িকার ভাব অপেক্ষা উপাস্য-উপাসকের ভাব অধিক স্পষ্ট। অনেকের মতে শৃঙ্গার রসকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) সন্তানের প্রতি যে স্বাভাবিক স্নেহ তাহা হইতে উৎপন্ন যে রস তাহাই বাৎসল্য রস, এবং (২) স্ত্রীপুরুষের মধ্যে যে পরস্পর আকর্ষণ তাহা হইতে উৎপন্ন যে রস তাহাই মুখ্যতঃ শৃঙ্গার রস।

আর এক ভাবে শৃঙ্গার রসের দুইটী ভাগ হইতে পারে—(ক) সংযোগ-শৃঙ্গার এবং (খ) বিয়োগ-শৃঙ্গার। প্রেমিক ও প্রেমাস্পদের একত্র অবস্থানের অবস্থা হইতে উৎপন্ন ভাবের নাম সংযোগ-শৃঙ্গার; তাহাদের পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ক্লেশ অনুভব করার অবস্থা হইতে উৎপন্ন ভাবের নাম বিয়োগ-

* তুলনা করুণ—If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness, it must become woman; yes, however manly thou mayst be among men.—*Cardinal Newman.*

শৃঙ্গার। সূরসাগরের দশম স্কন্ধের বর্ণনায় বাৎসল্য রসের, তৎপরে সংযোগ-শৃঙ্গারের, তৎপরে বিয়োগ-শৃঙ্গারের ভাব বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে শান্ত রসকে আশ্রয় করিয়া সূরদাস তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার বিয়োগের কবিতা করুণ রসাশ্রিত। দান-লীলা ও ভ্রমরগীতির অনেক কবিতা হাস্যরসাশ্রিত।

দৃষ্টিকূট-পদসমূহের মধ্যে অনেকগুলি অদ্ভুত রসাত্মক। এই রসের উদাহরণ "অদ্‌ভুত এক অনুপম বাগ" ইত্যাদি কবিতায় আছে। ভগবানের সকল কার্য্যই মানুষের কাছে অদ্ভুত। সূরদাসের কাব্যে ভগবানের কার্য্যের অদ্ভুতত্বের কোনো বিবরণ যদি পাওয়া যায়, তাহাতে আশ্চর্য্য হইবার কোনো কারণ নাই। নিম্নলিখিত পদে সূরদাসের কল্পনার দৌড় দেখুন—

সঁদেসনি মধুবন কূপ ভরে।
জো কোই পথিক গয়ে হৈঁ হ্যাঁতে, ফির নহিঁ আবন করে।
কৈ বৈ স্যাম সিখায় সমোধে, কৈবৈ বীচ মরে।
অপনে নহিঁ পঠবত নঁদনন্দন, হম্‌রেউ ফেরি ধরে।
মসি খূঁটী, কাগর জল ভীজে, সর দৌ লাগি জরে।
পাঁতি লিখেঁ কহো ক্যোঁকরি, জো পলক কপাট অরে॥

আমাদের অসংখ্য সংবাদ-লিপি দ্বারা মথুরার কূপগুলি বোধ হয় ভরিয়া গিয়াছে। কোনো পথিক এখান হইতে মথুরায় গেলে, সে ফিরিবার নাম করে না। হয় শ্যাম তাহাকে শিখাইয়া পড়াইয়া নিরস্ত করেন, না হয় সে পথের মধ্যেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়। নন্দনন্দন নিজে তো পত্র লিখিবেনই না, আমাদের পত্রগুলিও উল্টাইয়া রাখেন। পত্র লিখি আর কি করিয়া? পত্র লিখিতে লিখিতে আমাদের কালী ফুরাইয়া গেল, কাগজ চক্ষের জলে ভিজিয়া গেল, শরের কলম (আমাদের তপ্ত নিশ্বাসের) দাব (অগ্নি) লাগিয়া পুড়িয়া গেল, এবং আমাদের চক্ষের পলক রূপ কপাট রুদ্ধ হইয়া যাওয়াতে আমরা দৃষ্টিশক্তি হারাইয়াছি।

সূরদাস দুই একটী ভয়ানক রসাত্মক কবিতাও লিখিয়াছেন।

ভহরাত ঝহরাত দাবানল আয়ো।
ঘেরি চহুঁওর, করি শোর অন্ধের, বন ধরনি আকাশ, চহুঁপাস ছায়ো।

বরত বন বাঁস, থরহরত কুশ কাঁস, জরি উড়ত হৈ ভাঁস, অতি প্রবল ধায়ো।
ঝপটি ঝপট লপট, পটকি ফুল ফুটত ফঁটি, চটকি লট লটকি, দ্রুম নবায়ো।
অতি অগিনি ঝর, ভার ধুন্ধার করি, উচটি অঙ্গার, ঝঙ্গার ছায়ো।
বরত বনপাত, ভহরাত ঝহরাত, অররাত তরু মহা, ধরণী গিরায়ো।
ভয়ে বেহাল, সব গ্বাল ব্রজবাল, তব সরন গোপাল, কহি কৈ পুকার্য্যো।
তৃণকেসী সকট, বকী অঘাসূর, বামকর গিরি রাখি, জ্যোঁ উবার্য্যো।
নেক ধীরজ করৌ, জিয়হি কোউ জনি ডরৌ, কহা য়হ সরে, লোচন মুদায়ো।
মুঠি ভরি লিয়ো, সব নায় মুখহি দিয়ো, সূর প্রভু পিয়ো, দাবা ব্রজজনন
বচায়ো।

দাবানল প্রবল বেগে ছড়াইয়া পড়িতেছে। অন্ধকার চারিদিক্ ঘিরিয়া, শব্দ করিয়া, বন, পৃথিবী ও আকাশ আচ্ছন্ন করিতেছে। বন পুড়িবার সময় বাঁশ কাঁপিতেছে, কুশ-কাশের ভস্ম বেগে উড়িতেছে। অগ্নিশিখার আক্রমণ অগ্রসর হইয়া কোথাও ফুটন্ত ফুলের আকার ধারণ করিতেছে, কোথাও আছাড় খাইয়া ফটাফট শব্দ করিতেছে, কোথাও বড় বড় বৃক্ষ ভূমিসাৎ করিতেছে। গোপগণ ও ব্রজবালাগণ অশেষ দুর্দ্দশায় পড়িয়া গোপালকে সাহায্যের নিমিত্ত আহ্বান করিতেছে। তুমি তৃণাবর্ত্ত, কেশী, শকটাসুর, বকাসুর, অঘাসুর সংহার করিয়াছিলে এবং বামকরে গিরিধারণ করিয়া আমাদিগকে যেমন রক্ষা করিয়াছিলে, এবারেও আমাদিগকে সেই রূপে রক্ষা কর। কানাই প্রবোধ দিয়া চীৎকার করিয়া দূর হইতে বলিতেছেন, ওগো তোমরা প্রাণে একটু ধৈর্য্য ধারণ কর. তোমরা ভয় করিও না, এমন করিয়া চক্ষুর পাতা বুঁজিয়া আসিতেছে কেন? তখন কৃষ্ণ মুঠায় মুঠায় আগুন লইয়া মুখে ফেলিতে লাগিলেন এবং দাবানল পান করিয়া অচিরে ব্রজবাসীদিগকে রক্ষা করিলেন।

৬। সুরসাগরে বাৎসল্য রস

(১) শ্রীকৃষ্ণের শৈশব-লীলা

এক্ষণে আমরা সূরদাসের বাৎসল্য রসের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইব। অপত্যস্নেহ মানবমাত্রেই বিদ্যমান এবং ইহার আবেগ অতি প্রবল। পুত্রকন্যার

রূপগুণ, হাবভাব সকল পিতামাতারই প্রিয় বস্তু। পুত্রকন্যার দৌরাত্ম্যও পিতামাতার নিকট মধুর। অপত্য সম্বন্ধে কঠোরতার শৈথিল্য পিতামাতার একটী সাধারণ দৌর্ব্বল্য। পুত্রের বিয়োগ পিতামাতার পক্ষে অসহ্য। লোকে বলে পুত্রশোকের ন্যায় শোক নাই। সংসারের অধিকাংশ কাজই পুত্রকন্যাকে উপলক্ষ করিয়া। এই অপত্যস্নেহের নানা বৈচিত্র্য সূরদাস এমন তন্ন তন্ন করিয়া এবং এমন মধুর ভাবে দেখাইয়াছেন যে উহা অমর হইয়া থাকিবে। যদি তিনি শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা মাত্র লিখিয়াই ক্ষান্ত থাকিতেন, তাহা হইলেও তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকৃত হইতেন।

আমরা সকলেই জানি যে শ্রীকৃষ্ণ বসুদেব ও দেবকীর পুত্র। কিন্তু নন্দ-যশোদা তাহা জানিতেন না। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহাদের ঔরস পুত্র বলিয়াই ভাবিতেন, এবং তাঁহাকে ঔরস পুত্রের ন্যায় অতি যত্নে ও আদরে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। যশোদার পুত্রস্নেহ আদর্শ পুত্রস্নেহ হইয়া রহিয়াছে। সূরদাস সেই পুত্রস্নেহের অতি মনোহর চিত্র আমাদের সম্মুখে রাখিয়া গিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই গোকুল অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল। ব্রজমণ্ডল তখন প্রকৃতির আনন্দ-কানন ছিল—উন্মুক্ত নীল আকাশ, দিগন্তব্যাপী শ্যামল শস্যক্ষেত্র, তৃণাচ্ছাদিত বিস্তৃত গোচারণ ভূমি এব মধ্যে মধ্যে নানা ফল-পুষ্পশোভিত বনরাজী।* শ্যামসলিলা যমুনার তীরবর্ত্তী প্রদেশ প্রাকৃতিক শোভা, স্বাস্থ্য, সমৃদ্ধি ও সুখের আলয় হইয়াছিল। কালিদাসের অলকাপেক্ষা ইহা কোন অংশে হীন ছিল না। এই প্রাকৃতিক শোভা এখন আর নাই। সম্ভবতঃ সূরদাসের সময় ইহার কিছু অবশিষ্ট ছিল। সূরদাস তাঁহার অধিকাংশ জীবন গোকুলে বাস করিয়া প্রাচীন কালের সুখময় সময়ের কিয়ৎপরিমাণে আস্বাদন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। তাই তিনি শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দারণ্যের এত মধুর চিত্র অঙ্কিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সুখময় সময়ে দিব্যকান্তি শিশু কৃষ্ণের আবির্ভাবে গোকুলে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ-স্রোত

দিশঃ প্রসেদুর্গগনং নির্ম্মলোড়ুগণোদয়ম্।
মহী মঙ্গলভুয়িষ্ঠপুরগ্রামব্রজাকরা॥
নদ্যঃ প্রসন্নসলিলা হ্রদা জলরুহশ্রিয়ঃ।
দ্বিজালিকুলসন্নাদস্তবকা বনরাজয়ঃ॥ ভাগঃ, ৩—২।৩

প্রবাহিত হইয়াছিল। কৃষ্ণ গ্রামের সকল লোকের নয়নের মণি হইয়াছিলেন। এই আনন্দের বিবরণ দিয়া সূরদাস কৃষ্ণের বাল্যচরিতের বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছেন—

জাগী মহরি পুত্র মুখ দেখ্যো, আনঁদ তূর বজাই।
কঞ্চন কলস হেম দ্বিজপূজা, চন্দন ভবন লিপাই॥
দিন দসহী তে বর্ষে কুসুমনি, ফূল গোকুল ছাই।
নন্দ কহে ইচ্ছা সব পূজী, মনবাঞ্ছিত ফল পাই।
আনন্দ ভরে করত কৌতূহল, উদিত মুদিত নরনারী।
নির্ভয় ভয়ে নিসান বজাবত, দেত নিসঙ্কে গারী॥
নাচত মহর মুদিত মন কীনো, গ্বাল বজাবত তারী।
সূরদাস প্রভু গোকুল প্রগটে, মথুরা কংস প্রহারী॥

যশোদা জাগিয়া উঠিয়া পুত্রমুখ দেখিলেন। আনন্দে তূরী নিনাদিত হইল কাঞ্চনের কলস ভরিয়া স্বর্ণ দিয়া বিপ্রপূজা করা হইল। চন্দন দ্বারা গৃহ লিপ্ত হইল। আজ দশ দিন হইতে পুষ্পবৃক্ষ হইতে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছে, ফুলে গোকুল ছাইয়া গেল। নন্দ বলিলেন, "আমার সকল ইচ্ছা পূর্ণ হইয়াছে এবং আমি ঈপ্সিত ফল পাইয়াছি।" প্রমুদিত নরনারীগণ আনন্দ-কোলাহল করিতেছে। নিশ্চিন্ত মনে নহবৎ বাজিতেছে এবং নির্ভয়ে গোপীরা গালি-সূচক গান গাহিতেছে। মথুরার কংসের নিধনকারী কৃষ্ণের গোকুলে আবির্ভাব হইয়াছে। অপর গ্রামের এক গোপী অন্য গোপীকে বলিতেছে—

হোঁ এক বাত নয়ী সুনি আঈ।
মহরি জসোদা ঢোটা জায়ো, ঘর ঘর হোত বাধাঈ।
দ্বারে ভীর গোপ গোপিন কী, মহিমা বরনি ন জাঈ।
অতি আনন্দ হোত গোকুল মেঁ, রতন ভূমি সব ছাঈ॥

আমি একটী নূতন কথা শুনিয়া আসিলাম। যশোদা রাণী একটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন এবং ঘরে ঘরে আনন্দ-উৎসব হইতেছে। নন্দের দ্বারে গোপ-গোপীদের ভীড় লাগিয়া গিয়াছে। এ উৎসবের আর বর্ণনা করা যায় না গোকুলে অতিশয় আনন্দ হইতেছে এবং রত্নে ভূমি আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

এক গোপী বলিতেছে—

আজু বধাঈ নন্দকে মাঈ।
সুন্দর নন্দ মহরকে মন্দর।
প্রগট্যো সুত সকল সুখ কন্দর॥
জসুমতি ঢোটা ব্রজ কী সোভা।
দেখি সখী কছু ঔরৈ লোভা।

মাগো, আজ নন্দের ঘরে আনন্দ-উৎসব। নন্দের ভবন সুন্দর শোভা ধারণ করিয়াছে। তাঁহার সকল সুখের আলয় এক পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে। যশোমতির পুত্র ব্রজের শোভা। দ্যাখ, সখি,

দুঃখ গয়ো সুখ অয়ো সব্নহ কো, ভুবন চতুরদস জানৌ।

দুঃখের অবসান হইল, সুখ আসিল, যেন সকলেরই পুত্র-ফল লাভ হইয়াছে। (হে যশোদে) তোমার পুত্র চতুর্দ্দশ ভুবনের সকলের প্রাণ।

এই সময়ের আনন্দের আর একটি চিত্র দেখুন—

মাই আজুতো বধাঈ, বাজৈ নন্দ মহর কে।
ফূলে ফিরৈঁ গোপী, গ্বাল ঠহর ঠহর কে॥
ফূলী ধেনু ফূলে ধাম, ফূলী গোপী অঙ্গ অঙ্গ।
ফূলে ফলে তরুবর, আনঁদ লহর কে॥
ফূলে বন্দীজন দ্বারে, ফূলে ফূলে বন্দন বারে।
ফূলে জহঁ জোই সোই, গোকুল সহর কে॥
উমগে জমুন জল, প্রফুল্লিত কুঞ্জ কুঞ্জ।
গর্জত কারে ভারে, জূথ জলধর কে॥

আহা, নন্দগৃহে আনন্দের বাদ্য বাজিতেছে। নানা স্থানের গোপ-গোপীরা আনন্দে ফুলিয়া ফুলিয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেছে। ধেনু, ধাম ও গোপীদের অঙ্গে অঙ্গে আনন্দ। আনন্দ-লহরীতে তরুগণ ফুলে ও ফলে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্তুতিগায়কেরা দ্বারে ও তোরণে প্রফুল্লিত। গোকুল নগরের সকলেই আনন্দিত। যমুনার জল আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইতেছে এবং প্রত্যেক কুঞ্জ আনন্দময়। বারি-ভারপূর্ণ কৃষ্ণজলধর-যূথ গর্জ্জন করিতেছে।

যশোদা আনন্দ-সাগরে ভাসিতেছেন। "মেরে লাল কো আউ নিদরিয়া" (আমার যাদুর ঘুম আসুক) বলিয়া কৃষ্ণকে দোল্‌নায় রাখিয়া ঘুম পাড়াইতেছেন। হরি কখনও চোখ বুঁজিতেছেন, কখনও ঠোঁট ফুলাইয়া কাঁদিতেছেন। ঘুমাইয়াছেন জানিয়া যশোদা অন্য লোকের সহিত ইশারায় কথা কহিতেছেন, পাছে হরি উঠিয়া পড়েন, কিন্তু হরি তৎক্ষণাৎ কাঁদিয়া উঠিলেন। যশোদা তখন গুনগুন স্বরে গান করিয়া তাঁহাকে চুপ করাইতেছেন। সূরদাসের শিশু-স্বভাবের আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতা ছিল।

স্ত্রীলোকের নবজাত শিশুকে কোলে লইবার কিরূপ আগ্রহ থাকে দেখুন—

নেক গোপালৈ মোকো দৈ রী।
দেখৌঁ কমল বদন নীকে করি, তা পাছে তূ কনিয়াঁ লৈ রী॥

একবারটী গোপালকে আমার কোলে দাও না। আমি ভাল করিয়া তাহার কমল-বদন দেখিয়া লই, তার পর তুমি কোলে লইও।

শিশু গোপালের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের একটী বিবরণ দেখুন—

লালা হোঁ বারী তেরে মুখ পর।
কুটিল অলক মোহন মন বিহঁসত, ভ্রকুটি বিকট নৈননি পর।
দ্বে দ্বে দমকি দঁতুলিয়াঁ বিহঁসতি, মনু সীপজ ধরুকিয় বারিজ পর।
লঘু লঘু সির লট ঘুঁঘরবারী, রহীঁ লটকি লোনে লিলার পর।
য়হ উপমা কিহি কাপৈ আবৈ, কছুক কহৌঁ সকুচতহৌঁ হিয় পর।
নূতন চন্দ্র রেখ মধি রাজতি, সুরগুরু সুক্র উদোত পরস্পর।
লোচন লোল কপোল ললিত অতি, নাসিক কো মুক্তা রদ ছদ পর।
সূর কহা নৌছাবরি করিয়ে, অপনে লাল ললিত লর উপর॥

যাদু, তোর মুখ দেখে তোর বালাই লই। তোর সুন্দর কোঁক্‌ড়া কোঁক্‌ড়া চুল এবং চোখের বাঁকা চাহনী মন মোহিত করে। যখন তুই ছোট ছোট দাঁত বার ক'রে হাসিস্ তখন মনে হয় কে যেন পদ্মের উপর দুটী মুক্তা রেখে দিয়েছে। সুন্দর কপালের উপরের চুলে বাঁধা ছোট ছোট দুটী ঘুণ্টা ঝুলে পড়াতে বোধ হচ্ছে যেন নূতন চাঁদের রেখার মধ্যে বৃহস্পতি ও শুক্র পাশাপাশি উদয় হয়েছে। চোখ দুটী চঞ্চল এবং গাল দুটী অতি ললিত। ক্ষুদ্র

ঠোঁটের উপর নোলকের মুক্তাটীর বড় শোভা। এমন কি আছে যাহা কৃষ্ণের ললিত ঝাঁপ্‌টার শোভার জন্য ত্যাগ করা যাইতে পারে না?

শিশুদের ছোট ছোট কার্য্যও পিতামাতার মনে আনন্দ উৎপন্ন করে। গোপাল হাত দিয়া টানিয়া পায়ের বুড়া আঙ্গল মুখের মধ্যে পূরিয়াছেন এবং একলা শুইয়া নিজের মনে আনন্দে খেলিতেছেন, বা গোপাল উপুড় হইয়াছেন, দেখিয়া যাশোদা হর্ষে গদ্‌গদ। যশোদা ভাবেন গোপাল কবে বড় হইবে, কবে হামা দিতে শিখিবে, কবে আধ আধ কথা কহিবে, কবে আমার আঁচল ধরিয়া আমার সহিত ঝগড়া করিবে, কবে নিজ হাতে খাইতে শিখিবে! অন্নপ্রাশনের জাঁকের বর্ণনা ও বর্ষগ্রন্থির বিবরণ, গোপালের হামাগুড়ি দেওয়া এবং গৃহ-প্রাঙ্গণে খেলা করা, ধূলা মাখা, হাঁটিতে শেখা, মাখম চাহিয়া খাওয়া ইত্যাদির বিবরণ অতি সুন্দর।

কৃষ্ণ দুধ খাইতে চাহেন না, মা তাঁহাকে ভুলাইয়া বলিতেছেন, "কাজলী গরুর দুধ খাও, তাহা হইলে তোমার শিখা খুব বড় হইবে।" তাই শুনিয়া গোপাল দুধ খাইলেন। কিছুদিন পরে গোপাল মাকে বলিলেন, "কই মা আমার বেণী তো বাড়িল না; কত দিন হইতে আমি দুধ খাইতেছি, কিন্তু বেণী যেমন ছোট তেমনই রহিয়া গেল। তুমি তো বলিয়াছিলে যে আমার শিখা স্নান করিতে করিতে এবং আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে নাগিনীর মত হইয়া যাইবে। তুমি আমাকে ধরিয়া কেবল কাঁচা দুধই খাওয়াও, মাখম রুটী তো দাও না।"

গোপাল আকাশের চাঁদ লইতে চাহেন। যশোদা চাঁদকে অনেক লোভ দেখাইয়া বারবার ডাকিতেছেন কিন্তু চাঁদ আসে না। গোপালের কান্না আর থামে না। তখন যশোদা জল পাত্র সম্মুখে রাখিয়া তাহার ভিতর চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখাইলেন। গোপাল হাত ডুবাইয়া লইতে গেলেন কিন্তু পারিলেন না। তখন যশোদা বলিতেছেন—

তুব মুখ দেখি ডরতি সসি ভারী।
কর করিকৈ হরি হের্‌যো চাহত, ভাজি পতাল গয়ো অপহারী।
বহ সসি তো কৈসহু নহিঁ আবত, বহ ঐসী কছু বুদ্ধি বিচারি।
দেখি বদনবিধু বিধু সকাত মন, নৈন কঞ্জ কুণ্ডল উজিয়ারী।
সুনহু শ্যাম তুমকো সসি ডরপত, কহত অহোঁ মৈঁ সরন তুম্‌হারী।
সূর শ্যাম বিরুঝানে সোয়ে, লিয় লগাই ছতিয়াঁ মহতারী॥

তোমার মুখ দেখিয়া শশী বড় ভয় পাইয়াছে (কেন না তোমার শ্রী হরণ করিয়াই তাহার সৌন্দর্য্য)। * তুমি হাতে লইয়া তাহাকে দেখিবে (যে সে চোর কি না)। সেই ভয়ে ঐ চোরটা পাতালে পালাইয়াছে। সে কিছুতেই আসিতেছে না। সে একটি মতলব ঠাওরাইয়াছে। সে তোমার বিধুবদন, কমলনয়ন ও উজ্জ্বল কুণ্ডল দেখিয়া মনে মনে ভয় পাইয়া বলিতেছে, "আমি তোমার শরণাগত হইব।" শ্যাম কাঁদিতেছিলেন, ইহা শুনিয়া চুপ করিলেন এবং মাতা তাঁহাকে বক্ষে লইয়া শয়ন করিলেন।

সূরদাস অসংখ্য পদে মাতা ও শিশুর প্রত্যেক ভাবের বর্ণনা করিয়াছেন। এই প্রবন্ধে কেবল দুই একটী ভাবের উল্লেখ করা হইল, নতুবা পুঁথি বাড়িয়া যায়। কৃষ্ণের লীলা বর্ণন করিতে করিতে সূরদাস আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বোধ হয় যেন তিনি কখনো বালকরূপে নিজেই ক্রীড়া করিতেছেন এবং কখনো মাতা হইয়া বাল্য-লীলার আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। এই সকল বর্ণনায় স্বাভাবিকতা সম্পূর্ণরূপে বিদ্যমান। আর একটী উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল—

মৈয়া মোকো দাঊ বহুত খিঝায়ো।
মোঁসোঁ কহত মোল কো লীনো, তূ জসুমতি কব জায়ো॥
গোর নন্দ জসোদা গোরী, তুম কত স্যাম সরীর।
চুটকী দৈ দৈ হঁসত গ্বাল সব, সিখৈ দেত বলবীর॥
সুনহু কান্হ বলভদ্র চবাই, জনমত হী কো ধূত।
সূর স্যাম মো গোধন কী সৌঁ, হৌঁ মাতা তূ পূত॥

মা, আমাকে বলরাম দাদা অত্যন্ত বিরক্ত করিয়াছে। আমাকে বলে তোকে যশোমতী কবে প্রসব করিয়াছেন? তোকে তো তিনি কিনিয়া লইয়াছেন। নন্দ গৌরবর্ণ, যশোদা গৌরাঙ্গী, তোর শরীর কেন কালো? দাদার শিক্ষায় গোপ বালকেরা তুড়ি দিয়া দিয়া হাসে। যশোদা বলিতেছেন, "শুন কানাই, বলাইটা নিন্দুক, সে জন্মাবধিই ধূর্ত্ত। আমি গোধনের দিব্য করিয়া বলিতেছি, আমি তোর মা, আর তুই আমার ছেলে।"

* তুলনা করুন—

আঁচরে বদন ঝাঁপহু গোরী।
রাজা সুনলছে চাঁদক চোরী।—বিদ্যাপতি।

প্রাতঃকালে যশোদা গোপালকে জাগাইতেছেন—

জাগিয়ে ব্রজরাজ কুঅঁর, কমল কুসুম ফূলে।
কুমুদবৃন্দ সকুচত ভয়ে, ভৃঙ্গ লতা ভূলে॥
তমচূর খগ রৌর সুনহু, বোলত বনরাঈ।
রাঁভতি গৌ খরিকন মেঁ, বছরা হিত ধাঈ॥
বিধু মলীন রবি প্রকাস, গাবত নরনারী।
সূর শ্যাম প্রাত উঠৌ, অম্বুজ করধারী॥

হে ব্রজরাজ কুমার জাগো, কমল ফুল ফুটিয়াছে এবং কুমুদ বৃন্দ সঙ্কুচিত হইয়াছে। ভৃঙ্গগণ লতার মধ্যে ঘুরিতেছে। তাম্রচূড় (কুক্কুট) ও অন্যান্য পক্ষীরা বনরাজীতে রব করিতেছে, তাহাদের কাকলী শ্রবণ কর। গাভীরা হাম্বারব করিয়া বাথানের দিকে বৎসের জন্য ধাবমান হইতেছে। বিধু মলিন ও রবি উদিত হইয়াছে। নরনারীগণ গান করিতেছে। হে কমল-কর শ্যাম, প্রভাত হইয়াছে উঠ।

আর একটী প্রাতঃকালীন পদ—

প্রাত সময় উঠি, সোবত হরি কো, বদন উঘার্যো নন্দ।
রহি ন সকত, দেখন কো আতুর, নৈন নিসকে দ্বন্দ।
স্বচ্ছ সেজ, মৈঁ তে মুখ নিকসত, গয়ো তিমির মিটি মন্দ।
মানৌঁ মথি, পয়সিন্ধু ফেন ফটি, দরস দিখায়ো চন্দ।
ধায়ো চতুর, চকোর সূর সুনি, সব সখি সখা সুছন্দ।
রহী ন সুধিহু, সরীর ধীরমতি, পিবত কিরন মকরন্দ॥

নন্দ প্রাতঃকালে উঠিয়া হরিকে নিদ্রিত দেখিয়া তাঁহার মুখের আবরণ মোচন করিলেন। তিনি থাকিতে পারিলেন না, দেখিবার জন্য আতুর হইয়াছেন, কারণ রাত্রি আসাতে তাঁহার নয়ন নিদ্রাতুর হইয়াছিল। শুভ্র শয্যার মধ্য হইতে মুখ বাহির হইয়া মন্দ তিমির নাশ করিতেছে, যেন সমুদ্র-মন্থনের সময় ফেনরাশি মধ্য হইতে চন্দ্রের প্রকাশ হইতেছে। শুনিয়া চতুর চকোরের ন্যায় সখাসখীগণ আনন্দিত হইয়া দৌড়িয়া আসিল। তাহাদের শরীরে সাড় নাই, ধীরমতি তাহারা সুখের কিরণ-মকরন্দ পান করিতেছে।

যশোদা গোপালের স্তন্যপান বন্ধ করিতেছেন কি বলিয়া শুনুন—

জসুমতি কান্হৈ ইহৈ সিখাবতি।
সুনহু শ্যাম অব বড়ে ভয়ে তুম, অস্তন পান ছুড়াবতি।
ব্রজ লরিকা তোহিঁ পীবত দেখৈঁ, হঁসত লাজ ন আবতি।
জৈহেঁ বিগরি দাঁত হৈঁ আছে, তাতে কহি সমুঝাবতি।
অজহুঁ ছাঁড়ি কহো করি মেরো, ঐসী বাত ন ভাবতি।
সূর শ্যাম য়হ সুনি মুসকানে, অঞ্চল মুখহিঁ লুকাবতি॥

যশোমতী কানাইকে শিখাইতেছেন—শুন, শ্যাম, এখন তুমি বড় হইয়াছ, আমি তোমার স্তন্যপান ছাড়াইতে চাহি। ব্রজের বালকেরা তোমাকে স্তন্যপান করিতে দেখিয়া হাসে, তোমার লজ্জা করে না? তোমার ভাল ভাল দাঁতগুলি খারাপ হইয়া যাইবে, সেই জন্যই তো তোমাকে বুঝাইতেছি। আজই ছাড়িয়া দাও, আমার কথা শুন, তোমার এ কাজ ভাল দেখায় না। শ্যাম এই কথা শুনিয়া ঈষৎ হাসিয়া মাতার অঞ্চলে মুখ লুকাইলেন। কি স্বাভাবিক বর্ণনা!

বালকদের বড় হইবার ইচ্ছা প্রবল। কৃষ্ণ মাতাকে বলিতেছেন—

মৈয়া মোহিঁ বড়ো করি দৈ রী।
দূধ দহী ঘৃত মাখন মেবা, জো মাঁগৌ সো দৈ রী।

মা আমাকে বড় করিয়া দাও। দুধ, দধি, মাখন, ঘৃত, ফলমূল যাহা চাহিব তাহা দিও। বালকদিগকে খাওয়ান কঠিন, কিন্তু প্রতিযোগিতার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা নিজ স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করিতেও প্রস্তুত।

বালকদিগকে স্নান করান একটী কঠিন ব্যাপার। সে সম্বন্ধে সূরদাস কি বলিতেছেন শুনুন—

জসুমতি জবহিঁ কহ্যো অন্হাবন, রোই গয়ে হরি লোটত রী।

*　　*　　*　　*　　*

মহরি বহুত মিনতী করি রাখতি, মানত নাহিঁ কন্হাঈ রী।

যশোমতী যখনই কানাইকে স্নান করিতে বলেন তখনই তিনি কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়েন। রাণী মিনতি করেন কিন্তু কানাই কিছুতেই তাঁহার কথা শুনেন না।

শিশু কৃষ্ণ মৃদ্‌ভক্ষণ করিয়াছেন শুনিয়া যশোদা তাঁহাকে তিরস্কার করিতে আসিলেন। মাটী ফেলিয়া দিবার জন্য তিনি কৃষ্ণকে হাঁ করিতে বলিলেন। কৃষ্ণ হাঁ করিলেন। যশোদা মুখবিবর-মধ্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড দেখিয়া বিস্মিত হইলেন।

গোকুলের যত নরনারী, আবালবৃদ্ধবনিতা, সকলেই কৃষ্ণকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসিত। তাহারা বলিতে পারিত না যে কৃষ্ণ কেন তাহাদের এত প্রিয়। কোনো অজ্ঞাত শক্তি তাহাদিগকে কৃষ্ণের দিকে আকর্ষণ করিত। কৃষ্ণের উপদ্রবে ব্রজের লোক শশব্যস্ত, তথাপি তাহারা কৃষ্ণকে ভাল না বাসিয়া থাকিতে পারিত না। মধ্যে মধ্যে তাহারা যশোদার নিকট অনুযোগও করিত, কিন্তু সেটা মৌখিক। কৃষ্ণের কি এক মোহিনী শক্তি ছিল, তিনি ব্রজবাসিগণকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। লোকের ঘরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের মাখন চুরি করা,তাহাদের মৃদ্‌ভাজন ভাঙ্গিয়া দেওয়া, তাহাদের শিশু সন্তানগণকে প্রহার করা ইত্যাদি তাঁহার নিত্যকর্ম্ম ছিল।

(২) মাখন-চুরি

কৃষ্ণ মাতাকে বলিতেছেন—

মৈয়া রী মোহিঁ মাখন ভাবৈ।
মধু মেবা পকবান মিঠাঈ, মোহিঁ নহীঁ রুচি আবৈ॥
ব্রজ জুবতী ইক পাছে ঠাঢ়ী, সুনতি শ্যাম কী বাত।
মন মন কহতি কবহুঁ মেরে ঘর, দেখোঁ মাখন খাত॥
বৈঠে জাই মথনিয়াঁ কে ঢিগ, মৈঁ তব রহী ছিপানী।
সূরদাস প্রভু অন্তর্যামী, গ্বালি মনহিঁ কী জানী॥

"মাগো, মাখন আমার বড় ভাল লাগে। মধু, ফলমূল, ঘৃতপক্ক খাদ্য, মিষ্টান্নে আমার বড় রুচি নাই।" এক ব্রজ যুবতী শ্যামের পশ্চাতে দাঁড়াইয়া এই কথা শুনিতেছিল এবং মনে মনে ভাবিতেছিল, "আহা আমি কি কখনো ইঁহাকে আমার ঘরে মাখন খাইতে দেখিব? আমার মন্থনপাত্রের নিকট গিয়া কি কানাই কখনো বসিবেন, আর আমি লুকাইয়া থাকিয়া তাঁহাকে দেখিব? অন্তর্যামী প্রভু গোয়ালিনীর মনের কথা জানিলেন। তাহার পর—

প্রথম করী হরি মাখর্ন চোরী।
গ্বালিন মন ইচ্ছা করি পূরণ, আপু ভজে হরি ব্রজ কী খোরী॥
মনমেঁ ইহৈ বিচার করত হরি, ব্রজ ঘর ঘর সব জাউঁ।
গোকুল জনম লিয়ো সুখ কারন, সবকো মাখন খাউঁ॥
বাল রূপ জসুমতি মোহিঁ জানৈ, গোপিন মিলি সুখ ভোগূঁ।
সূরদাস প্রভু কহত প্রেম সোঁ, ঘেরো রে ব্রজ লোগূ॥

হরি প্রথম মাখন চুরি করিলেন। গোয়ালিনীর ইচ্ছা পূর্ণ করিয়া ব্রজের গলি দিয়া পালাইলেন। হরি মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এই প্রকারে ব্রজের প্রত্যেক বাটীতে যাইব। সুখের নিমিত্ত আমার ব্রজে জন্ম লওয়া, সকলের মাখনই খাইব। যশোমতী আমাকে বালক বলিয়া জানেন। আমি গোপীদের সহিত মিলিত হইয়া সুখভোগ করিব।" প্রভু প্রেমার্দ্র হইয়া বলিতেছেন, "ব্রজের লোকেরা আমাকে আবদ্ধ করিয়াছে।" একদিন—

মথতি গ্বালি হরি দেখী জাই।
গয়ে হুতে মাখন কী চোরী, দেখত ছবি রহে নয়ন লগাই।
ডোলতি তনু সির অঞ্চল উঘর্যো, বেনী পীঠি ডোল ইহি ভাই।
বদন ইন্দু পয় পান করন কো, মনহুঁ উরগ উঠি লাগত ধাই।
নিরখী শ্যাম অঙ্গ পুনি সোভা, ভুজ ভরি ধরি লীনো উর লাই।
চিতৈ রহী জুবতী হরি মুখ, নয়ন সৈন দৈ চিতহি চুরাই।
তন মন ধন গতি মতি বিসরাঈ, সুখ দীনো কছু মাখন খাই।
সূরদাস প্রভু রসিক সিরোমণি, তুম্হরী লীলা কো কহৈ গাই॥

হরি গিয়া দেখিলেন যে এক গোয়ালিনী মন্থন করিতেছে। হরি মাখন চুরি করিতে আসিয়াছিলেন, কিন্তু শোভা দেখিয়া এক দৃষ্টে তাকাইয়া থাকিলেন। গোপীর দেহ দুলিতেছে বলিয়া মস্তক হইতে অঞ্চল খসিয়া পড়িয়াছে, বেণীও দুলিতেছে, যেন বদন-ইন্দুর দুগ্ধ পান করিবে বলিয়া বেণীরূপী সর্প দৌড়াইতেছে। এমন সময়ে শ্যামের অঙ্গের শোভা দেখিতে পাইয়া গোপী শ্যামকে বক্ষে জড়াইয়া ধরিল। যুবতী শ্যামের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। শ্যাম কটাক্ষ দ্বারা চিত্ত চুরি করিয়া গোপীর দেহ, মন, ধন, মতি, গতি বিস্মৃত করাইয়া দিয়া কিঞ্চিৎ মাখন খাইয়া তাহাকে সুখী করিলেন। প্রভু রসিকশিরোমণি, তাঁহার লীলা কে গাইয়া শেষ করিতে পারে?

গোপীরা যশোদার নিকট আসিয়া অভিযোগ করে। এক গোপী তাঁহাকে বলিতেছে—

দেখো মাঈ য়া বালক কী বাত।
বন উপবন সরিতা সব মোহে দেখত শ্যামল গাত।
মারগ চলত অনীতি করত হরি, হঠিকৈ মাখন খাত।
পীতাম্বর লৈ সিরতে ওঢ়ত, অঞ্চল দৈ মুস্কাত।
তেরী সোঁ কহা কহোঁ জসোদা, উরহন দেত লজাত।
জব হরি আবত তেরে আগে, সকুচি তনক হ্বে জাত।
কৌন কৌন গুন কহোঁ শ্যাম কে, নেক ন কাহু ডরাত।
সূর শ্যাম মুখ নিরখি জসোদা, কহা য়হ বাত॥

শুন মা এই বালকের কথা। ইহার শ্যামল শরীর দেখিয়া বন, উপবন, নদী পর্য্যন্ত মোহিত হয়। পথে চলিতে চলিতে অশিষ্টতা করে, জেদ করিয়া মাখন চাহিয়া খায়। মাথার উপর পীতাম্বর আঁচলের মত করিয়া রাখিয়া ঈষৎ ঈষৎ হাস্য করে। তোমার দিব্য, অভিযোগ করিতে লজ্জা করে। হরি তোমার কাছে আসিয়াই একটুখানি হইয়া যায়। তাহার কোন্ গুণের কথা বলিব? সে কাহাকেও একটুও ডরায় না। যশোদা শ্যামের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন "এ সব কি কথা?"

আর একটী গোপীর অভিযোগ এই—

গ্বালিনী উরহন কে মিস আঈ।
নন্দ নন্দন তন মন হরি লীনো, বিন দেখে ক্ষণ রহ্যো ন জাঈ॥
সুনহু মহরি অপনে সুত কে গুন, কহা কাহোঁ কিহি ভাঁতি বনাঈ।
চোলী ফারি হার গহি তোর্‌য়ো, ইন বাতন কহো কৌন বড়াঈ॥

এক গোয়ালিনী অভিযোগ করিবার ছলে যশোদার নিকট আসিল। নন্দনন্দন তাহার দেহ-মন হরণ করিয়া লইয়াছেন, সে তাঁহাকে না দেখিলে ক্ষণমাত্র থাকিতে পারে না। (সে বলিল) শুন, নন্দরাণী, তোমার পুত্রের গুণের কথা, কেমন করিয়াই-বা বলি? সে আমার কাঁচলী ছিঁড়িয়া হার ছিঁড়িয়া দিয়াছে। তুমিই বল, এ সব করায় কি বাহাদুরী?

ইহা শুনিয়া কানাই মাকে বলিলেন—

ঝুঠহি মেহিঁ লগাবত গ্বারি।
খেলত মৈঁ মোহিঁ বোলি লিয়ো হৈ, দোউ ভুজভরি দীনী অঁকবারি।
মেরে কর অপনে কুচ ধারতি, আপহি চোলী ফারি।
মাখন আপ মোহিঁ খবায়ো, মৈ কব দীনো ঢারি।

আমার নামে মিথ্যা করিয়া লাগাইতেছে। আমি খেলিতেছিলাম, আমাকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল, আমার হাত টানিয়া লইয়া নিজের কুচে রাখিল এবং নিজেই কাঁচলি ছিঁড়িল। আমাকে নিজেই মাখন খাওয়াইল। আমি কখন তাহার মাখন ঢালিয়া ফেলিয়া দিলাম?

যশোদা তখন গোপীকে বলিতেছেন—

মৈ তুম্হরে মনকী সব জানী।
আপু সবৈ ইতরাতি হৈ দোষণ, দেত শ্যাম কো আনী।
মেরো শ্যাম কহঁ দসহি বরস কো, তুম্হরী জোবন মদ উদমানী।
লাজ নহীঁ আবতি ইন লঙ্গরিনি, কৈসো ধোঁ কহি আবতি বানী।
আপুহি হার তোরি চোলীবন্দ, উর নখঘাত বনাই নিসানী।
কহাঁ কান্হ কী তনুক অঁগুরিয়াঁ, য়হ বার বার কহি পছিতানী।
দেখহু জাই ঔর কাহুকো, হরিপর সবৈ রহত মঁডরাণী।
সূরদাস প্রভু মেরে নান্হো, তুম তরুণী ডোলতি অঠিলানী॥

তোদের মনের কথা আমি সব জানিতে পারিয়াছি। নিজেই হাব-ভাব দেখাইয়া বেড়াস্…আবার আমার কাছে আসিয়া শ্যামের নামে দোষ দিতেছিস্। কোথায় আমার শ্যামের বয়স দশ বৎসর, আর কোথায় তোদের যৌবনের উদ্দামতা? এই দুষ্টাদের কি লজ্জা নাই? কি করিয়া আমার কাছে এই সকল কথা বলে? নিজেই কাঁচলি ও হার ছিঁড়িয়া, নিজেই বক্ষে নখাঘাতের চিহ্ন করিয়াছে। আমার শ্যামের ছোট ছোট আঙ্গুল, তাহার সম্বন্ধে এই সব কথা শুনিলে মনে খেদ হয়। তুই আর কোনো লোক দেখে নিগে যা। তোরা সকলে আমার হরির চারি দিকে ঘুরিয়া বেড়াস্ কেন? আমার কানাই অতি শিশু, তরুণী তোরা, তার জন্য কামে উন্মত্ত হইয়া বেড়াস্ কেন?

তখন একজন গোপী বলিল—

হরি জানত হৈঁ মন্ত্র যন্ত্র, সীখো কহুঁ টোনা।
বন মেঁ তরুন কন্হাই, ঘরহি আবত ছোনা॥
এক দিবস কিন দেখহুঁ, অন্তর রহৌ ছপাই।
দস কো হৈ ধৌঁ বীস কো, নৈননি দেখো জাই॥

হরি কিছু মন্ত্রতন্ত্র জানে, সে কোনোখানে যাদু শিখিয়াছে। কানাই যখন বনে থাকে তখন সে তরুণ, বাড়ী আসিলেই অমনি শিশু। এক দিন কিছু দূরে লুকাইয়া থাকিয়া নিজেই দেখ না কেন। সে দশ বছরের কি কুড়ি বছরের, নিজের চোখেই দেখিতে পাইবে।

পুনঃ পুনঃ গোপালের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসাতে যশোদা ভারি রাগিয়া গিয়া হাতে রজ্জু লইয়া তাঁহাকে বাঁধিবেন বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। বলিতে লাগিলেন যে, একবার গোপালের দেখা পাইলে তাহার কি অবস্থা হইবে তাহা তোমাদিগকে দেখাইব। এমন সময়ে এক গোয়ালিনী হাত ধরিয়া গোপালকে লইয়া আসিল। যশোদা প্রহার করিয়া উদূখলের সহিত তাঁহাকে বাঁধিলেন। তখন গোপীদের মনে বড় দুঃখ হইল। তাহারা গোপালকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিল। তখন যশোদা তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—

জাহু চলী অপনে অপনে ঘর।
তুমহীঁ সব মিলি ঢীঠ করায়ো, অব আয়ী বন্ধন ছোরন বর॥
মোহিঁ অপনে বাবাকী সৌঁ হৈ, কান্হৈ অব ন পতিয়াউঁ।
ভবন জাহু অপনে অপনে সব, লাগত হৌঁ মৈঁ পাউঁ॥
মোকো জিনি বরজো জুবতী কোউ, দেখৌঁ হরি কে খ্যাল।
সূর স্যাম সোঁ কহতি জসোদা, বড়ে নন্দকে লাল॥

তোমরা নিজের নিজের বাড়ি চলিয়া যাও। তোমরা সকলে মিলিয়া শ্যামকে ধৃষ্ট করিয়া এখন তাহাকে জোর করিয়া ছাড়াইতে আসিয়াছ। আমার পিতার দিব্য, আর কখনো কানাইকে বিশ্বাস করিব না। আমি তোমাদের পায়ে পড়ি, তোমরা বাড়ি যাও। হে যুবতীরা, তোমরা কেহ আমাকে বারণ করিও না, আমি দেখি হরি কি করে। শ্যাম, তুমি নন্দের বড় আদুরে ছেলে হইয়াছ।

সকলে চলিয়া গেলে হরি নিজ বন্ধন মোচন করিয়া যমলার্জ্জুন (বৃক্ষ) উৎপাটিত করিয়া নলকুবেরকে শাপমুক্ত করিলেন। কিন্তু বন্ধনাবস্থাতেই আবার সকলে তাঁহাকে দেখিতে পাইল। বৃক্ষ উৎপাটনের মড় মড় শব্দে চমকিত হইয়া নন্দরাণী সেখানে আসিয়া তাঁহার বন্ধন মোচন করিয়া তাঁহাকে কণ্ঠলগ্ন করিলেন। এখন হইতে বলরাম ও গোপবালকদের সহিত কৃষ্ণ গোদোহন শিক্ষা করিতে লাগিলেন এবং গোচারণে যাইতে লাগিলেন। প্রাতে তাঁহাকে জাগান হইতেছে—

জাগহু জাগহু নন্দকুমার।
রবি বহু চঢ়ে রৈনি সব নিঘটী, উঘরে সকল কিঁবার।
বারি বারি জল পিয়ত জসোদা, উঠু মেরে প্রাণ অধার।
ঘর ঘর গোপী দহ্যো বিলোবহিঁ, কর কঙ্কন ঝনকার।
সাঁঝ দুহুন তুম কহ্যো গাই কো, তাতে হোত অবার।
সূরদাস প্রভু উঠে সুনত হী, লীলা অগম অপার॥

"নন্দকুমার, জাগো জাগো। রজনী বিগত হইয়াছে, রবি অনেক দূর উঠিয়াছে, সকলেরই দ্বার মুক্ত হইয়াছে।" (যশোদা পুত্রের বিপদ্ হরণের উদ্দেশ্যে তাঁহার উপর) জল ঘুরাইয়া লইয়া পান করিতেছেন আর বলিতেছেন, "উঠ আমার প্রাণের আধার। প্রতি গৃহে গোপীরা দধি মন্থন করিতেছে, তজ্জন্য মধুর কঙ্কণ-ঝঙ্কার হইতেছে। তুমি কাল সন্ধ্যার সময় বলিয়াছিলে আজ প্রাতে গোদোহন করিবে। তাহাতে যে বিলম্ব হইতেছে।" ইহা শুনিয়া কানাই তৎক্ষণাৎ উঠিলেন। প্রভুর লীলা অপার ও অনধিগম্য।

মাতা-পুত্রের কথোপকথন শুনুন—

আজু মৈ গাই চরাবন জৈহোঁ।
বৃন্দাবনকে ভাঁতি ভাঁতি ফল, অপনে করমেঁ খৈহোঁ॥
ঐসী অবহিঁ কহো জনি বারে, দেখৌ অপনী ভাঁতি।
তনক তনক পাইঁ চলিহৌ কৈসে, আবত হ্বৈ হৈ রাতি॥
প্রাত জাত গৈয়া লৈ চারন, ঘর আবত হ্বৈ হৈ সাঁঝ।
তুম্হরো কমল বদন কুম্হিলৈহৈ, রেঁগত ঘামহিঁ মাঝ॥

তেরী সোঁ মোহিঁ ঘামু ন লাগত, ভূখ নহীঁ কছু নেক।
সূরদাস প্রভু কহ্যো ন মানত, পরে আপনী টেক ॥

আজ আমি গরু চরাইতে যাইব। বৃন্দাবনের নানা প্রকারের ফল নিজ হাতে তুলিয়া তুলিয়া খাইব। (যশোদা বলিতেছেন) এ কথা এখনো বলিয়ো না, বৎস, তোমার নিজের ক্ষমতা বুঝিয়া দেখ। ছোট ছোট পায়ে কেমন করিয়া হাঁটিবে? আসিতে রাত্রি হইবে। সকলে ভোর বেলা গাভী লইয়া গিয়া সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসে। রৌদ্রে বেড়াইতে বেড়াইতে তোমার কমল-মুখ শুকাইয়া যাইবে। (কৃষ্ণ বলিতেছেন) তোমার দিব্য, মা, আমার রৌদ্রে কষ্ট হয় না, একটুও ক্ষুধা লাগিবে না। কৃষ্ণ কথা শুনিবার পাত্র নন্, তিনি নিজের জেদ বজায় রাখিবেনই রাখিবেন।

বন বন ফিরত চারত ধেনু।
শ্যাম হলধর সঙ্গ হৈঁ, বহু গোপ-বালক-সেনু ॥
তৃষিত ভঈ সব জানি মোহন, সখন টেরত বেনু।
বোলি ল্যাবৌ সুরভিগন সব, চলৌ জমুন জল দেনু ॥
সুনত হী সব হাঁকি ল্যায়ে, গাই করি ইক ঠৈন।
হেরি দৈ দৈ গ্বাল বালক, কিয়ে জমুন-তট গৈন ॥

কৃষ্ণ বনে বনে গরু চরাইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহার সঙ্গে হলধর এবং অনেক গোপ-বালক-সেনা আছে। সকলে তৃষিত হইয়াছে জানিয়া সখাগণকে বেণু বাজাইয়া ডাকিলেন এবং তাহাদিগকে বলিলেন সুরভীগণকে যমুনার জল দিবার জন্য ডাকিয়া লইয়া আইস। ইহা শুনিয়াই তাহারা গরু গুলিকে ডাকিয়া একত্র করিল, এবং গান করিতে করিতে যমুনা-তটে গমন করিল।

আজ প্রাতঃকালে গোপবালকেরা অধিক ডাকাডাকি করাতে কৃষ্ণ-বলরাম কিছু না খাইয়াই বনে আসিয়াছেন। অতএব কৃষ্ণ এক গোপবালককে মাতার নিকট জলখাবারের জন্য পাঠাইলেন। যশোদা ব্যস্ত হইয়া সন্ত মাখন, সাঁজো দধি, মিষ্ট ফল এবং ঘৃতপক্ক মিষ্টান্ন গুছাইয়া এক গোয়ালিনীকে দিয়া পাঠাইয়া দিলেন।

আয়ী ছাক বুলায়ে শ্যাম।
য়হ সুনি সখা সবৈ জুরি আয়ে, সুবল সুদামা অরু শ্রীদাম ॥

কমল পত্র দোনা পলাস কে, সব আগে ধরি পরসত জাত।
গ্বাল মণ্ডলী মধ্য শ্যাম ধন, সব মিলি ভোজন রুচিকর খাত॥
ঐসী ভুখ মাঝ ইহ ভোজন, পঠৈ দিয়ো করি জসমতি মাত।
সূর শ্যাম অপনো নহিঁ জেঁবত. গ্বালন কর লৈ লৈ খাত॥

জলখাবার আসিল, শ্যাম সকলকে ডাকিলেন। ইহা শুনিয়া সুবল, সুদাম, শ্রীদাম ইত্যাদি সখাগণ আসিয়া জড় হইল। পদ্মপত্র ও পলাস পাতার দোনা প্রত্যেকের সম্মুখে রাখিয়া কৃষ্ণ পরিবেষণ করিতে লাগিলেন। গোপদের মধ্যস্থলে শ্যামধনকে রাখিয়া সকলে মিলিয়া রুচির সহিত ভোজন করিতে লাগিল। (শ্যাম বলিলেন) আমাদের বড় ক্ষুধার সময় যশোমতী মাতা এই ভোজন সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছেন। শ্যাম নিজের পাত্র হইতে না খাইয়া গোপবালকদের হাত হইতে উচ্ছিষ্ট লইয়া মুখে দিতে লাগিলেন।

চ। শৃঙ্গার রস

(১) সংযোগ শৃঙ্গার

গোচারণ ও গোপীদের চিত্ত-বিকার

কৃষ্ণ বড় হইতে লাগিলেন। গোপীরা তাঁহার রূপে মোহিত হইতে লাগিল। কৃষ্ণ প্রাতঃকালে গোচারণে যান এবং সন্ধ্যার সময় সদলবলে গাভীর পাল লইয়া বন হইতে ফেরেন। গোচারণে যাইবার জন্য প্রাতঃকালে গোপালকে জাগান হইতেছে—

জাগিয়ে গোপাল লাল, প্রগট ভয়ী হংসমাল,
মিট্যো সব অন্ধকাল, উঠৌ জননী মুখ দিখাঈ।
মুকুলিত ভয়ে কমলজাল, গুঞ্জ করত ভৃঙ্গমাল,
প্রফুলিত বন পুহুপ ডাল, কুমুদিনি কুম্‌হিলাঈ॥
ঠাঢ়ে সব সখা দ্বার, কহত নন্দকে কুমার,
টেরত হৈঁ বার বার, আইয়ে কন্‌হাঈ।
গৈয়নি ভয়ী বড়ী বার, ভরি ভরি পৈ থননি ভার,
বছরাগন করৈঁ পুকার, তুম বিনু যদুরাঈ॥

হে গোপাল জাগ; হংসগণ দেখা দিয়াছে, অন্ধকার দূর হইয়াছে, উঠিয়া জননীকে তোমার শ্রীমুখ দেখাও। কমল সকল ফুটিয়াছে, ভৃঙ্গের দল গুঞ্জন করিতেছে, বৃক্ষশাখায় পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে এবং কুমুদিনী ম্লান হইয়াছে। তোমার সখারা সকলে দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তোমাকে নন্দকুমার সম্বোধন করিয়া বারবার "কানাই আইস" বলিয়া ডাকিতেছে। বিলম্ব হওয়াতে, গাভীগণ ব্যস্ত হইয়াছে, তাহাদের পালান দুগ্ধে পূর্ণ হওয়াতে ভারী হইয়াছে, তোমার অভাবে, হে যদুরাজ, বৎসগণ ডাকিতেছে।

গোপীদিগের অনুরাগের প্রবলতা

গোপালকে দেখিয়া ব্রজবালাদের কিরূপ চিত্ত-বিকার হইয়াছিল দেখুন—

মেরে হিয়রে মাঝ লগৈ মনমোহন, লৈ গয়ো মন চোরী।
অবহীঁ ইহি মারগ হেব নিকসে, ছবি নিরখত তৃণ তোরী॥
মোর মুকুট শ্রবনন মনিকুণ্ডল, উর বনমালা পীত পিছোরী।
দসন চমক অধরণ অরুনাঈ, দেখত পরী ঠগোরী॥
ব্রজ লরিকন সঁগ খেলত ডোলত, হাথ লিয়ে ফিরত চকডোরী।
সূর শ্যাম চিতবত গয়ে মোতন, তন মন লিয়ে অজোরী॥

মনোমোহন আমার হৃদয় অধিকার করিয়াছেন। তিনি আমার মন চুরি করিয়া লইয়াছেন। তিনি এখনই এই পথ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার শোভা দেখিয়া মন মোহিত হয়। চূড়ায় তাঁহার শিখিপক্ষ আছে, কর্ণে তাঁহার কুণ্ডল, বক্ষে তাঁহার বনমালা, পৃষ্ঠে তাঁহার পীত আবরণ। তাঁহার দশনের ঔজ্জ্বল্য ও অধরের অরুণতা দেখিলে অবশ হইতে হয়। তিনি লাটিম হস্তে লইয়া ব্রজ বালকদের সহিত খেলিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি আমার দিকে চাহিতে চাহিতে গিয়াছেন, যাইবার সময় আমার দেহ-মন নিঃশেষিত করিয়া লইয়া গিয়াছেন।

আর একটী পদ শুনুন—

নটবর ভেষ কাছে শ্যাম।
পদকমল নখ ইন্দু সোভা, ধ্যান পূরন কাম॥
জানু জঙ্ঘ সুঘটনি করভা, নাহিঁ রম্ভা তূল।
পীত পট কাছনী মানহুঁ, জলজ কেসর ঝূল॥

কনক ছুদ্রাবলী পঙ্গতি, নাভি কটিকে ভীর।
মনহুঁ হংস রসাল পঙ্গতি, রহে হৈ হ্রদতীর ॥
ঝলক রোমাবলী সোভা, গ্রীব মোতিন হার।
মনহুঁ গঙ্গা বীচ যমুনা, চলী মিলি ত্রয়ধার ॥
বাহু দণ্ড বিসাল তট দোউ. অঙ্গ চন্দন রেনু।
তীর তরু বনমাল কী ছবি, ব্রজ যুবতী সুখ দেনু ॥
চিবুক পর অধরনি দসন দ্যুতি, বিম্ব বীজু লগাই।
নাসিকা সুক নৈন খঞ্জন, কহত কবি সরমাই ॥
স্রবন কুণ্ডল কোটি রবি ছবি, ভ্রকুটি কাম কোদণ্ড।
সূর প্রভু হৈঁ নীপকে তর, সির ধরে শ্রীখণ্ড ॥

শ্যাম নটবর-বেশ ধারণ করিয়াছেন। পদকমলের নখের শোভা ইন্দুর ন্যায়। যে ইঁহার ধ্যান করে তাহার সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হয়। জানু ও জঙ্ঘা করভের ন্যায় সুগঠিত এবং রম্ভাকেও পরাজিত করে। কমল-কেশরের ঝালরের ন্যায় পীত বস্ত্র ধারণ করিয়াছেন। মধ্যস্থলে অবস্থিত কনক-ঘুন্টিকাবলী দেখিয়া বোধ হয় যেন হংসের সুন্দর পংক্তি (নাভি-) সরোবরের তীরে বিচরণ করিতেছে। রোমাবলীর উপর গ্রীবার মুক্তাহার পড়াতে বোধ হইতেছে যেন গঙ্গার ধারার মধ্যে যমুনার ধারা প্রবেশ করাতে তিনটী ধারা প্রবাহিত হইতেছে। বিশাল বাহুদণ্ড দুইটী যেন এই নদীর দুইটী তীর। বনমালার শোভা তীরস্থ তরুরাজির শোভার ন্যায়। এই শোভা ব্রজ-যুবতীদের সুখদায়ক। চিবুকের উপর অধর ও দশনের দ্যুতি দেখিয়া বোধ হয় যেন বিম্ব ফলের উপর বিদ্যুচ্ছটা পড়িয়াছে। নাসিকা শুকপক্ষীর ন্যায় এবং ভ্রূকুটী যেন কামের কোদণ্ড। শ্যাম ময়ূরপুচ্ছের চূড়া ধারণ করিয়া কদম্বতলে দণ্ডায়মান।

গোপীরা কৃষ্ণের প্রেমে এতই বিহ্বল হইয়া উঠিল যে তাহারা কৃষ্ণ ভিন্ন আর কিছুই ভাবিত না। কোন দ্রব্যের নাম লইতে হইলে তাহা ভুলিয়া গিয়া, তাহার নাম কৃষ্ণ বা গোপাল বলিয়া ফেলিত।

গ্বালিনি প্রগট্যো পূরন নেহু।
দধিভাজন সির পর ধরে, কহতি গুপালহিঁ লেহু ॥
বন বীথিন নিজ পুর গলী, জহীঁ তহীঁ হরি নাউঁ।
সমুঝাঈ সমুঝত নহীঁ, সিখ দৈ বিথক্যো গাউঁ ॥

কৌন সুনৈ কাকে স্রবন কাকী সুরতি সকোচ।
কৌন নিডর ডর আপুকো, কো উত্তম কো পোচ ॥
প্রেম পিয়ে বর বারুণী, বলকত কল ন সঁভার।
পগ ডগ মগ জিত তিত ধরতি, মুকুলিত অকল লিলার ॥
মন্দির মেঁ দীপক দিয়ে, বাহর লখে ন কোই।
তিন্‌হে প্রেম পরগট ভয়ে, গুপ্ত কৌন পৈ হোই ॥
লজ্জা তরল তরঙ্গিণী গুরুজন গহরী ধার।
দুহুঁ কূল তরুণী মিলী, তিহি তরত ন লাগী বার ॥
বিধি ভাজন ওছো রচ্যো, সোভা সিন্ধু অপার।
উলটি মগন তামেঁ ভয়ী, তব কৌন নিকাসনহার ॥
জৈসে সরিতা সিন্ধুমেঁ মিলী জু কূল বিদারি।
নাম মিট্যো সলিলৈ ভয়ী তব কৌন নিবেরৈ বারি ॥
চিত অকর্ষ্যো নন্দসুত মুরলী মধুর বজাই।
জিহি লজ্জা জগ লজ্জিয়ো সো লজ্জা গয়ী লজাই ॥
প্রেম মগন গ্বালিনি ভয়ী সূর সুপ্রভুকে সঙ্গ।
নৈন বৈন মুখ নাসিকা জ্যোঁ কেচুলি তজৈ ভুজঙ্গ ॥

গোয়ালিনীরা পূর্ণস্নেহ প্রকাশ করিল। (পাড়ায় পাড়ায় দধি বিক্রয় করিবার সময়) মাথার উপর দধি-ভাজন রাখিয়া চীৎকার করিয়া হাঁকিতে লাগিল "গোপাল নেবে গো"। ব্রজপথে ও প্রত্যেকের নিজ নিজ গ্রামের গলিতে ক্রমাগত হরিনাম শুনা যাইতে লাগিল। তাহারা বুঝাইলেও বুঝে না, গ্রামের লোকেরা তাহাদিগকে উপদেশ দিতে দিতে হারিয়া গেল, কাহার কথা কে শুনে? কাহাকে মনে করিয়া তাহাদের সঙ্কোচ? যে নির্ভয় তাহার ভয় কোথায়? তাহাদের মধ্যে কেইবা উত্তম, কেইবা অধম? প্রেমের তীব্র মদিরা পান করিয়া গোপীরা যাহা-তাহা বকিতে লাগিল, বুদ্ধি ঠিক রাখিতে অপারগ হইল। তাহাদের পা যেখানে-সেখানে পড়িতে লাগিল, তাহাদের তরুণ মস্তিষ্ক ধৈর্য্যধারণে অসমর্থ হইল। ঘরের মধ্যে প্রদীপ রাখিলে বাহিরে কি হইতেছে বোঝা যায় না, কিন্তু বাহির হইতে সব বোঝা যায়, সেইরূপ গোপীদের অন্তরে প্রেমের যে আলোক জ্বলিয়াছিল, তাহা গুপ্ত থাকিবে কি করিয়া? তাহাদের পক্ষে লজ্জা হইয়াছিল তরল তরঙ্গিণী এবং গুরুজন সেই তরঙ্গিণীর

গভীর ধারা। কিন্তু তাহাদের দুই কূলেরই (ইহলোকের ও পরলোকের) তরণী (কাণ্ডারী) মিলিয়াছে। সেই জন্য তীব্র ধারা পার হইতে বিলম্ব হইল না। শ্যামের সৌন্দর্য্য হইয়াছিল অপার সিন্ধু। কিন্তু বিধি সেই সমুদ্র পার হইবার আধারস্বরূপ গোপীকে অতি সামান্য করিয়া গড়িয়াছেন। সেই হেতু সেই আধার উল্‌টাইয়া গিয়া সেই সাগরে নিমগ্ন হইল, কে তাহার উদ্ধারকর্ত্তা? যখন নদী কূল ভাঙ্গিয়া সাগরে মিশায় তখন আর তাহার নদী নাম থাকে না। যখন সমস্তই জল হইয়া যায়, তখন কে সেই নদীকে পৃথক্ করিতে পারে? নন্দসুত মধুর মুরলী বাজাইয়া গোপীদের চিত্ত হরণ করিয়াছেন। যে লজ্জা জগৎকে লজ্জিত করে সে নিজেই লজ্জিত হইয়া পালাইয়াছে। গোয়ালিনী কৃষ্ণপ্রেমে মগ্ন হইয়াছে; নয়ন, বদন, মুখ, নাসিকা পর্য্যন্ত তাহাতে ডুবিয়াছে, অর্থাৎ সমস্তই বিসর্জ্জন দিয়াছে, যেমন সাপ খোলোস ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় (এবং তাহার দিকে ফিরিয়াও তাকায় না)।

শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি

ইহার উপর শ্রীকৃষ্ণের মধুর বংশীধ্বনি গোপবালাগণকে একেবারে পাগল করিয়া তুলিল—

> যব হী বন মুরলী স্রবন পরী।
> চক্রিত ভয়ীঁ গোপকন্যা সব, ধাম কাম বিসরী॥
> কুল মরজাদ বেদ কী আজ্ঞা, নেকহু নহীঁ ডরী।
> স্যাম সিন্ধু সরিতা ললনাগণ, জলকী ঢরনি ঢরী॥
> সুত পতি নেহ ভবনজন সঙ্কা, লজ্জা নহীঁ করী।
> সূরদাস প্রভু মন হরি লীন্‌হো, নাগর নবল হরী॥

যখনই বনে মুরলী বাজিতেছে শুনা গেল, তখনই গোপকন্যারা চকিত হইল এবং গৃহকর্ম্ম বিস্মৃত হইল। তাহারা কুলমর্য্যাদার ও বেদাজ্ঞার একটুও ভয় করিল না। নদীর ন্যায় ব্রজললনাগণ কোনো রোধ না মানিয়া শ্যাম-সিন্ধুর দিকে ধাবিত হইল। তাহারা পতিপুত্রের স্নেহ এবং আত্মীয়-স্বজনের ভয় বিসর্জ্জন দিয়া লজ্জা ত্যাগ করিল। নব নাগর হরি তাহাদের মন হরণ করিয়া লইয়াছেন।

যখন ভগবানের প্রতি যথার্থ প্রেম উৎপন্ন হয়, তখন তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য মানুষ সব ত্যাগ করে।

গোপীদের চীর-হরণ

ইহার পর ব্রজবালাগণ শ্রীকৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার নিমিত্ত মহাদেবের ও সূর্য্যদেবের আরাধনা করিতে লাগিল। ব্রত ধারণ করিয়া তাহারা নিষ্ঠার সহিত থাকিতে লাগিল। শীতাতপ গ্রাহ্য না করিয়া তাহারা প্রত্যেক ঋতুর উপযোগী তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। কঠোর তপ-বশতঃ তাহাদের শরীর কৃশ হইয়া গেল। তাঁহার জন্য তাহাদের দারুণ আকাঙ্ক্ষা জানিয়া কৃষ্ণ তাহাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া, যখন তাহারা উলঙ্গ অবস্থায় যমুনায় অবগাহন করিতেছিল, সেই সময় জলের ভিতর তাহাদের প্রত্যেকের পৃষ্ঠদেশ মার্জ্জনা করিয়া দিতে লাগিলেন। ইহাতে গোপবালিকারা বুঝিল যে তাহাদের ব্রত পূর্ণ হইয়াছে।

ইহার পর শ্রীকৃষ্ণ চীর-হরণ-লীলা করিলেন। ভগবানের সমক্ষে আবার নগ্নতা কি ?

সংযোগ-শৃঙ্গার

রাধাকৃষ্ণ

বাঙ্গলা বৈষ্ণব পদাবলীতে রাধাকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাৎকারের বহুকাল পূর্ব্বে উভয়ের প্রতি উভয়ের অনুরাগের অনেক বর্ণনা আছে। ইহাকে পূর্ব্বরাগ বলা হইয়া থাকে। কিন্তু সূরদাসের কাব্যে রাধা বা কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের বণনা নাই। রাধা ও কৃষ্ণের সাক্ষাৎকার হঠাৎ ঘটিয়াছিল এবং সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তাঁহাদের মধ্যে প্রেমের সঞ্চার হইয়াছিল। বৃষভানুনন্দিনী কুমারী রাধা পিতৃগৃহে থাকিতেন এবং কৃষ্ণের সহিত প্রথম সাক্ষাতের সময় বাল্য ও যৌবনের সন্ধিস্থলে উপনীতা। কৃষ্ণ বালক, তাঁহার বয়সের গণনা করিয়া লাভ নাই, কারণ তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। তাহা যদি না হইতেন, তাহা হইলে শিশু অবস্থাতেই নানা অসুর-বিনাশ এবং নানা অলৌকিক কার্য্য করিতে সমর্থ হইতেন না। উভয়ের মাতাপিতা উভয়ের সহিত উভয়ের নির্জ্জনে একত্র অবস্থান সম্বন্ধে

উদাসীন ছিলেন। ইহাতে তাঁহারা যৌবনোচিত লালসা চরিতার্থ করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন।

খেলন হরি নিকসে ব্রজ খোরী।
কটি কাছনী পীতাম্বর ওঢ়ে, হাথ লিয়ে ভৌঁরা চকডোরী।
মোর মুকুট কুণ্ডল শ্রবনন বর, দসন দমক দামিনি ছবি থোরী।
গয়ে শ্যাম রবিতনয়াকে তট, অঙ্গ লসতি চন্দন কী খোরী।
ঔচক হী দেখি তহাঁ রাধা, নয়ন বিসাল ভাল দিয়ে রোরী।
নীল বসন ফরিয়া কটি পহিরে, বেণী পীঠি রুচির ঝক ঝোরী।
সঙ্গ লরিকিনী চলি ইত আবতি, দিন থোরী অতি ছবি জন গোরী।
সূর শ্যাম দেখত হী রীঝে, নৈন নৈন মিলি পরী ঠগোরী॥

হরি ব্রজের গলিতে খেলিতে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার কটিদেশে ও পৃষ্ঠে পীত বস্ত্র এবং হস্তে লাটিম। তাঁহার শিরে শিখিপুচ্ছের চূড়া এবং শ্রবণে সুন্দর কুণ্ডল। তাঁহার দশনের দ্যুতির নিকট দামিনীর দ্যুতিও অতি সামান্য। তাঁহার অঙ্গে চন্দনের ছাপ শোভা পাইতেছে। শ্যাম যমুনাতীরে গমন করিলেন এবং হঠাৎ সেখানে রাধাকে দেখিলেন। রাধার নয়ন বিশাল এবং ললাটে রুলীর বিন্দু। নীল বসনের ঘাঘরা কটিদেশে আবদ্ধ, পৃষ্ঠে লহরি-বিশিষ্ট কেশের রুচির বেণী দোদুল্যমান। তিনি বালিকাগণে পরিবেষ্টিত হইয়া এই দিকে আসিতেছেন। অল্প বয়সে তাঁহার গৌরবর্ণের কি শোভাই হইয়াছে! শ্যাম তাঁহাকে দেখিয়াই হর্ষান্বিত হইলেন। পরস্পরে চোখের মিলনে তাঁহারা বিহ্বল হইলেন।

কৃষ্ণ তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন এবং রাধা উত্তর দিলেন—

বূঝত শ্যাম কৌন তূ গোরী?
কহাঁ রহতি কাকী হৈ বেটী, দেখী নহীঁ কহুঁ ব্রজখোরী।
কাহেকো হম ব্রজতন আবতি, খেলতি রহতি অপনী পৌরী।
সুনতি রহতি শ্রবননি নঁদ ঢোটা, করত রহত মাখন দধি চোরী।
তুম্হরো কহা চোরি হম লৈহেঁ, খেলন চলৌ সঙ্গ মিলি জোরী।
সূরদাস প্রভু রসিক সিরোমনি, বাতন ভুরই রাধিকা ভোরী॥

শ্যাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "হে গৌরাঙ্গি, তুমি কে? তুমি কোথায় থাক এবং তুমি কাহার কন্যা? তোমাকে তো কখনো ব্রজের পথে-ঘাটে দেখি

নাই।" (রাধা বলিলেন) "আমি ব্রজে কি জন্য যাইতে গেলাম ? আমি নিজ বাটীর সদর দরজায় খেলা করি। আমি কানে শুনিতে পাই যে নন্দনন্দন মাখম ও দধি চুরি করে।" (শ্যাম বলিলেন) "আমি তোমার আর কি চুরি করিব ? চল আমরা সকলে মিলিয়া খেলা করি গিয়া।" রসিকশিরোমণি শ্যাম সরলা রাধিকাকে কথায় ভুলাইলেন।

প্রথম নেহ দুহুন মন জান্যো।
সৈন সৈন কীনী সব বাতৈঁ, গুপ্ত প্রীতি সিসুতা প্রগটান্যো॥
খেলন কবহুঁ হমারে আবহু, নন্দ সদন ব্রজ গাঁউ।
দ্বারে আই টেরি মোহি লীজো, কান্‌হ হৈ মেরো নাঁউ॥

উভয়ের মন প্রথম স্নেহ অনুভব করিল। নয়নের ইঙ্গিতে সব কথা হইল। শৈশবেই গুপ্ত (অন্তরের) প্রীতি প্রকাশ পাইল। কৃষ্ণ বলিলেন, "কখনো কখনো ব্রজগ্রামে নন্দালয়ে আমার সহিত খেলা করিতে আসিও। আমার নাম কানাই। আমাদের দ্বারে আসিয়া আমাকে ডাকিয়া লইও।"

সৈননি নাগরী সমুঝাঈ।
খরিক আবহু দোহনী লৈ, ইহৈ মিস্ ছল পাঈ।
গাই গনতি করন জৈহৈঁ, মোহি লৈ নন্দরাঈ।
বোলি বচন প্রমান কীনে, দুহুন আতুরতাঈ।
কনক বদন সুচার সুন্দরি, সকুচি মুখ মুসুকাঈ।
স্যাম প্যারী নৈন রাচে, অতি বিসাল চলাঈ।
গুপ্ত প্রীতি জু প্রগট কীন্‌হো, হৃদয় দুহুন ছিপাঈ।
সূর প্রভুকে বচন সুনি সুনি, রহী কুঁবরি লজাঈ॥

কানাই ইঙ্গিতে রাধিকাকে বলিলেন, "গাই দুহিবার ছলে দোহন-পাত্র লইয়া বাথানে আসিও। নন্দরাজা সেখানে গাভী গণনা করিতে আসিবেন। আমিও তাঁহার সঙ্গে আসিব।" কথা দ্বারা উভয়ে নিজ নিজ আতুরতা প্রমাণ করিলেন। কনকবদনী সুগঠিতা সুন্দরী সঙ্কুচিতা হইয়া মৃদু হাস্য করিলেন। শ্যাম-প্রিয়া তাঁহার প্রেম-মোহিত বিশাল চক্ষুর কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন। হৃদয়ের যে গুপ্ত প্রেম উভয়ে প্রকাশ করিলেন, তাহা তাঁহারা হৃদয়ে লুকাইয়া রাখিলেন। গোপালের কথা শুনিয়া কুমারী সলজ্জভাবে থাকিলেন।

নাগরি মনহিঁ গয়ী অরুঝাই।
অতি বিরহ তনু ভয়ী ব্যাকুল, ঘর ন নেক সুহাই।
স্যাম সুন্দর মদন মোহন, মোহনী সী লাই।
চিত্ত চঞ্চল কুবঁরি রাধা, খান পান ভুলাই।
কবহুঁ বিলপতি, কবহুঁ বিহঁসতি, সকুচি বহুরি লজাই।
মাত পিতুকো বাস মানতি, মন বিনা ভয়ী বাই।
জননি সোঁ দোহনী মাঁগতি, বেগি দে রী মাই।
সূর প্রভুকো খরিক মিলিহৌঁ, গয়ে মোহিঁ বোলাই॥

নাগরী রাধা (প্রেমপাশে) আবদ্ধ হইলেন। অতি বিরহে ব্যাকুল হওয়াতে, ঘর একটুও ভাল লাগে না। তিনি যেন শ্যামসুন্দর মদনমোহনের মোহিনী মন্ত্রের অধীন হইয়াছেন। চিত্ত সদাই চঞ্চল থাকাতে কুমারী রাধা পান ভোজন পর্য্যন্ত ভুলিয়া গিয়াছেন। তিনি কখনো বিলাপ করেন, কখনো হাসেন, আবার কখনো সঙ্কুচিত ও লজ্জিত হন। তিনি মাতাপিতার ভয়ে শশব্যস্ত। তিনি মন হারাইয়া বায়ুগ্রস্ত হইয়াছেন। জননীর নিকট দোহন-পাত্র চাহিলেন এবং বলিলেন, "শীঘ্র দাও। আমি বাথানে গোপালের সহিত সাক্ষাৎ করিব, তিনি আমাকে যাইতে বলিয়াছেন।"

সোচতি চলী কুবঁরি ঘর হী তে, খরিকা গই সমুহাই।
কব দেখোঁ বহ মোহন মূরতি, জিন মন লিয়ো চুরাই॥
দেখী জাই তহাঁ হরি নাহীঁ, চকৃতি ভয়ী সুকুমারি।
কবহুঁ ইত কবহুঁ উত ডোলত, লাগী প্রীতি খুমারি॥
লিয়ে আবত হরি দেখে, তব পায়ো বিশ্রাম।
সূরদাস প্রভু অন্তর্যামী, কীন্হো পূরন কাম॥

কুমারী ব্যস্ত হইয়া বাথানে যাইতে লাগিলেন এবং যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, "যে আমার মন চুরি করিয়া লইয়াছে, তাহার মোহন মূর্ত্তি কখন দেখিব!" বাথানে পৌঁছিয়া সেখানে হরি নাই দেখিয়া তিনি চকিত হইলেন। প্রেমের মাদকতায় তিনি কখনো এদিকে, কখনো ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। যখন দেখিলেন যে নন্দ হরিকে লইয়া আসিতেছেন, তখন তাঁহার মন শান্তি পাইল। হরি অন্তর্য্যামী, তিনি রাধার মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন।

নন্দ গয়ে খরিকৈ হরি লীন্হে।
দেখি তহাঁ রাধিকা ঠাঢ়ী, স্যাম বুলাই লয়ী তহঁ চীন্হে॥
মহর কহ্যো খেলহু তুম দোউ, দূরি কহুঁ জনি জৈহো।
গনতী করত গ্বাল গৈয়ন কী, মুহি নিয়রে তুম রহিয়ো॥
সুনু বেটী বৃষভানু মহর কী, কান্হহি লিয়ে খিলাই।
সূর স্যাম কো দেখে রহিহৌ, মারে জনি কোউ গাই॥

নন্দ হরিকে গোশালায় লইয়া গেলেন। সেখানে রাধিকা দাঁড়াইয়া আছেন দেখিয়া শ্যাম তাঁহাকে ডাকিয়া আনিলেন এবং নন্দ তাঁহার পরিচয় পাইলেন। নন্দ বলিলেন, "তোমরা দু'জনে খেলা কর, যেন দূরে যাইও না। গোয়ালারা গাভী গণনা করিতেছে; তোমরা নিকটেই থাকিও; শুন, বাছা বৃষভানু কুমারী, কানাইকে খেলায় নিযুক্ত রাখিও, দেখিও গরুতে যেন তাহাকে মারে না।"

কৃষ্ণকে রাধা বলিতেছেন—

নন্দ বাবাকী বাত সুনৌ হরি।
মোহিঁ ছাঁড়িকৈ কবহুঁ জাহুগে, ল্যাউঁগী তুমকো ধরি॥
ভলী ভয়ী তুম্হে সৌঁপি গয়ে মোহিঁ, জান ন দেহোঁ তুমকো।
বাঁহ তুম্হারী নেকু ন ছড়িহৌঁ, মহরি খীজিহৈঁ হমকো॥

নন্দ মহাশয়ের কথা শুনিলে, হরি? যদি কখনো আমাকে ছাড়িয়া যাও তাহা হইলে আমি তোমাকে ধরিয়া আনিব। ভালই হইয়াছে যে তোমাকে আমার হাতে সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, আমি তোমাকে কোথাও যাইতে দিব না এবং একটুও তোমার হাত ছাড়িব না। (নন্দ মহাশয় যদি জানিতে পারেন যে আমি তোমাকে দেখি নাই তাহা হইলে) তিনি আমার উপর রাগ করিবেন।

বাতন মে লই রাধা লাই।
চলহু জৈয়ে বিপিন বৃন্দা, কহত স্যাম বুঝাই।
জব জহাঁ তন ভেষ ধারৌঁ, তহাঁ তুম হিত জাই।
নেকহু নহিঁ করৌঁ অন্তর, নিগম ভেদ ন পাই।
তুব পরশি তন তাপ মেটৌঁ, কাম দ্বন্দ বহাই।
চতুর নাগরি হঁসি রহি সুনি, চন্দ্র বদন নবাই॥

শ্যাম কথায় কথায় রাধাকে লইয়া আসিলেন, বলিলেন, "চল বৃন্দাবনে যাই। আমি যখন যেখানে যে রূপ ধারণ করি, তাহা কেবল তোমারই জন্য। তোমাকে একটুও দূরে রাখি না। বেদও এ রহস্য জানিতে পারে নাই। তোমাকে স্পর্শ করিয়া এবং কামদ্বন্দ্ব প্রবাহিত করিয়া আমি দেহের তাপ বিদূরিত করি।" ইহা শুনিয়া চতুরা নাগরী হাসিতে হাসিতে চন্দ্রবদন নত করিলেন।

এমন সময়ে—

গগন গরজি ঘহরাই, জুরী ঘটা কারী।
পৌন ঝকঝোর, চপলা চমকি চহুঁ ওর, সুবন তন চিতৈ, নন্দ ডরত ভারী।
কহ্যো বৃষভানু কী, কুঁবরি সোঁ বোলিকৈ, রাধিকা কান্‌হ ঘর লিয়ে জা রী।
দোউ ঘর জাহু সঙ্গ, নভ ভয়ো শ্যাম রঙ্গ, কুঁবর গহ্যো বৃষভান বারী।
গয়ে বনঘন ওর, নবল নন্দ কিশোর, নবল রাধা নয়ে কুঞ্জ ভারী।
অঙ্গ পুলকিত ভয়ে, মদন তিন তন জয়ে, সূর প্রভু শ্যাম শ্যামা-বিহারী॥

* গগনে কাল মেঘের ঘটা হইয়াছে। আকাশ গর্জ্জন করিয়া যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। বাতাস ঝাপ্‌টা মারিতেছে। চপলা চারিদিকে চমকিত হইতেছে। পুত্রের শরীরের দিকে তাকাইয়া নন্দ বড় ভীত হইতেছেন। তিনি বৃষভানুকুমারীকে বলিলেন, "তুমি কানাইকে গৃহে লইয়া যাও। দু'জনে একসঙ্গে বাড়ী যাও। আকাশ কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে।" বৃষভানুবালা কুমারকে গ্রহণ করিলেন। নবীন নন্দকিশোর নবীনা রাধাকে লইয়া গহন বন-মধ্যস্থ এক নূতন বৃহৎ কুঞ্জের দিকে গমন করিলেন। তাঁহাদের অঙ্গে পুলক উৎপন্ন হইল, এবং শ্যামা ও শ্যামাবিহারীর দেহকে মদন জয় করিল।

আজু নঁদনন্দন রঙ্গ ভরে।
বিবি লোচন সুবিসাল দোউনকে, চিতবত চিত্ত হরে।

* জয়দেবের গীতগোবিন্দের মঙ্গলাচরণ শ্লোকের তুলনা করুন—

মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈ-
র্নক্তং ভীরুরয়ং ত্বমেব তদিমম্ রাধে গৃহং প্রাপয়।
ইত্থং নন্দনিদেশতশ্চলিতয়োঃ প্রত্যধ্বকুঞ্জদ্রুমং
রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃ কেলয়ঃ॥

ভামিনী মিলে পরম সুখ পায়ো, মঙ্গল প্রথম করে।
কর সোঁ করজ কর্য্যো কঞ্চন জ্যৌঁ, অম্বুজ উরজ ধরে।
আলিঙ্গন দৈ অধর পান কর, খঞ্জন খঞ্জ লরে।
হঠ করি মান কিয়ো নব ভামিনি, তব গহি পাইঁ পরে।
লৈ গয়ে পুলিন মধ্য কালিন্দী, রসবস অনঙ্গ অরে।
পুহুপ মঞ্জরী মুক্তনি মালা, অঙ্গ অনুরাগ ভরে।
সুরতি নাদ মুখবেনু সুধা সুনি, তাপ অনতপ জো টরে॥

আজি নন্দনন্দন আনন্দে পরিপূর্ণ। উভয়ের সুবিশাল লোচনের কটাক্ষ উভয়ের চিত্তকে হরণ করিতেছে। ভামিনীর সহিত মিলিত হইয়া হরি পরম সুখ পাইলেন এবং কামের প্রথম মঙ্গলাচরণ করিলেন। করের অঙ্গুলী-দ্বারা কনক-স্তন-কমল ধারণ করিলেন, এবং আলিঙ্গন দিয়া অধর পান করিবার সময় নয়নের সহিত নয়নের সমর চলিতে লাগিল। একবার ভামিনী হঠাৎ ক্রোধ করিয়া মানিনী হইলেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহার চরণ ধারণ করিলেন। তাঁহাকে যমুনা-পুলিনে লইয়া গেলেন, তথায় রসবশতঃ অনঙ্গে আবদ্ধ হইলেন। পুষ্পের মঞ্জরী, মুক্তার মালা অঙ্গের অনুরাগ বর্দ্ধিত করিতেছিল। সুরতের ধ্বনি এবং মুখ-বেণুর মধুর নিঃস্বন শুনিলে যে নিষ্কাম তপস্বী তাহারও মন চঞ্চল হয়।

নবল গুপাল নবেলী রাধা, নয়ে প্রেমরস পাগে।
নব তরুবর বিহার দোউ ক্রীড়ত, আপু আপু অনুরাগে॥
সোভিত সিথিল বসন মনমোহন, সুখবত সুখকে বাগে।
মানহুঁ বুঝী মদনকী জ্বালা, বহুরি প্রজারন লাগে॥
কবহুঁক বৈঠি অংশ ভুজ ধরিকৈ, পীক কপোলনি দাগে।
অতি রস রাসি লুটাবত লূটত, লালচ লগে সভাগে॥
মানহুঁ সূর কলপদ্রুম কী নিধি, লৈ উতরী ফল আগে।
নহিঁ ছুটতি রতি রুচির ভামিনী, তা সুখ মেঁ দোউ পাগে॥

নবীন গোপাল ও নবীনা রাধা নূতন প্রেম রসের পাকে পরিপক্ক হইতেছেন। তাঁহারা উভয়ে নূতন তরুকুঞ্জে স্ব স্ব অনুরাগে ক্রীড়া করিতেছেন। মনোমোহন শিথিল বসনে শোভিত এবং সুখ-রশ্মির অধীন হইয়া আনন্দ করিতেছেন, যেন নির্ব্বাপিত মদনের জ্বালা আবার তাঁহাকে দগ্ধ করিতেছে। কখনো রাধিকা

শ্যামের ক্রোড়ে বসিয়া, তাঁহার কণ্ঠে বাহু বেষ্টন করিয়া, হাসিয়া গণ্ডদেশ (তাম্বূলরাগে) অঙ্কিত করিতেছেন, এবং কখনো বা লালসার রস-রাশি লুটিতেছেন ও লুটাইতেছেন, যেন তিনি ফল সম্মুখে করিয়া কল্পদ্রুমের সম্পত্তি লইয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। সুন্দরী ভামিনীর রতি শেষ হইতেছে না, উভয়ে সেই সুখে নিমজ্জিত রহিয়াছেন।

নন্দগৃহে রাধার আগমন ও পরিচয়

খেলন মিস কুঁবরি রাধিকা, নন্দ মহরকে আঈ।
সকুচ সহিত মধুরে করি বোলী, ঘর হৌ কুঁবর কন্হাঈ॥
সুনত কান্হ কোকিল সম বাণী, নিকসে অতি অতুরাঈ।
মৈয়া রী তূ ইনকো চীন্হতি, বারম্বার বতাঈ॥
জমুনা তীর কাল্হি মৈঁ ভুল্যো, বাঁহ পকরি লৈ আঈ।
আবতি য়হাঁ তোহিঁ সকুচতি হৈ, মৈঁ দৈ সৌঁহ বুলাঈ॥

খেলিবার ছলে কুমারী রাধিকা নন্দের ভবনে আসিলেন। সসঙ্কোচে মধুর স্বরে বলিলেন, "কুমার কানাই কি বাড়ীতে আছেন?" কোকিলের ন্যায় স্বর শুনিয়া কানাই ব্যগ্র হইয়া বাহিরে আসিলেন। (গোপাল মাকে বলিলেন) "মা, তুমি ইহাকে চেন?" এই কথা বারংবার বলিতে লাগিলেন। "কাল যমুনা-তীরে আমি যখন হারাইয়া গিয়াছিলাম, আমার হাত ধরিয়া এ আমাকে বাটী লইয়া আসিয়াছিল। তোমাকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হইয়া এখানে আসিতে চাহে নাই, আমি দিব্য দিয়া ইহাকে আসিতে বলিয়াছি।

দেখি মহরি মনহীঁ জু সিহানী।
বোলি লয়ী বূঝতি নঁদরাণী, কুঁবর মধুরে মধুবাণী॥
ব্রজ মেঁ তোহিঁ নহিঁ দেখী, কৌন গাউঁ হৈ তেরো।
ভলী করী কান্হহি গহি ল্যায়ী, ভূল্যো হত সুত মেরো॥
নামু কহা হৈ তেরো প্যারী?
বেটী কৌন মহর কী হৈ তূ, কহি সু কৌন তেরী মহতারী?
ধন্য কোখ জিন তুমকো রাখ্যো, ধন্য ঘরী জিহি তূ অবতারী।
ধন্য পিতা মাতা বনি তেরো, ছবি নিরখতি হরি কী মহতারী॥

মৈঁ বেটী বৃষভানু মহর কী, মৈয়া তুমকো জানতি।
জমুনাতট বহুবার মিলন ভয়ো, তুম নাহিন পহিচানতি ॥
ঐসী কহী বাকো মৈ জানতি, বৈ তো বড়ী ছিনারী।
মহর বড়ো লঙ্গর বহু দিন কো, হঁসত দেত মুখ গারী ॥
রাধা বোলি উঠি বাবা তুম সে, কছু কভি ঢীঠী কীনী ?
ঐসে সমরথ কব মৈঁ দেখে, হাঁসি প্যারী উর লীনী ॥
মহরি কুঁবরি সোঁ যহ করি ভাষতি, আউ করোঁ তেরী চোটী।
সুরদাস হরষী নঁদরাণী, কহতি মহরি হম জোটী ॥

রাধাকে দেখিয়া নন্দরাণী মনে মনে তাহার প্রশংসা করিলেন। কুমারীকে আপনার নিকট ডাকিয়া লইয়া মিষ্ট কথায় অতি মধুরভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে তো ব্রজে কখনো দেখি নাই। তোমার বাড়ী কোন্ গ্রামে ? আমার পুত্র হারাইয়া গিয়াছিল, তুমি তাহাকে লইয়া আসিয়া ভাল করিয়াছিলে। তোমার নাম কি, মা ? তুমি কোন্ প্রধানের কন্যা, তোমার পিতাই বা কে ? যে কোঁখ তোমাকে ধারণ করিয়াছে, সে ধন্য ; যে মুহূর্ত্ত তোমাকে অবতীর্ণ করিয়াছে, তাহা ধন্য ; তোমার পিতা মাতা ধন্য।" যশোদা তাঁহাকে এক দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। (রাধা বলিলেন) "আমি বৃষভানু প্রধানের কন্যা। আমার মা তোমাকে জানেন। আমার মাতার সহিত যমুনা-তীরে তোমার অনেকবার দেখা-সাক্ষাৎ হইয়াছে। তুমি চিনিতে পারিতেছ না।" (যশোদা কৌতুক করিয়া তাঁহাকে বলিলেন,) "আমি তাহাকে জানি, সে বড় ছেনাল। তোর বাবাও অনেক কালের ধৃষ্ট।" (এইরূপ ঠাট্টা করিয়া) তিনি হাসিতে লাগিলেন। রাধা বলিয়া উঠিলেন, "আমার বাবা কি তোমার সহিত কখনও কোন ধৃষ্টতা করিয়াছেন ?" (যশোদা বলিলেন,) "এমন সমর্থ ব্যক্তি কেহ যে আছে, তাহা তো কখনো দেখি নাই।" (কুমারীর সহিত এইরূপ বাক্যালাপ করিয়া) তাঁহাকে কোলে টানিয়া লইয়া হর্ষযুক্ত হইয়া বলিলেন, "আয়, তোর চুল বাঁধিয়া দিই। তোর মা আর আমি সাথী।" কি জ্বলন্ত ছবি!

এইরূপ কৌতুক এখনো পশ্চিম দেশে চলে।

রাধার রূপের একটী বর্ণনা শুনুন—

শশি নিরখি মুখ চলত নাহিন, নয়ন নিরখি কুরঙ্গ।
কমল খঞ্জন মীন মধুকর, হোত হৈ চিতভঙ্গ ॥

দেখি নাসা কীর লজ্জিত, অধরণ দসন নিহারি।
বিম্ব অরু বন্ধুক বিদ্রুম, দামিনী ডর ভারি॥
উর নিরখি চক্রবাক বিথকে, কটি নিরখি বনরাজ।
চলে দেখি মরাল ভূলে, চলত তব গজরাজ॥
অঙ্গ অঙ্গ অবলোকি সোভা, মনহিঁ দেখি বিচারি।
সূর মুখপট দেতি কাহে ন, বরষ দস জুগ ভারি॥

রাধার মুখ দেখিয়া শশী অচল হইল, তাঁহার নয়ন দেখিয়া কুরঙ্গ, কমল, খঞ্জন, মীন ও মধুকরের মন ভাঙ্গিয়া গেল, তাঁহার নাসা দেখিয়া শুক লজ্জিত হইল, তাঁহার অধর ও দশনপংক্তি দেখিয়া বিম্বফল, জবাপুষ্প, প্রবাল ও দামিনীর বড় ভয় হইল, তাঁহার বক্ষঃস্থল দেখিয়া চক্রবাক, এবং কটিদেশ দেখিয়া সিংহ, হতাশ হইল। তাঁহার চলন দেখিয়া মরাল, এবং গতি দেখিয়া গজরাজ, আত্মহারা হইল। তাঁহার এক একটী অঙ্গ দেখিয়া, হে শোভা, তুমি ভাবিয়া দেখ, কেন তুমি দশ যুগ ধরিয়া নিজ মুখ বস্ত্রাচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে না।

রাধার আর একটী বর্ণনা—

রাধে তেরো বদন বিরাজত নীকো।
জব তূ ইত উত বঙ্ক বিলোকতি, হোত নিসাপতি ফীঁকো॥
ভ্রুকুটী ধনুষ নয়ন সর সাধে, সির কেসরি কো টীকো।
মনুঁ ঘূঁঘট পট মৈঁ ছুরি বৈঠো, পারধি পতি রতি হী কো॥
গতি মৈঁ মত্ত নাগ জ্যোঁ নাগরি, করে কহতি হৌঁ লীকো।
সূরদাস প্রভু বিবিধ ভাঁতি করি, রিঝয়ো হরি পী কো॥

(সখীর উক্তি) রাধে তোর মুখ কি সুন্দর। যখন তুই তোর বক্র দৃষ্টি ইতস্ততঃ নিক্ষেপ করিস্, তখন নিশাপতি আভাহীন হইয়া যায়। তোর ভ্রূকুটী ধনুর ন্যায়, তাহাতে তোর নয়ন-শর যোজিত। তোর ললাটে কুঙ্কুমের ফোঁটা, দেখিয়া মনে হয় যেন কামদেব রতিকে তোর ঐ গুণ্ঠনের মধ্যে লুকাইয়া রাখিয়াছে। হে নাগরি, আমি জোর করিয়া বলিতেছি যে তোর গতি মত্ত হস্তীর গতির ন্যায়। তুই নানা প্রকারে তোর প্রিয় হরিকে আনন্দিত করিয়াছিস্।

সংযোগ-শৃঙ্গার

রাধার প্রেম

সকল গোপীরই কৃষ্ণে অনুরাগ ছিল, কিন্তু রাধার প্রেম সকলের প্রেমকে অতিক্রম করিয়াছিল—

রাধা বিনয় করতি মন হীঁ মন, সুনহু স্যাম অন্তরকে যামী।
মাতা পিতা কুলকানিহি মানত, তুমহিঁ ন জানত জগ স্বামী॥
তুম্হরো নাম লেত সকুচত হৈঁ, ঐসে ঠৌর রহী হৌঁ আনী।
গুরু পরিজন কী কানি মানিয়ো, বারম্বার কহী মুখ বানী॥
কৈসে সঙ্গ রহৌঁ বিমুখন কে য়হ, কহি কহি নাগরি পছিতানী।
সূরদাস প্রভু কো হৃদয় ধরি, গৃহজন দেখি দেখি মুসকানী॥

রাধা মনে মনে নিবেদন করিতেছেন—শুন ওহে অন্তর্য্যামী শ্যাম, মাতাপিতা কেবল কুলের মর্য্যাদাই জানেন, তোমাকে জগৎ-স্বামী বলিয়া বুঝিতে পারেন না। তোমার নাম লইতে সঙ্কোচ বোধ করেন। হায়, আমি এমন স্থানেও আসিয়া পড়িয়াছি! গুরুজন-পরিজনের মুখে "মান বজায় রাখিও," কেবল এই কথা। বিমুখদের সঙ্গে কেমন করিয়া থাকিব? ইহা বলিয়া রাধা খেদ করিতে লাগিলেন। গৃহের লোকেরা এই বলিয়া মনে মনে হাসিতে লাগিল যে কৃষ্ণ ইহার হৃদয় অধিকার করিয়াছেন।

রাধার এক দিকে আত্মীয়, স্বজন, গুরুজনদের কাছে, অপর দিকে সখীদিগের কাছে, স্বীয় তীব্র কৃষ্ণানুরাগ গোপন করিতে হইতেছে। কিন্তু সকলের মনেই সে সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মিয়াছে। সখীরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করে, "তোমার সহিত কৃষ্ণের দেখা-সাক্ষাৎ হয়?" কিন্তু রাধা তাহা একেবারেই স্বীকার করেন না। রাধার মনে সর্ব্বদাই কৃষ্ণ-দর্শনাকাঙ্ক্ষা জাগরূক। তিনি বলিতেছেন—

আজুকে দিন কো, সখী অতি নহীঁ জো, লাখ লোচন, অঙ্গ অঙ্গ হোতে। *
পূরতি সাধ, মেরে হৃদয় মাঁঝ, দেখত সবৈ ছবি, স্যাম কো তে॥

* তুলনা করুন—দেখিতে দেখিতে মনে এমন লয়।
সকল অঙ্গে যদি নয়ান হয়॥

চিত্ত লোভী, নৈন দ্বার অতিহী, সূক্ষ্ম কহাঁ বহ, সিন্ধু ছবি হৈ অগাধা।
রোম জিতনে অঙ্গ, নৈন হোতে সঙ্গ, রূপ লেতী, নিদরি কহতি রাধা॥
শ্রবণ স্নুনি স্নুনি দহৈ, রূপ কৈসে লহৈ, নৈন কছু গহৈ, রসনান তাকে।
* দেখি কোউ রহৈ, কোউ স্নুনি রহৈ, জীভ বিন সো কহৈ, কহা
নহিঁ নৈন জাকে॥
অঙ্গ বিনু হৈ সবৈ, নহীঁ একৌ কবৈ, স্নুনত দেখত জবৈ, কহত লোরে।
কহেঁ রসনা, স্নুনত শ্রবন, দেখত নৈন, সূর সব ভেদ গুনি, মনহিঁ তোরে॥

"আজিকার দিনে, অধিক নয়, কেবল লক্ষ নয়ন আমার অঙ্গে অঙ্গে যদি থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের দ্বারা শ্যামের সম্পূর্ণ সৌন্দর্য্য হৃদয়-মধ্যে দেখিয়া আমার মনের সাধ পূর্ণ করিতাম। আমার চিত্ত অতি লোভী—কোথায় শ্যামের অগাধ সৌন্দর্য্য-সিন্ধু আর কোথায় আমার চক্ষুর সঙ্কীর্ণ দ্বার।" রাধা নিজ শক্তির নিন্দা করিয়া বলিতেছেন, "আমার অঙ্গে যতগুলি লোম আছে, যদি ততগুলি চক্ষু থাকিত, তাহা হইলে কৃষ্ণের রূপের ধারণা করিতে পারিতাম। শ্রবণ কেবল শুনিয়া শুনিয়াই অনুতপ্ত হয়, রূপের বোধ তাহার কি করিয়া হইবে? নয়ন কিছু বোধ করিতে পারে বটে, কিন্তু তাহার জিহ্বা না থাকাতে তাহা ব্যক্ত করিতে পারে না। অতএব একজন দেখে, আর একজন বলে। যাহার জিহ্বা নাই, সে কি বলিবে? আবার নয়নহীন জিহ্বা যাহা বলে তাহা তো সে নিজে দেখে নাই। সকল অঙ্গই অঙ্গহীন, একটীও সম্পূর্ণ উপযোগী নয়। যখন দেখে বা শুনে, তখন কি দেখিল বা কি শুনিল তাহা বলিতে পারে না। রসনা বলে, শ্রবণ শুনে, নয়ন দেখে, এই মাত্র। ইহাদের উপলব্ধিতে প্রভেদ আছে।" (মোট কথা, জিহ্বারও যদি চক্ষু থাকিত, তাহা হইলে কৃষ্ণের রূপের বর্ণনা করা সম্ভব হইত।)

সংযোগ-শৃঙ্গার

দান-লীলা

শ্রীকৃষ্ণের নানা অলৌকিক কার্য্য দেখিয়া গোকুলবাসীদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে কৃষ্ণ ভগবানের অবতার। কিন্তু অনেকের মনে তখনও

* তুলসীদাসের—"গিরা অনয়ন, নয়ন বিনুবানী"র সহিত তুলনা করুন।

পর্য্যন্ত কিছু সন্দেহ ছিল। গোবর্দ্ধন-লীলা হইতে তাহাদের সে সন্দেহ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছিল। সকলেই তাঁহার রূপগুণে মোহিত হইল, বিশেষ করিয়া ব্রজযুবতীরা। তাহারা প্রত্যেকেই তাঁহার প্রতি আসক্ত হইয়াছিল, কিন্তু নিজ নিজ হৃদয়ের ভাব কাহাকেও জানিতে দিত না। শ্রীকৃষ্ণ তাহাদের সাধ পুর্ণ করিবার ইচ্ছা করিলেন। তাঁহার আরও ইচ্ছা হইল যে তাহারা পরস্পরের মধ্যে স্ব স্ব ভাব গোপন না করে। ভক্তদের মধ্যে ভাব গোপন অবিধেয়। ভাব-বিনিময়-দ্বারা ভক্তি বর্দ্ধিত হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যা উৎপন্ন হয় নাই। চন্দ্রাবলীর কথা ব্যতিক্রমের মধ্যে।

গোপীরা গোকুল হইতে নিত্য মথুরায় দুগ্ধ, দধি, মাখম ও ঘৃত বিক্রয় করিতে যাইত। এক দিন পথিমধ্যে কৃষ্ণ তাহাদিগকে আটক করিয়া বলিলেন, "তোমরা রাজার দান, অর্থাৎ শুল্ক, ফাঁকি দিতেছ, অতএব তোমাদিগকে দান দিতে হইবে। আমার উপর দান সংগ্রহের ভার।" ষোড়শ সহস্র যুবতী বেশবিন্যাস করিয়া নূপুরধ্বনি করিতে করিতে বৃন্দাবন-পথে মথুরায় যাইতেছিল—

দধি বেচন চলী ব্রজনারী।
সীস ধরি ধরি মাট মাটুকী, বড়ী সোভা ভারি।
নিকসি ব্রজকে গয়ীঁ গোঁড়ে, হরষ ভয়ী সুকুমারী।
চলীঁ গাবতি কৃষ্ণ কে গুন, হৃদয় ধ্যান বিচারি।
সবন কে মন জো মিলে হরি, কোই ন কহতি উঘারি।
সূর প্রভু ঘট ঘট কে ব্যাপী, জানি লয়ী বনবারি॥

ব্রজনারীগণ দধি বেচিতে চলিল। তাহারা হাঁড়া-হাঁড়ি মাথায় রাখাতে তাহাদের কি শোভাই হইয়াছে! ঘর হইতে বাহির হইয়া তাহারা প্রশস্ত রাজপথে আসিয়া পড়িল, তখন সুকুমারীগণ অতি হর্ষযুক্ত হইল। তাহারা সকলেই মনে মনে কৃষ্ণ-গুণানুকীর্ত্তন করিতে করিতে চলিল। সকলেরই মনের ইচ্ছা যে হরির সহিত দেখা হয়, কিন্তু কেহই মনের কথা খুলিয়া বলিতেছে না। বনোয়ারী প্রভু সকলেরই হৃদয়ে অবস্থান করেন, অতএব তিনি একথা জানিতে পারিলেন।

গ্বারিন তব দেখে নঁদনন্দন।
মোর মুকুট পীতাম্বর কাছে, খৌরি কিয়ে তনু চন্দন ॥
তব য়হ কহো কহাঁ অব জৈহো, আগে কুঁবর কন্হাঈ।
য়হ সুনি মন আনন্দ বঢ়ায়ো, মুখ কহেঁ বাত ডরাঈ ॥
কোউ কোউ কহতিশ্চলৌ রী জাঈ, কোউ কহে ফিরি ঘর জাই।
কোউ কোউ কহতি কহা করিহৈ হরি, উনকো কহাঁ পরাই ॥
কোউ কোউ কহতি কালি হী হমকো, লূটি লঈ নঁদলাল।
সূর স্যাম কে ঐসে গুন হৈঁ, ঘরহি ফিরো ব্রজবাল ॥

গোয়ালিনীরা তখন নন্দনন্দনকে দেখিতে পাইল। তাঁহার মাথায় ময়ূর-পুচ্ছের মুকুট, পরিধানে পীতাম্বর এবং শরীরে চন্দনের ছাপ। তাহারা বলিতে লাগিল, এখন কোথায় যাইবে? সম্মুখে যে কুমার কানাই। ইহা শুনিয়া তাহাদের মনে আনন্দ হইল, কিন্তু মুখে ভয়ের ভাব দেখাইতে লাগিল। কেহ কেহ বলিল, চল অগ্রসর হই, এবং কেহ কেহ বলিল, চল বাড়ী ফিরিয়া যাই। কেহ কেহ বলিল, হরি আমাদের কি করিবেন? উঁহাকে দেখিয়া কোথায় পালাইব? কেহ কেহ বলিল, নন্দলাল কানাই কাল আমাকে লুটিয়া লইয়াছেন। সূরদাস বলিতেছেন, শ্যামের গুণ এই রূপই, হে ব্রজবালাগণ, ঘরে ফিরিয়া যাও।

কৃষ্ণ বলিলেন—

গ্বারিন য়হ, ভলী নহীঁ করতি।
দুধ দধি ঘৃত নিতহি বেচতি, দান দেতে ডরতি ॥
কান্হ কহত দধি দান, ন দৈহৌ।
লৈহৌঁ ছীনি দূধ দধি মাখন, দেখত হী তুম রৈহৌ ॥

কানাই বলিলেন, হে গোয়ালিনীগণ, তোমরা ভাল করিতেছ না। তোমরা দুধ, দধি, ঘৃত নিত্য বিক্রয় কর, অথচ দান দিতে ডরাও। যদি দান না দাও, তাহা হইলে তোমাদের দুধ, দহি, মাখম কাড়িয়া লইব আর তোমরা তাকাইয়া থাকিবে।

গোপীরা বলিল—

আজহুঁ মাঁগি লহু দধি দৈহোঁ।
দূধ দহী মাখন জো চাহো, সহজ খাহু সুখ পৈহোঁ॥
তুম দানী হ্বৈ আয়ে হম পর, য়হ হমকো নহিঁ ভাবত।
করৌ তহীঁ লৌঁ নিবহৈ জোঈ, জাতে সব সুখ পাবত॥
হমকো জান দেহু দধি বেচন, পুনি কোউ নাহিন লৈহৈ।
গোরস লেত প্রাত হী সব কোউ, সূর ধর্‌য়ো পুনি রৈহৈ॥

তুমি আমাদের নিকট দধি চাহিয়া লও, আমরা দিব। দুধ, দধি, মাখম যাহা চাহিবে, সহজে খাও, সুখ পাইব। কিন্তু তুমি দানী হইয়া আমাদের উপর আসিয়া পড়িয়াছ দেখিয়া আমাদের ভাল লাগিতেছে না। যাহা শেষ পর্য্যন্ত চলিবে, যাহাতে সকলে সুখী হইবে. তাহা করাই ভাল। আমাদিগকে দধি বেচিতে যাইতে দাও; ইহার পর কেহ লইবে না। সকালেই সকলের দুধের প্রয়োজন হয়, এখন যোগাইতে না পারিলে পড়িয়া থাকিবে।

কানাই বলিলেন—

দান দিয়ে বিন জান ন পৈহৌ।
জব দৈহৌঁ ঢরাই সব গোরস, তবহিঁ দান তুম দৈহৌ॥

দান না দিয়া যাইতে পাইবে না। যখন সব দুধ ঢালিয়া ফেলিয়া দিব, তখন দান দিবে, নয়?

গোপীরা বলিল,

গিরিবর ধর্‌য়ো অপনে ঘর কো।
তাহিকে বল তুম দান লেত হৌ, রোকি রহত হৌ হমকো।
অপনে হী মুখ বড়ে কহাবত, হমহু জানতি তুমকো।
য়হ জানতি পুনি গাই চরাবত, নিত প্রতি জাত হৌ বন কো।
মোর মুকুট মুরলী পীতাঁবর, দেখে আভূষণ বন কো।
সূরদাস কাঁধে কমরি হু জানতি, হাথ লকুট কঞ্চন কো॥

তুমি গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছ, তা তুমি যাহা ভাল বুঝিয়াছ তাহা করিয়াছ। তাহারই বলে বুঝি তুমি দান চাহিতেছ? তুমি নিজের মুখে নিজের

বড়াই করিতেছ। আমরা তোমাকে বেশ চিনি—জানি যে নিত্য বনে গিয়া গরু চরাও। তোমার ময়ূর-পুচ্ছের মুকুট ও পীতাম্বর দেখিয়াছি। বন হইতে প্রাপ্ত তোমার সব ভূষণও দেখিয়াছি। তোমার কাঁধের কম্বলখানিও জানি এবং হাতের কাঞ্চন কাষ্ঠের লাটীও দেখিয়াছি।

কানাই বলিলেন,—

য়হ কমরী কমরী করি জানতি।
জাকে জিতনী বুদ্ধি হৃদয় মেঁ, সো তিতনী অনুমানতি ॥
য়া কমরী কে এক রোম পর, বারোঁ চীর নীল পাটম্বর।
সো কমরী তুম নিন্দতি গোপী, জো তিনি লোক আড়ম্বর ॥
কমরী কে বল অসুর সঁহারে, কমরিহি তে সব ভোগ।
জাতি পাঁতি কমরী সব মেরী, সূর সবহি য়হ জোগ ॥

এই কম্বলকে কম্বল বলিয়া ভাবিতেছ? যাহার হৃদয়ে যেমন বুদ্ধি, সে তো তেমনই অনুমান করিবে। এই কম্বলের একটী লোমের জন্য কত নীল রেশমের শাড়ী বিসর্জ্জন করিতে পারি। গোপীগণ, তোমরা সেই কম্বলের নিন্দা করিতেছ যাহা ত্রিভুবনের গৌরব। এই কম্বলের বলে আমি অসুর সংহার করিয়াছি। এই কম্বল হইতেই সমস্ত ভোগ। এই কম্বলই আমার জাতি-কুল। ইহা সকল কার্য্যেরই যোগ্য।

তখন গোপীরা বলিল,—

অব তুম সাঁচী বাত কহী।
এতেপর যুবতিন কো রোকত, মাঁগত দান দহী ॥
জো হম তুমহি কহ্যো চাহত হী, সো শ্রীমুখ প্রগটায়ো।
নীকে জাতি উঘারি আপনী, যুবতীন ভলে হাঁসায়ো ॥
তুম কমরী কে ওঢ়নহারে, পীতাম্বর নহিঁ ছাজত।
সূরদাস তনু কারে ঊপর, কারী কমরী ভ্রাজত ॥

এখন তুমি সত্য কথা বলিয়াছ। এই কারণে তুমি যুবতীগণকে আট্‌কাইতেছ এবং তাহাদের নিকট দান চাহিতেছ? আমরা তোমাকে যাহা

বলিতে চাহিতেছিলাম, তাহা শ্রীমুখ দিয়াই বাহির হইয়াছে। তুমি তোমার জাতির বেশ পরিচয় দিয়াছ এবং যুবতীগণকে হাসাইয়াছ। তুমি কম্বলধারী; পীতাম্বরে তোমাকে ভাল দেখায় না। কালো কম্বলই তোমাকে মানায় ভাল।

কৃষ্ণ বলিলেন,—

মোসোঁ বাত সুনহু ব্রজনারী।
এক উপাখ্যান চলত ত্রিভুবন মে, তুম সোঁ আজ উঘারী।
কবহুঁ বালক মুঁহ ন দীজিয়ে, মুঁহ ন দীজিয়ে নারী।
জোই মন করৈ সোই করি ডারৈ, মূড় চঢ়ত হৈঁ ভারী।
বাত কহত আঠিলাত জাতি সব, হঁসত দেতি করতারী।
সূর কহা এ হমকো জানৈ, ছাছহিঁ বেচনহারী॥

হে ব্রজনারীগণ আমি যাহা বলিতেছি শুন। এক প্রবাদবাক্য ত্রিভুবনে চলিয়া আসিতেছে, তাহা আজ তোমাদিগকে খুলিয়া বলিতেছি। (সেটী এই যে) স্ত্রীলোককে এবং বালককে কখনো প্রশ্রয় দিও না। তাহারা যাহা মনে করে তাহাই করিয়া বসে, এবং বড় মাথায় চড়ে। তাহারা কথায় কথায় গুমর দেখায়, এবং করতালি দিয়া হাসে। যাহারা ঘোল বেচিয়া খায়, তাহারা আমাকে কি করিয়া বুঝিবে?

গোপীরা বলিল,—

য়হ জানতি তুম নন্দ মহর সুত।
ধেনু দুহত তুমকো হম দেখতি, জাত খরিকাহ উত॥
চোরী করত রহৌ পুনি জানতি, ঘর ঘর ঢূঁঢ়ত ভাঁড়ে।
মারগ রোকি ভয়ে অব দানী বৈ ঢঙ্গ কব তেঁ ছাঁড়ে॥
ঔর সুনহু জসুমতি জব বাঁধে, তব হম কিয়ো সহাই।
সূরদাস প্রভু য়হ জানতি হম, তুম ব্রজ রহত কন্‌হাই॥

আমরা এই জানি যে তুমি নন্দ প্রধানের পুত্র। আমরা যখন বাথানের দিকে যাই, তখন তোমাকে ধেনু দোহন করিতে দেখি। আর জানি যে তুমি চুরি করিতে, ঘরে ঘরে ভাঁড় খুঁজিয়া বেড়াইতে। এখন দেখিতেছি তুমি

দানী সাজিয়া পথ আটকাইয়া আছ। চুরির অভ্যাস কবে ছাড়িলে? আরও শুন, যখন যশোমতী তোমাকে বাঁধিয়াছিলেন, তখন আমরা তোমার সাহায্য করিয়াছিলাম। আর আমরা জানি যে, কানাই, তুমি ব্রজে থাক।

কৃষ্ণ বলিলেন,—

কো পিতা কো মাতা হমারী।
* কব জনমত হমকো তুম দেখ্যো, হঁসী লগত সুনি বাত তুম্‌হারী॥
কব মাখন চোরী করি খায়ো, কব বাঁধে মহতারী।
দুহত কৌনকী গৈয়া চারত, বাত কহী য়হ ভারী॥
তুম জানতি মোহিঁ নন্দ ঢুটোনা, নন্দ কহাঁ তে আয়ে।
মৈ পূরণ অবিগতি অবিনাসী, মায়া সবনি ভুলায়ে॥
য়হ সুনি গ্বালিনী সবৈ মুসকানী, ঐসেউ গুণ হৌ জানত।
সূর স্যাম জো নিদর‍্যো সব হী, মাত পিতা নহিঁ মানত॥

আমার পিতাই বা কে আর মাতাই বা কে? কবে তোমরা আমাকে জন্মাইতে দেখিয়াছ? তোমাদের কথা শুনিয়া হাসি পায়। কবে আমি মাখম চুরি করিয়া খাইয়াছিলাম? কবে আমার মাতা আমাকে বাঁধিয়াছিলেন? কবে কাহারই বা গো-দোহন বা গো-চারণ করিয়াছি? ভারি কথা বলিলে তো। তোমরা আমাকে নন্দের পুত্র বলিয়া জান, কিন্তু নন্দ কোথা হইতে আসিলেন? আমি পূর্ণব্রহ্ম, অজ্ঞেয় এবং অবিনাশী। আমি মায়া-দ্বারা সকলকে ভুলাইয়া রাখিয়াছি। ইহা শুনিয়া গোপীরা সকলে মৃদু হাস্য করিল, (এবং বলিল) তোমার এত গুণ যে তুমি সকলের নিরাদর কর এবং পিতা মাতা পর্য্যন্ত মান না!

তুমকো নন্দ মহর ভরুহায়ে।
মাতা গর্ভ নহীঁ তুম উপজে, তৌ কহো কহাঁ তে আয়ে।
ঘর ঘর মাখন নহীঁ চুরায়ে, ঊখল নহী বঁধায়ে।
হাহা করি জসুমতি কে আগে, তুমকো নাহিঁ ছুড়ায়ে॥

* কো জায়মানং দদর্শ।

গ্বালন সঙ্গ সঙ্গ বৃন্দাবন, তুম নহিঁ গাই চরায়ে।
সূর স্যাম দস মাস গর্ভ ধরি, জননি নহীঁ তুম জায়ে॥

তোমাকে নন্দ রাজা (আদর দিয়া দিয়া) নষ্ট করিয়াছেন। তুমি যদি মাতার গর্ভ হইতে উৎপন্ন না হইয়া থাক, তবে বল কোথা হইতে আসিলে? তুমি ঘরে ঘরে মাখম চুরি করিয়া বেড়াও নাই? তুমি কি উদূখলে আবদ্ধ হও নাই, আর আমরা যশোমতীর সম্মুখে হাহা করিয়া গিয়া তোমাকে ছাড়াই নাই? তুমি কি গোয়ালাদের সঙ্গে বনে বনে গরু চরাও নাই? দশ মাস গর্ভ-ধারণ করিয়া তোমার জননী কি তোমাকে প্রসব করেন নাই?

এই সকল কথার উত্তরে কৃষ্ণ বলিলেন,—

ভক্ত হেতু অবতার ধর্য্যো।
কর্ম্ম ধর্ম্ম কে বসমেঁ নাহীঁ, জোগ জগ্য মন মেঁ ন কর্য্যো।
দীন গুহারি সুনৌঁ স্রবননি ভরি, গর্ব্ব বচন সুনি হৃদয় জরৌঁ।
ভাব অধীন রহৌঁ সবহীকে, ঔর ন কাহূ নেক ডরৌঁ।
ব্রহ্ম কোটি আদি লৌঁ ব্যাপক, সবকো সুখ দৈ দুখহি হরৌঁ।
সুর স্যাম তব কহী প্রগট হী, জহাঁ ভাব তহঁতে ন টরৌঁ॥

আমি ভক্তের প্রেমে অবতার ধারণ করিয়াছি। আমি ধর্ম্ম ও কর্ম্মের বশ নই, যোগ-যাগ আমার মনে স্থান পায় না। আমি দীনের আহ্বান কর্ণে শ্রবণ করি; গর্ব্বের বচন শুনিলে আমি হৃদয়ে জ্বলিতে থাকি। আমি সকলের ভক্তির অধীন, আর কিছুকে আমি একটুও ডরাই না। কোটী ব্রহ্মার আদি হইতে আমি ব্যাপক। সকলকে সুখ দিয়া আমি দুঃখ হরণ করি। শ্যাম তখন প্রকাশ্যেই বলিলেন, যেখানে ভক্তি পাই সেখান হইতে আমি এক পাও নড়ি না।

তখন গোয়ালিনীরা বলিল,—

কান্হ কহাঁকী বাত চলাবত।
স্বর্গ পাতাল এক করি রাখৌ, যুবতিন কো কহি কহা বতাবত।
জো লায়ক তো আপনে ঘর কো, বন ভীতর ডরপাবত।
কহা দান গোরস কো হ্বৈহৈ, সবৈ ন লেহু দেখাবত।

রীতি জান দেহু ঘর হমকো, ইতনেহী সুখ পাবত।
সূর শ্যাম মাখন দধি লীজৈ, যুবতিন কত অরুঝাবত॥

কানাই, তুমি আকাশ-পাতাল একত্র করিয়া কোথাকার কথা আনিতেছ? যুবতীগণকে সে সব কথা কি বলিতেছ? তুমি নিজের ঘরে গুণবান্ (আমাদের তাতে কি?) কেবল বনের ভিতর আমাদিগকে ভয় দেখাইতেছ। আমাদের দুগ্ধ হইতে দান মাত্র লইবে কেন? যাহা আছে দেখাইয়া দিতেছি, সব লও। আমাদিগকে খালি হাতে বাড়ী যাইতে দাও, তাহা হইলেই আমরা সুখী হইব। মাখম, দধি—সব লও, যুবতীদিগকে কেন আট্‌কাইতেছ?

কানাই বলিলেন,—

মাখন দধি কহ করোঁ তুম্‌হারো।
বনিজ তুম করতি সদাঈ, লেখো করিহোঁ আজু তিহারো॥

আমি তোমাদের মাখম, দধি লইয়া কি করিব? তোমরা সদাই বাণিজ্য করিয়া থাক, আজ আমি তোমাদের হিসাব লইব।

হাঁসি বৃষভানুসুতা তব বোলী, কহা বনিজ হম পাস।
সূর শ্যাম লিখো করি লীজৈ, জাহিঁ সব ব্রজবাস॥

বৃষভানু-সুতা তখন হাসিয়া বলিলেন, আমাদের কাছে কি পণ্য আছে? তুমি হিসাব করিয়া লও, আমরা সকলে ব্রজে আমাদের আবাসে যাই।

কানাই বলিলেন,—

কবন বনিজ কহি মোহিঁ সুনাবতি।
তুম্‌হরো গথ লাদো গয়ন্দ পর, হীঙ্গ মরিচ পীপরি কহা গাবতি।
অপনো বনিজ দুরাবত হো কত, নাম লিয়ো ইতনো হী।
কহা দুরাবতি হো মো আগে, সব জানত তুব গোহী॥
বহুত মোল কো বাবা তুম্‌হরো, কৈসে দুরত দুরায়ে।
সুনহু সূর কছু মোল লহিঙ্গে, কছু ইক দান ভরায়ে॥

তোমার কাছে কি পণ্য আছে তুমি শুধাইতেছ? গজেন্দ্রের উপর তোমার মাল বোঝাই রহিয়াছে। হিং, মরিচ, পিপুলের কথা কি বলিতেছ? তুমি কেবল ঐ কয়টা দ্রব্যের নামই লইলে, অন্যান্য দ্রব্যের কথা গোপন করিলে কেন? আমার কাছে লুকাইলে কি হইবে, আমি তোমার সব গুপ্ত ধনের কথাই জানি। তোমার পিতা অনেক ধনে ধনী, গোপন করিতে চেষ্টা করিলে কি গোপন করা যায়? শুন আমি কিছু কিনিব এবং কিছু দান বলিয়া গণ্য করিব।

তখন—

প্যারী পীতাম্বর উর ঝটক্যো।
হরি তোরী মোতিন কী মালা, কছু গর কছু কর লটক্যো॥
করন স্যাম তুম লাগে, জাহি গহী কটি ফেট।
আপু স্যাম রিস করি অঙ্কম, ভরি ভয়ী প্রেম কী ভেট॥
যুবতিন ঘেরি লিয়ো হরি কো তব, ভরি ভরি ধরি অঁকবারি।

* * * *

তখন প্যারী কৃষ্ণের বুক হইতে পীতাম্বর টানিয়া কাড়িয়া লইলেন। হরিও রাধার হার টান দিয়া ছিঁড়িলেন, কতক তাঁহার হাতে থাকিল, কতক রাধার গলায় ঝুলিতে লাগিল। "কানাই তুমি ধৃষ্টতা করিতেছ" বলিয়া রাধা কৃষ্ণের কটিবন্ধ ধরিলেন। কৃষ্ণ রাগ দেখাইয়া রাধাকে জড়াইয়া ধরিলেন—প্রেমের মিলন হইল। তখন যুবতীরা কৃষ্ণকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং ক্রোড়ে টানিয়া টানিয়া লইতে লাগিল।

রাধা বলিলেন,—

মারগ রোকত রাহ জমুন কো, তেহি ধোখে হৌ আয়ে।
পাবহুগে পুনি কিয়ে আপনো, যুবতিন হাত লগায়ে॥
অঙ্গ অঙ্গ কো দান কহত হো, সুনত উঠি রিস জরি মৈঁ।
তব পীতাম্বর ঝটকি লিয়ো মৈঁ, সূর স্যামকো ধরি মৈঁ॥

তুমি আগে যমুনার পথ আটকাইয়া পার পাইয়া গিয়াছ, সেই সাহসে এখানেও আসিয়াছ। তুমি যুবতীদের গায়ে হাত দিয়াছ ইহার ফল পাইবে। তুমি প্রতি অঙ্গের দান চাহিতেছিলে, শুনিয়া আমি রাগে জ্বলিয়া গিয়াছিলাম; তাই তোমার পীতাম্বর কাড়িয়া লইয়াছিলাম এবং তোমাকে ধরিয়াছিলাম।

কৃষ্ণ বলিলেন,—

বাট কহা, অব সবৈ হমারো।
জবলোঁ দান নহীঁ হম পায়ো, তবলোঁ কৈসে হোত তিহারো।
আভুষন কী কৌন চলাবত, কঞ্চন ঘট কাহে ন উঘারো।
মদনদুত মোহিঁ বাত সুনায়ী, ইনমেঁ ভয়্যো মহারস ভারো।
এক ওর য়হ অঙ্গ আভুষণ সব, এক ওর দান বিচারো।
সুনহু সূর কহা বাট করৈঁ হম, দান দেহু পুনি জহাঁ সিধারো॥

পথের কথা কি (বলিতেছ)? এখন তো সবই আমার। যে পর্য্যন্ত আমি দান না পাই, সে পর্য্যন্ত পথ তোমাদের কি করিয়া হইবে? তোমাদের ভূষণের কথা কে বলিতেছে? কাঞ্চন-ঘট উদ্‌ঘাটিত করিতেছ না কেন? মদনের দূত আমাকে বলিয়া গেল, ইহাতে মহারস-ভার ভরা আছে। একদিকে এই অঙ্গ-ভূষণ-গুলি, অপর দিকে দানের কথা ভাবিয়া দেখ। তোমাদের পথ করিয়া দিব কি করিয়া? দান দাও; দিয়া যেখানে ইচ্ছা সেখানে যাও।

প্রগট করৌ, সব তুমহিঁ বতাবৈঁ।
চিকুর চমর ঘূঁঘট হৈ বরবর, ভুব সারঙ্গ দেখাবৈঁ॥
বান কটাচ্ছ নয়ন খঞ্জন মৃগ, নাসা সুক উপমাউঁ।
তরিবন চক্র অধর বিদ্রুম ছবি, দসন বজ্র কন ঠাউঁ॥
গ্রীব কপোত কোকিলা বাণী, কুচঘট কনক সভাউ।
জোবন মদরস অমৃত ভরে হৈঁ, রূপরঙ্গ ঝলকাউ॥
অঙ্গ সুগন্ধ বসন পাটম্বর, গনি গনি তুমহিঁ সুনাউঁ।
কটি কেহরি গয়ন্দ গতি সোভা, হংস সহিত ইকতাউঁ॥
ফের কিয়ে কৈসে নিবহতি হৈ, ঘরহি গয়ে কহা পাউঁ।
সুনহু সূর বনিজ তুম্হারে, ফিরি ফিরি তুমহি মনাউঁ॥

আমি এক এক করিয়া বলিয়া যাইতেছি, তোমরা সব খুলিয়া খুলিয়া দেখাও। রাধার চিকুর চমরী মৃগ, অবগুণ্ঠন রশ্মি-কর্ষিত ঘোটক-মস্তকের বক্রতার ন্যায় পৃথিবীকে শোভা দেখাইতেছে। তাঁহার কটাক্ষ বাণস্বরূপ এবং নয়ন খঞ্জন ও মৃগের স্বরূপ। নাসা শুকের উপমা। তাঁহার কর্ণভূষণ চক্রবৎ।

তাঁহার অধরে প্রবালের শোভা। হীরকের কণা-স্থানীয় তাঁহার দশন। তাঁহার গ্রীবা কপোত, বাণী কোকিলা, কনক-ঘট স্বরূপ তাঁহার কুচ যৌবন-মদ-সদৃশ অমৃতে পূর্ণ। তাঁহার রূপ ও রং উজ্জ্বল, অঙ্গ সুগন্ধযুক্ত, বসন পট্টাম্বর। আমি এক এক করিয়া তোমাদিগকে শুনাইলাম। রাধার কটিদেশ কেশরীর কটিদেশের ন্যায়; গতি গজেন্দ্রের গতির ন্যায়, অথচ মরালের গতির সহিতও তাহার সাদৃশ্য আছে। তোমরা আমার সহিত চাতুরী করিলে কি হইবে? তোমরা ঘরে গেলে আমি কি পাইব? রাধার বাণিজ্যদ্রব্যের নাম শুনিলে তো? আমি পুনঃ পুনঃ তোমাদিগকে বুঝাইলাম।

শ্যাম এতদূর বাড়াবাড়ি করিতেছেন দেখিয়া—

স্যামহি বোলি লিয়ো ঢিগ প্যারী।
ঐসী বাত প্রগট কহুঁ কহিয়ে, সখন মাঝ কত লাজন মারী।
এক ঐসোহি উপহাস করত সব, তাপর তুম য়হ বাত পসারী।
জাতি পাঁতিকে লোগ হঁসহিঙ্গে. প্রগট জানিহৈঁ স্যাম ভতারী।
লাজন মারত হো কত মহকো, হাহা করতি জাতি বলিহারী।
সূর স্যাম সর্ব্বজ্ঞ কহাবত, মাত পিতা সোঁ দ্যাবত গারী॥

রাধা শ্যামকে নিকটে ডাকিয়া লইয়া বলিলেন, "এই সকল কথা প্রকাশ্যে বলিয়া সখীদের মধ্যে আমাকে কেন লজ্জায় মারিতেছ? এমনিই সকলে কত উপহাস করে, তার উপর তুমি এই কথার বিস্তার করিলে। স্বজাতির লোকেরা তো হাসিবেই, প্রকাশ্যে জানিবে যে আমি শ্যাম-ভাতারী। আমাকে কেন লজ্জায় মারিতেছ? সখীরা হাসিতেছে এবং আমাকে বলিহারি দিতেছে। শ্যাম তুমি তো সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া কথিত হও, তবে কেন আমাকে মাতাপিতার নিকট গালি খাওয়াইবে?"

শ্যাম বলিলেন,—

ঝূঠী বাত কহা মৈঁ জানোঁ।
জো হমকো জৈসেহি ভজে রী, তাকো তৈসেহি মানোঁ॥
তুম পতি কিয়ো মোহিকো, মনদৈ মৈঁ হোঁ অন্তর্যামী।
জোগী কো জোগী হ্বে দরসোঁ, কামীকো হ্বৈ কামী॥

হমকো তুম ঝূঠে করি জানতি, তৌ কাহে তপ কীন্হো।
সুনহু সূর অব নিঠুর ভয়ী কত, দান জাত নহিঁ দীন্হো॥

মিথ্যা কথা কি না, তাহা আমি জানি না। যে আমাকে যে ভাবে ভজে আমি সেই ভাবেই তাহাকে গণ্য করি। তুমি মন সমর্পণ করিয়া আমাকে পতি করিয়াছ। আমি অন্তর্য্যামী, যোগীকে আমি যোগী হইয়া, কামীকে কামী হইয়া দেখাদিই। আমাকে তুমি কপট ভাব। তবে তুমি আমার জন্য তপস্যা করিয়াছিলে কেন? শুন, এখন তুমি এত নিষ্ঠুর হইলে কেন? দান দিতে পারিতেছ না কেন?

মো সোঁ কহা দুরাবতি নারি।
নৈন সৈন দৈ চিত হি চুরাবতি, ইহৈ মন্ত্র সির ডারি।
ভৌহঁ ধনুষ অঞ্জন গুন বান, কটাচ্ছনি ডারতি মারি।
তরিবন শ্রবন ফাঁসি গর ডারতি, কৈসেহুঁ নহীঁ সকত নিরবারি।
পীন উরোজ মুখ নৈন চখাবতি, য়হ বিষমোদক জাত ন ঝারি।
ঘালতি ছুরী প্রেম কী বাণী, সূরদাস কে সকৈ সঁভারি॥

হে নারি আমার কাছে গোপন ভাব রাখিতেছ কেন? নয়নের কটাক্ষ দ্বারা আমার চিত্ত চুরি করিতেছ; এই মন্ত্রই আমার মাথার উপর প্রয়োগ করিতেছ। তোমাদের ভ্রূ ধনুকের, এবং অঞ্জন গুণের কাজ করিতেছে, এবং কটাক্ষ-বাণ আমার বধ সাধন করিতেছে। শ্রবণের ভূষণ আমার গলায় ফাঁসি লাগাইয়া দিতেছে, কোনো প্রকারেই তাহাকে নিরস্ত করিতে পারিতেছি না। তুমি তোমার পীন পয়োধর এবং মুখ আমার নয়নকে চাখিতে দিতেছ। এই বিষমোদকের প্রভাব ঝাড়িয়া দূর করা যায় না। প্রেম-সম্ভাষণ রূপ ছুরির আঘাত করিতেছ; কে তাহা সামলাইতে পারে?

ব্রজ জুবতী সুন মগন ভয়ী।
য়হ বাণী সুনি নন্দ সুবন মুখ, মন ব্যাকুল তন সুধিহু গয়ী॥
কো হম কহাঁ রহতি কহাঁ আয়ী, জুবতিন কে য়হ সোচ টয়্যো।
লাগী কাম নৃপতিকী সাঁটী, জোবন রূপহি আনি অয়্যো॥
তৃষিত ভয়ীঁ তরুণী অনঁগ ডর, সকুচি রূপ জোবনহিঁ দিয়ো।
সূর শ্যাম অব সরন তুম্হারে, হৃদয় সবনি য়হ ধ্যান কিয়ো॥

ব্রজ-যুবতীরা আনন্দে মগ্ন হইল। নন্দসুতের মুখে এই কথা শুনিয়া তাহাদের মন ব্যাকুল হইল এবং তাহাদের দেহের অনুভব চলিয়া গেল। আমরা কে, কোথায় থাকি, কোথায় আসিয়াছি, যুবতীদের এই চিন্তা অন্তর্হিত হইল। কাম-নৃপতির দণ্ড তাহাদের অঙ্গে লাগিল। যৌবনের বিকার আসিয়া তাহাদিগকে অধিকার করিল। অনঙ্গভয়ে তরুণীরা তৃষিত হইল। সসঙ্কোচে তাহারা রূপযৌবন সমর্পণ করিল। সকলের হৃদয় এই ধ্যান করিল, "শ্যাম আমরা এখন তোমার শরণাপন্ন।"

অন্তর্যামী জানি লিয়ো।
মনমেঁ মিলে সবনি সুখ দীনহো, তব তনু কী কছু সুরতি ভয়ী।
জব জান্যো বনমেঁ হম ঠাঢ়ী, তনু নিরখ্যো মন সকুচি গয়ী।
কহতি পরস্পর আপসমেঁ সব, কহাঁ রহী হম কাহি রয়ী।
শ্যাম বিনা য়হ চরিত করৈ কো, য়হ কহিকৈ তনু সৌঁপ দয়ী।
সূরদাস প্রভু অন্তরযামী গুপ্তহি জৌবন দান লয়ী॥

অন্তার্যামী তাহা জানিতে পারিলেন। তিনি তাহাদের মনোমধ্যে মিলিত হইয়া তাহাদিগকে সুখ দিলেন; তখন তাহাদের দেহে কিছু চৈতন্য হইল। তখন জানিল যে তাহারা বনে দাঁড়াইয়া আছে। নিজেদের দেহের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া তাহারা মনে সঙ্কুচিত হইল। তাহারা সকলে নিজেদের মধ্যে বলাকহা করিতে লাগিল, "আমরা কোথায় আছি? কাহাদ্বারা মোহিত হইলাম? শ্যাম ভিন্ন এ কাজ কে করিতে পারে?" এই বলিয়া তাহারা দেহ সমর্পণ করিয়া দিল। অন্তর্যামী প্রভু গোপনেই তাহাদের যৌবন-দান গ্রহণ করিলেন।

গোপীরা বলিল—

নন্দকুমার কহা য়হ কীন্হো।
বূঝতি তুম্হি কহৌ ধৌঁ হমসোঁ, দান লিয়ো কি মন হরি লীন্হো।
কছু দুরাব নহীঁ হম রাখ্যো, নিকট তুম্হারে আয়ী।
য়েতে পর তুমহী অব জানৌ, করনী ভলী বুরায়ী।
জো জাসোঁ অন্তর নহিঁ রাখৈ, সো ক্যোঁ অন্তর রাখৈ।
সূর শ্যাম তুম অন্তরযামী, বেদ উপনিষদ য়হ ভাষৈ॥

নন্দকুমার, এ কি করিলে ? জিজ্ঞাসা করি তোমাকে, তুমিই আমাদিগকে বল, তুমি দান লইলে, না, আমাদের মন হরণ করিয়া লইলে ? আমরা তোমার কাছে আসিয়া মনে কিছুই গোপন রাখি নাই। অতঃপর তুমিই জান আমরা ভাল কাজ করিয়াছি কি মন্দ কাজ করিয়াছি। যে যাহাকে দূরে রাখে না, সে কেন তাহাকে দূরে রাখিবে ? বেদে ও উপনিষদে বলে যে শ্যাম অন্তর্য্যামী।

কৃষ্ণ বলিলেন—

স্তনহু বাত যুবতী ইক মেরী।
তুমতে দূরি হোত নহিঁ কতহূঁ, তুম রাখৌ মোহি ঘেরী ॥
তুম কারন বৈকুণ্ঠ তজতহোঁ, জনম লেত ব্রজ আয়ী।
বৃন্দাবন রাধা সঁগ গোপী, য়হ নহিঁ বিসর্যো জায়ী ॥
তুম অন্তর অন্তর কহা ভাষতি, এক প্রান দ্বে দেহ।
ক্যোঁ রাধা ব্রজ বসে বিসার্যো, স্তমিরি পুরাতন নেহ ॥
অব ঘর জাহু দান মৈঁ পায়ো, লেখো কিয়ো ন জাই।
সূর স্যাম হঁসি হঁসি জুবতিন সোঁ, ঐসী কহত বনাই ॥

ব্রজ-যুবতীগণ, আমার একটী কথা শুন। আমি তোমাদের কাছ হইতে কখনো দূরে যাই না ; তোমরা আমাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছ। তোমাদের জন্য বৈকুণ্ঠ ত্যাগ করিয়া ব্রজে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। বৃন্দাবনে রাধা ও তৎসঙ্গে গোপীরা আছে, তাহা কখনো ভোলা যায় না। তোমরা "দূরে, দূরে" কি বলিতেছ ? আমাদের দেহ স্বতন্ত্র কিন্তু প্রাণ একটীমাত্র। রাধে, ব্রজে বাস করিয়া কেন বিস্মৃত হইলে ? পুরাতন স্নেহ স্মরণ কর। আমি দান পাইয়াছি ; এখন তোমরা ঘরে যাও। এখন আর (পণ্যদ্রব্যের) হিসাবের প্রয়োজন নাই। হাসিয়া হাসিয়া শ্যাম এইরূপ কথা সাজাইয়া বলিলেন।

গোপীরা বলিল—

ঘর তনু মনহিঁ বিনা নহিঁ জাত।
আপু হঁসি হঁসি কহত হো জু, চতুরাঈ কী বাত ॥
তনহি পর হৈ মনহি রাজা, জোই করৈ সো হোই।
কহো ঘর হম জাহিঁ কৈসে, মন ধর্যো তুম গোই ॥

নয়ন শ্রবণ বিচার সুধি বুধি, রহে মনহি ভুলাই।
জাহি অবহী তনহি লৈ ঘর, পরান নাহিন পাই ॥
প্রীতি করি দুবিধা করী কত, তুমহি জানৌ নাথ।
সূরকে প্রভু দীজিয়ে মনহি, জাই ঘর লৈ সাথ ॥

মন বিনা শরীর যে ঘরে যাইতেছে না। তুমি তো হাসিয়া হাঁসিয়া চতুরের মত কথা বলিতেছ। দেহের উপর মন রাজা; রাজা যাহা করেন তাহাই তো হয়। তুমি মন লুকাইয়া রাখিয়াছ, বল আমরা ঘরে যাই কি করিয়া—নয়ন, শ্রবণ, বিচার, জ্ঞান, বুদ্ধি সকলই মনের সহিত হারাইয়া গিয়াছে—এখন আমরা দেহ মাত্র লইয়া ঘরে যাইব, মনকে তো আর সঙ্গে লইতে পারিব না। প্রীতি করিয়া দুইটী পৃথক্ ফল হইতেছে কেন? আমাদের মন ফিরাইয়া দাও, আমরা সঙ্গে করিয়া ঘরে লইয়া যাই।

তখন কৃষ্ণ বলিলেন—

মন ভিতর হৈ বাস হমারো।
হমকো লৈ করি তুমহি ছুপায়ো, কহা কহতি য়হ দোষ তুম্হারো ॥
অজহু কহৌ, রৈহেঁ অনতহি, তুম অপনো মন লেহু।
অব পছিতানৌ লোক লাজ ডর, হমহি ছাড়ি তৈঁ দেহু ॥
ঘটতী হোই জাহিতে অপনী, তাকো কীজৈ ত্যাগ।
ধোকে কিয়ো বাস মন ভীতর, অব সমুঝে ভয়ি জাগ ॥
মন দীন্হো মোকো তব লীন্হো, মন লৈহো মৈ জাউঁ।
সূর শ্যাম ঐসী জনি কহিয়ে, হম য়হ কহী স্বভাউ ॥

মনের ভিতর আমার বাস। তোমরা কি বলিতেছ? আমাকে লইয়া তোমরাই তো লুকাইয়া রাখিয়াছ, দোষ তো তোমাদেরই। এখনো বল, আমি অন্যত্র থাকিব, তোমাদের মন তোমরা লও। এখন যদি পশ্চাত্তাপ ও লোক-লজ্জার ভয় হয়, তাহা হইলে আমাকে তোমরা ছাড়িয়া দাও। যাহা হইতে নিজের ক্ষতি হয়, তাহা ত্যাগ কর। এখন আমার জ্ঞান হইয়াছে যে আমি ভুল করিয়া তোমাদের মনে বাস করিয়াছিলাম। তোমরা আমাকে মন দিতে পারিয়াছিলে বলিয়াই আমার মন লইতে পারিয়াছ। তোমাদের মন লইবে? আমি যাই। (গোপীরা বলিল) শ্যাম, এমন কথা বলিও না, (আমরা যে মন ফিরাইয়া লইব বলিয়াছি তাহা) আমরা সরল ভাবে বলিয়াছি।

তুমহি বিনা মন ধৃক, অরু ধৃক ঘর।
তুমহি বিনা ধৃক, ধৃক মাতুপিত, ধৃক ধৃক কুলকানি লাজ ডর॥
ধৃক সুত পতি, ধৃক জীবন জগকো, ধৃক তুম বিন সংসার।
ধৃক সো দিবস পহর ঘটিকা পল, ধৃক ধৃক য়হ কহি নন্দকুমার॥
ধৃক ধৃক শ্রবণ কথা বিনু হরিকে, ধৃক লোচন বিনু রূপ।
সূরদাস প্রভু তুম বিনু ঘর জো, বন ভীতর কে কূপ॥

তোমা বিনা মনকে ধিক্, গৃহকে ধিক্। তোমা বিনা মাতাপিতাকে ধিক্, কুলমর্য্যাদার লজ্জা-ভয়কে ধিক্। তোমা বিনা পতিপুত্রকে ধিক্, পৃথিবীর জীবনকে ধিক্ এবং সংসারকে ধিক্। যে দিবসে, প্রহরে, ঘটিকাতে ও পলে তোমার নাম লওয়া হয় না, হে নন্দকুমার, তাহাকে ধিক্। হরিবিহীন শ্রবণকে ধিক্, হরিবিহীন কথাকে ধিক্, হরি-রূপ-দর্শন-বিহীন লোচনকে ধিক্। হে প্রভু, তোমা ভিন্ন গৃহ যেন বন-মধ্যস্থ কূপ।

সংযোগ-শৃঙ্গার

রাধাকৃষ্ণের প্রেম

এই প্রকারে রাধা ও অন্যান্য গোপীরা সততঃ কৃষ্ণের ধ্যান করিত এবং কৃষ্ণ-প্রেমে মগ্ন থাকিত। কখনো কখনো কৃষ্ণ তাহাদিগকে দর্শন-দানে চরিতার্থ করিতেন। এক গোপী বলিতেছে—

শ্যাম অচানক আই গয়ে রী।
মৈ বৈঠী গুরুজন বিচ সজনী, দেখত হী মেরে নয়ন নয়ে রী॥

শ্যাম অকস্মাৎ আসিয়া পড়িলেন। হে সজনি, আমি গুরুজন-মধ্যে বসিয়াছিলাম, তাঁহাকে দেখিয়াই আমার নয়ন নত হইল।

আর এক গোপী বলিতেছে—

ব্রজ কী খোরী ঠাঢ়ো সাঁবরো ঢোঠৌনা, তব হোঁ মোহী রী মোহী রী।
জবতেঁ মৈ দেখে শ্যামসুন্দর রী, চলি ন সকত, পগ দই হৈ কাম নৃপ দ্রোহী রী॥

ব্রজের গলিতে শ্যামল কিশোর দাঁড়াইয়া ছিলেন; তখনই আমি মোহিত হইয়াছি, মোহিত হইয়াছি। যখন হইতে আমি শ্যামসুন্দরকে দেখিয়াছি,

তখন হইতে আমার চলিবার শক্তি নাই ; আমি বিদ্রোহী মদন রাজাকে আমার চরণ দান করিয়া ফেলিয়াছি।

আঁখিন মেঁ বসৈ, জিয়রে মে বসৈ, হিয়রে মে বসত, নিসিদিন প্যারো।
মন মে বসৈ, তন মে বসৈ, রসনী মে বসৈ, অঙ্গ অঙ্গ মে বসত নন্দবারো॥
সুধি মে বসৈ, বুধিহূ মে বসৈ, উরজন মে বসত, পিয় প্রেম দুলারো।
সূর শ্যাম বনহূ মে বসত, সঙ্গ জ্যোঁ জলরঙ্গ, ন হোত ন্যারো॥

প্রাণপ্রিয় কৃষ্ণ চক্ষে বাস করিতেছেন, প্রাণে বাস করিতেছেন, হৃদয়ে নিশিদিন বাস করিতেছেন। নন্দনন্দন মনে বাস করিতেছেন, রসনায় বাস করিতেছেন, অঙ্গে অঙ্গে বাস করিতেছেন। আমার আদরের প্রিয়তম আমার চিন্তায় বাস করিতেছেন, আমার বুদ্ধিতে বাস করিতেছেন, আমার স্তনে বাস করিতেছেন, যেমন জলে মিশ্রিত রং জল হইতে পৃথক্ থাকে না।

কৃষ্ণ রাধার প্রেমে মগ্ন হইয়া গেলেন—

শ্যাম ভয়ে বৃষভানুসুতা বস, নহী কছু ভাবৈ হো।
শ্যাম শ্যামবস ঐসে জ্যোঁ, সঁগ ছাহ ডুলাবৈ হো॥

শ্যাম রাধায় অনুরক্ত হইলেন, তাঁহার আর কিছু ভাল লাগে না। তিনি সুন্দরী রাধায় এরূপ আবদ্ধ হইলেন যেরূপ ছায়া শরীরের অনুগামী হয়। কখনো শ্যাম যমুনাতটে যান, কখনো কদম্ববৃক্ষে আরোহণ করিয়া দেখেন রাধা আসিতেছেন কি না। রাধার অভাবে তিনি আকুল হইয়া থাকেন।

রাধা শ্যাম, শ্যাম রাধারঙ্গ।
পিয় প্যারী কো হৃদয় রাখত, প্যারী রহতি সদা হরি কে সঙ্গ।

রাধাশ্যাম পরস্পর পরস্পরের রঙ্গে রঞ্জিত। প্রিয় প্রিয়াকে হৃদয়ে ধারণ করেন এবং প্রিয়া সদা হরির সঙ্গে থাকেন।

রাধার উৎকণ্ঠা

কৃষ্ণের বিরহে রাধা অত্যন্ত ব্যাকুল হইতেন, কৃষ্ণকে চারিদিকে খুঁজিয়া বেড়াইতেন—

শ্যাম বিরহ বনমাঝ হেরানী।
সঙ্গী গয়ে সঙ্গ সব তজিকৈ, আপু ভয়ী দেবানী॥

শ্যামের বিরহে রাধা তাঁহাকে খুঁজিতে গিয়া বনমধ্যে হারাইয়া গেলেন। তাঁহার সঙ্গিনীরা সব তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে—তিনি পাগলের ন্যায় হইলেন।

এক সখী তাঁহার ভবনে তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। দেখিল তিনি অতি ব্যাকুল, তাঁহার জ্ঞান-চৈতন্য নাই। রাধার হস্ত ধারণ করিয়া সে জিজ্ঞাসা করিল তোমার কি হইয়াছে? তুমি এমন অবশ হইয়াছ কেন? আমাকে খুলিয়া বল। শ্যাম কি তোমাকে অবশ করিয়াছেন? শ্যামের নাম শুনিয়া রাধা চকিত হইয়া উঠিলেন। "শ্যাম কি আসিয়াছ?" বলিয়া সখীর কণ্ঠলগ্ন হইলেন। বলিলেন, "শ্যাম তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছ, এবার আমাকে ক্ষমা কর। আমি বারংবার তোমার নিকট ভিক্ষা চাহিতেছি যে তুমি আমায় তোমার চরণ-কমলে স্থান দাও।" তখন আপনার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া সখীকে বলিলেন, "সখী, তোমার কাছে আর গোপন কি করিব—আমি শ্যাম-পদে বিক্রীত হইয়াছি। শ্যাম আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন, সেই কারণে আমি পাগল হইয়া গিয়াছি। তোমরা সকলে মিলিয়া আমার কিছু উপায় কর। শ্যামের সহিত আমাকে মিলিত কর।

সে এবং অন্যান্য সঙ্গিনীরা রাধার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিল এবং তাহাদের নিজের দশাও ব্যক্ত করিল। রাধার এক প্রিয় সখী ললিতা কৃষ্ণকে আনিতে গেল, এবং কৃষ্ণের সহিত দেখা করিয়া বলিল—

পদ্মিনী সারঁগ এক মঝারি।
আপুহি সারঙ্গ নাম কহাবৈঁ সারঙ্গ বরনী বারি।
তামে এক ছবীলো সারঙ্গ, অর্ধ সারঙ্গ উনহারি।
অর্ধ সারঙ্গ পরি সকলঙ্গৈ, অর্ধ সারঙ্গ বিচারি।
তা মহি সারঙ্গ সুত সোভিত হৈ, ঠাঢ়ী সারঙ্গ ভারি।
সূরদাস প্রভু তুমহুঁ সারঙ্গ, বনী ছবীলী নারি॥

[এখানে 'সারঙ্গ' কথাটী নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। টীকার সাহায্য ভিন্ন এরূপ পদের অর্থ করা এক প্রকার অসম্ভব। সর্দ্দার-কবি-কৃত টীকা ভিন্ন অন্য কোনো টীকা পাওয়া যায় না। তাঁহার টীকাতেও সুবিধা মত অর্থ নাই। টীকাকার নিজেই পদের অর্থ বুঝিয়াছেন কিনা সন্দেহ। অর্থ করিতে গেলে ভাল রকমে সামঞ্জস্য করা যায় না, কোনো প্রকারে জোড়া-তাড়া

দিয়া মিলাইতে হয়। যাহা হউক, কোনো প্রকারে একটী ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিলাম।]

ললিতার উক্তির ভাবটী এইরূপ—[রাধা নামে এক গৌরাঙ্গী বালা আছেন। তিনি কমলা নামেও অভিহিত হন। তাঁহার ভ্রূ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি এবং তাঁহার মুখ পূর্ণচন্দ্রের ন্যায়। তিনি হরিণী-নয়না এবং সকল শোভার রাশি। শ্যাম, তুমি কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর এবং রাধাও সুন্দরী নারী। অতএব উভয়ে মিলিত হও। সারঙ্গ অর্থে মেঘ এবং ধারাধার শব্দের অর্থও মেঘ।] 'ধারাধার' শব্দের মধ্যের দুইটী অক্ষর লইলে 'রাধা' শব্দ পাওয়া যায়। সেই পদ্মিনী সারঙ্গবর্ণা (শুভ্রবর্ণা) বারী (বালা) নিজেই সারঙ্গ (কমলা) নামে অভিহিত হন। সেই নারীতে এক সুন্দর সারঙ্গ (ধনু) আছে যাহা অর্দ্ধ সারঙ্গের (চন্দ্রের) আকৃতি, [অর্থাৎ তাঁহার ভ্রূ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি।] সেই অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি ভ্রূ যুক্ত এক সকলঙ্গ (পূর্ণচন্দ্র) আছে, [অর্থাৎ রাধার মুখটী চন্দ্রের ন্যায় শোভা-বিশিষ্ট।] তাহার মধ্যে এক সারঙ্গ-সুত (হরিণ-শাবক) আছে, অর্থাৎ [রাধার নয়ন হরিণের নয়নের ন্যায়।] যেন রাধা হইয়াছেন সারঙ্গের (শোভার) ভার (রাশি)। হে শ্যাম, তুমিও সারঙ্গ (কন্দর্প) এবং রাধাও সুন্দরী নারী। [অতএব উভয়েরমিলন হউক।]

সখী কৃষ্ণকে আনিয়া রাধার সহিত মিলিত করিয়া দিল। মিলনের সময় সূরদাস রাধার মনের ভাব কিরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন শুনুন—

রাধেহি মিলেহু প্রতীত ন আবতি।
যদ্যপি নাথ বিধুবদন বিলোকতি, দরসন কো সুখ পাবতি।
ভরি ভরি লোচন রূপ পরমনিধি, উরমে আনি দুরাবতি।
বিরহ বিকল মতি দৃষ্টি দুহূঁ দিসি, সচি সরধা জ্যোঁ ধাবতি।
চিতবত চকিত রহতি চিত অন্তর, নৈন নিমেষ ন লাবতি।
সপনো অহি কি সত্য ঈস ইহ, বুদ্ধি বিতর্ক বনাবতি।
কবহুঁক করত বিচার কৌন হো, কো হরি কেহি য়হ ভাবতি।
সূর প্রেম কী বাত অটপটী, মন তরঙ্গ উপজাবতি॥

কৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াও রাধার প্রতীতি হইতেছে না, যদিও তিনি নাথের বিধুবদন বিলোকন করিতেছেন এবং দর্শনের সুখ অনুভব করিতেছেন। লোচন ভরিয়া ভরিয়া তাঁহার পরম নিধির (শ্রীকৃষ্ণের) রূপ হৃদয়ে আনিয়া

লুকাইয়া রাখিতেছেন। বিরহে মতি বিকল হইয়া যাওয়াতে তাঁহার দৃষ্টি ভ্রমরের ন্যায় ইতস্ততঃ ধাবিত হইতেছে। রাধা কৃষ্ণকে দেখিতেছেন বটে কিন্তু (তাঁহাকে হারাইবার ভয়ে) মনের মধ্যে ব্যাকুল হইতেছেন, এবং তাঁহার নয়ন নিমেষ লইতেছে না। তিনি তর্কের সাহায্যে চিন্তা করিতেছেন, ইহা কি স্বপ্ন,—না, সত্য সত্যই ইনি ঈশ্বর? আবার ভাবিতেছেন—কে ইনি? হরি কে? কেনই বা ইঁহাকে ভালবাসি? আবার কিছুক্ষণ পরেই অসম্বদ্ধ বাক্যালাপ মনে তরঙ্গ উপস্থিত করিতেছে।

সংযোগ-শৃঙ্গার

রাস-লীলা

গোপীদের মনস্কামনা পূর্ণ করিবার অভিপ্রায়ে কৃষ্ণ রাসলীলার কল্পনা করিলেন। * শারদ পূর্ণিমার স্নিগ্ধ কৌমুদীযুক্ত নিশা এই লীলার উপযোগী বিবেচনা করিয়া তিনি ঐ সময়ে তাঁহার বংশীতে ফুৎকার দিলেন। যে বংশীর ফুৎকারে সমস্ত চরাচর নিয়ন্ত্রিত হইতেছে, † তাহার মোহিণী শক্তি হইতে কে অব্যাহতি পাইতে পারে? ব্রজ-যুবতীদের সাধ্য কি যে স্থির থাকে। বংশীর আহ্বান শুনিয়া যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, সে সেই অবস্থাতেই ধ্বনির উৎপত্তি-স্থানের দিকে ধাবিত হইল। ‡ শ্যামের বংশীর বৈশিষ্ট্য এই যে, যাহাকে লক্ষ্য করিয়া উহা ধ্বনিত হয়, কেবল সেই উহার ধ্বনি শুনিতে পায়, অন্যে পায় না। প্রত্যেকের জন্য উহার নির্দ্দেশ ভিন্ন হইলেও, ঐ সকল নির্দ্দেশানুসারে বিশ্বের যে কার্য্য পরম্পরা চলিতেছে, তাহাতে এক অপূর্ব্ব শৃঙ্খলা ও একতা বর্ত্তমান, এবং তদ্দারা এই চমৎকার মাধুর্য্যের সৃষ্টি

* ভগবানপি তা রাত্রীঃ শরদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগমায়ামুপাশ্রিতঃ॥ ভাগ—১০।২৯।১

† জ্ঞানদাসের কবিতা স্মরণ করুন—
মুরলী করাও উপদেশ।
যে রন্ধ্রে যে ধ্বনি উঠে জানহ বিশেষ॥ ইত্যাদি।

‡ Browningএর Pied Piper of Hamlin কবিতাটী স্মরণ করুন।

হইতেছে। * রাস-লীলায় বিশ্বের বিরাট্ কার্য্য-প্রণালীর মধুর আভাস দেওয়া হইয়াছে—ভগবান্ একই সময়ে সর্ব্বত্র উপস্থিত থাকিয়া কি সুন্দর ভাবে উহার পরিচালনা করিতেছেন। গোপীদের নারীত্বের ভাব কিছু সময়ের জন্য মন হইতে বিদূরিত করিয়া প্রকৃতি ও পুরুষের—জীবত্মা ও পরমাত্মার—ঘনিষ্ট সম্বন্ধের কথা ভাবিয়া দেখুন। বুঝিতে পারিবেন যে, কি মধুর ভাবে ভাগবৎকার এই ব্যাপারটী আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন। একবার কল্পনার চক্ষে দেখুন শারদীয়া পূর্ণিমার শুভ্র জ্যোৎস্না-বিধৌত বিস্তৃত যমুনা-পুলিনে ষোড়শ সহস্র গোপাঙ্গনার প্রত্যেকের † সহিত একই সময়ে সংযুক্ত হইয়া শ্রীভগবান্ নর্ত্তনানন্দে উন্মত্ত আছেন। ঐ বিরাট্ নর্ত্তন কি এই বিশ্বমধ্যে প্রকৃতি ও পুরুষের আরও বিরাট্ নর্ত্তনের ভাব হৃদয়ে উপস্থিত করিতে সমর্থ নহে?

শৃঙ্গার রসের চরম পরিণতি শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা, এবং ইহারই প্রকাশের জন্য ভগবানের নর-দেহ ধারণ।

গোপ-যুবতীরা আর স্থির থাকিতে পারিল না—

সুনত মুরলী অলি ন ধীর ধরিকৈ।
চলী পিত মাত অপমান করিকৈ।
লরত নিকসী সবৈ তোরি ফোরিকৈ। ‡
ভয়ী আতুর বদন দরস হরি কৈ।
জাহি জো ভজৈ সো তাহি রাতৈ।
কেউ কছু কহৈ সব নিরস বাতৈঁ।

* Pythagorus এবং Addisonএর Music of the Spheres স্মরণ করুন

† কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
ররাম ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোপি লীলয়া॥

‡ চণ্ডীদাসের নিম্নলিখিত পদটী স্মরণ করুন—

সহিতে না পারি মুরলীর ধ্বনি পশিল হিয়ার মাঝে।
বরজ তরুণী হইল বাউরী হরিল কুলের লাজে॥
কৃষ্ণ মুখী হৈয়া মুরলী শুনিয়া সব বিসারিত ভেল।
সকল রমণী ধাইল অমনি কেহ কাহা নাহি মানে॥

তা বিনা তাহি কছু নহীঁ ভাবৈ।
ঔর তো জোরি কোটিক দিখাবৈ।
প্রীতি কথা বহ প্রীতিহি জানৈ।
ঔর করি কোটি বাতৈঁ বখানৈ।
জ্যোঁ সলিল সিন্ধু বিনু কহুঁ ন জায়ী।
সূর বৈসী দসা ইনহুঁ পায়ী॥

শ্যামের মুরলী-ধ্বনি শুনিয়া ধৈর্য্য ধারণ করিতে না পারিয়া গোপীরা পিতামাতার অপমান করিয়া চলিল।* সকলে বিবাদ করিতে করিতে সকল বাধা ভগ্ন করিয়া বাহির হইল। তাহারা হরিদর্শনের জন্য আতুর হইয়াছিল, কারণ, যে যাহাকে ভজনা করে, সে তাহাতেই অনুরক্ত হয়—তাহাকে ভিন্ন তাহার আর কিছু ভাল লাগে না—অন্যে কোটী যুক্তি দেখাইলেও উহা তাহার নিকট নীরস বলিয়া বোধ হয়। প্রেমের কথা প্রেমই বুঝিতে পারে এবং কোটী প্রকারে তাহার ব্যাখ্যা করে। যেমন সলিল সিন্ধু ভিন্ন আর কোথাও যায় না, সেই দশা ইহাদেরও হইয়াছিল।

সূরদাস রাসলীলা-সম্বন্ধে নিজের অভিমত এইরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন—

রাসরস রীতি নহিঁ বরনি আবৈ।
কহাঁ বৈসী বুদ্ধি, কহাঁ বহ মন, কহাঁ য়হ চিত্ত, জিয় ভ্রম ভুলাবৈ।
জো কহোঁ কৌন মানৈ নিগম আগম, জো কৃপা বিন নহীঁ য়হ রসহি পাবৈ।
ভাব সোঁ ভজৈ, বিন ভাব মেঁ এ নহীঁ, ভাবহী মাহঁ, ভাব য়হ বসাবৈ।
য়হৈ নিজ মন্ত্র, য়হ জ্ঞান য়হ ধ্যান হৈ, দরশ দম্পতি সার গাঁউ।
য়হৈ মাগোঁ বার বার প্রভু, সূরকে নয়ন দ্বৌ রহে, নরদেহ পাউঁ॥

রাস-রসের রীতি বর্ণনা করা অসাধ্য। আমার সে মন বা বুদ্ধি কোথা? আমার এ চিত্ত আমার এ জীবনকে ভ্রমের দ্বারা প্রতারিত করিতেছে। যদি বেদ ও তন্ত্রের কথা বলি, কে তাহা মান্য করিবে? হরির কৃপা ভিন্ন রাস-রসের

* তা বার্য্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥ ভাগবত—১০।২৯।৮

আস্বাদন করা যায় না। ভাবের (ভক্তির) দ্বারাই ইহা পাইতে চেষ্টা করিতে হয়; ভাব না থাকিলে ইহা পাওয়া যায় না। ভাবের মধ্যেই ইহা ভাবের প্রতিষ্ঠা করে। ইহাই নিজের মন্ত্র, ইহাই ধ্যান, ইহাই জ্ঞান। রাধা-কৃষ্ণের যুগল দর্শনই সাধনার সার। হে প্রভু, আমি বারংবার এই ভিক্ষা করি, যেন যুগল-দর্শনে সমর্থ দুইটী নয়ন লইয়া আবার নরদেহ পাই।

গোপীগণ আসিয়া পৌঁছিলে কৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিলেন—

নিশি কাহে বন কো উঠি ধাঈ।
হাঁসি হাঁসি স্যাম কহত হৈঁ সুন্দরি, কী তুম ব্রজ মারগ হি ভুলাঈ।
গয়ী রহী দধি বেচন মথুরা, তহঁা আজু অবসের লগাঈ।
আতি ভ্রম ভয়ো, বিপিন কোঁ আয়ীঁ, মারগ বহ, কহি সবনি বতাঈ।
জাহু জাহু ঘর, তুরত জুবতিজন, খিঝত গুরুজন, কহি ডরবাঈ।
কী গোকুল তে, গমন কিয়ো তুম, ইন বাতন হৈ নহীঁ ভলাঈ।
য়হ সুনিকৈ ব্রজবাম কহত ভয়ীঁ, কহা করত গিরিধর চতুরাঈ।
সূর নাম লৈ লৈ জন জন কে, মুরলী বারম্বার লগাঈ॥

কৃষ্ণ হাসিয়া হাসিয়া গোপাঙ্গনাদিগকে বলিলেন, "নিশাতে উঠিয়া বনে দৌড়িয়া আসিলে কেন? তোমরা কি ব্রজের পথ হারাইয়া ফেলিয়াছ? তোমরা বোধ হয় দধি বিক্রয় করিবার জন্য মথুরায় গিয়াছিলে এবং সেখানে তোমাদের বিলম্ব হইয়াছিল। তোমাদের অত্যন্ত ভ্রম হইয়াছে, বনের পথে কেন আসিলে? ঐ দেখ ব্রজের পথ।" এই বলিয়া সকলকে পথ দেখাইলেন। "হে যুবতীগণ, শীঘ্র গৃহে যাও, তোমাদের গুরুজনেরা তিরস্কার করিবেন" বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিলেন। "লোকে যদি জানে যে তোমরা গোকুল হইতে চলিয়া গিয়াছ, তাহাও তো ভাল নহে।" ইহা শুনিয়া ব্রজ-বামাগণ বলিল, "গিরিধারি, প্রত্যেকের নাম লইয়া বারংবার মুরলী বাজাইয়াছ, এখন তুমি এ কি চাতুরী করিতেছ?"

কৃষ্ণ বলিলেন—

য়হ জিনি কহৌ ঘোষ কুমারি।
হম চতুরাঈ নহীঁ কীনহীঁ, তুম চতুর সব খারি॥

কহাঁ হম কহাঁ তুম রহী ব্রজ, কহাঁ মুরলী নাদ।
করতি হৌ পরিহাস হম সোঁ, তজৌ য়হ রসবাদ ॥
বড়ে কী তুম বহূবেটী, নাম লে ক্যোঁ জাই।
ঐসে হী নিসি দৌরি আয়ীঁ, হমহিঁ দোস লগাই ॥
ভলী য়হ তুম করী নাহীঁ, অজহুঁ ঘর ফিরি জাহু।
সূর প্রভু ক্যোঁ নিডরি আয়ী, নহীঁ তুম্হারে নাহু ॥

এ কথা বলিও না ঘোষ কুমারীগণ। আমি চাতুরী করি নাই। হে গোয়ালিনীগণ, তোমরাই চতুরা। কোথায় আমি থাকি, আর কোথায় তোমরা থাক ব্রজে, আর কোথায় বা মুরলী-নাদ। তোমরা আমার সহিত পরিহাস করিতেছ। এই রসের কথা ছাড়। তোমরা বড় লোকের ঝী-বৌ, তোমাদের কি নাম লওয়া যায়? তোমরা নিজেই আজ রাত্রিতে দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে দোষ দিতেছ। তোমরা এ কাজ ভাল কর নাই। এখনও ঘরে ফিরিয়া যাও। এত নির্ভয় হইয়া কেমন করিয়া এখানে আসিলে? তোমাদের কি পতি নাই?

অব তুম কহী হমারী মানো।*
বনমেঁ আই রৈনি সুখ দেখ্যো, ইহৈ লহ্যো সুখ জানো ॥
অব তুম ভবন জাহু পতি পূজহু, পরমেসর কী নাঈঁ।
সূর শ্যাম জুবতিন সোঁ কহি কহি সব অপরাধ ক্ষমাঈঁ ॥

এক্ষণে তোমরা আমার কথা শুন। বনে আসিয়া এই সুন্দর রজনীর সুখ অনুভব করিলে, ইহাই তোমাদের লাভ জানিবে। এখন তোমরা নিজ নিজ ভবনে যাও এবং পতিকে ঈশ্বরের ন্যায় পূজা কর। যুবতীদিগকে বলিয়া বলিয়া শ্যাম সকল অপরাধ ক্ষমা করিলেন।

* রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ ॥
ভাগ—১০।২৯।১৯

শ্যাম উর প্রীতি মুখ কপট বাণী। *

জুবতী ব্যাকুল ভয়ীঁ, ধরণি সব গিরি গয়ীঁ, আস গই টুটি, নহিঁ ভেদ জানী॥

শ্যামের হৃদয়ে প্রেম কিন্তু মুখে কপট বচন। যুবতীরা ব্যাকুল হইয়া ভূমিতে পতিত হইল। তাহাদের আশা ভগ্ন হইল, কিন্তু তাহারা (এ পর্য্যন্ত শ্যামের) অন্তরের ভাব জানিতে পারিল না।

তাহারা বলিল—

নিঠুর বচন জিনি বোলহু শ্যাম।
আস নিরাস করো জিনি হমরী, ব্যাকুল বচন কহতি হৈঁ বাম॥
অন্তর কপট দূরি করি ডারৌ, হম তন কৃপা নিহারো।
কৃপাসিন্ধু তুমকো সব গাবত, আপনো নাম সঁভারো॥ †
হমকো সরণ ঔর নহিঁ সূঝৈ, কাপৈ হম অব জাহিঁ। ‡
সূরদাস প্রভু নিজ দাসিনকো, চূক কহা পছিতাহিঁ॥

এমন নিষ্ঠুর বাক্য বলিও না, শ্যাম। আমাদিগকে আশায় নিরাশ করিও না। আমাদের প্রতি কৃপা দৃষ্টি করিয়া অন্তরের কপটতা দূর কর। তুমি কৃপাসিন্ধু নামে গীত হইয়া থাক। স্বনামের গৌরব রক্ষা কর। আমরা আর অন্য শরণ দেখিতে পাইতেছি না, এখন আমরা কাহার আশ্রয়ে যাইব? প্রভু, নিজ দাসীদের ভুল হইয়াছে বলিয়া পশ্চাত্তাপ করিয়া কি হইবে?

* ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোপ্যো গোবিন্দভাষিতম্।
বিষণ্ণা ভগ্নসঙ্কল্পাশ্চিন্তামাপুর্দুরত্যয়াম্॥ ভাগ—১০।২৯।২৮

† মৈবং বিভোঽর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
সন্ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াংস্তব পাদমূলম্।
প্রাপ্তা ভজস্ব দুরবগ্রহ মা ত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষো ভজতো মুমুক্ষূন্॥ ভাগ—১০।২৯।৩১

‡ না ঠেলহ ছলে অবলা অখলে
যে হয় উচিত তোর।
ভাবিয়া দেখিনু প্রাণনাথ বিনে
গতি যে নাহিক মোর॥ চণ্ডীদাস।

তুম পাবত হম ঘোষ ন জাহিঁ।
কহা জাই লৈহেঁ ব্রজমেঁ, য়হ দরসন ত্রিভুবন মেঁ নাহিঁ॥
তুমহুঁতে ব্রজ হিতূ কোউ নাহিঁ, কোটি কহৌ নহিঁ মানৈঁ।
কাকে পিতা মাত হৈঁ কাকে, কাহূ হম নহিঁ জানৈঁ॥
কাকে পতিসুত মোহ কৌন কো, ঘর হৌ কহা পঠাবত।
কৈসো ধর্ম্ম পাপ হৈ কৈসো, আস নিরাস করাবত॥
হম জানৈঁ কেবল তুমহী কো, ঔর বৃথা সংসার।
সূর শ্যাম নিঠুরাঈ তজিয়ে, তজিয় বচন বিনু সার॥

তোমাকে পাইয়াছি, আর আমরা ব্রজে যাইব না। আমরা সেখানে যাইয়া কি লইব? তোমার এই দর্শন তো ত্রিভুবনের অন্যত্র কোথাও নাই। ব্রজে তোমাপেক্ষা হিতকর আমাদের আর কিছু নাই। তুমি যদি কোটী বার যাইতে বল, তাহা হইলেও আমরা শুনিব না। কিসের পিতা, কিসের মাতা? তাহাদের কাহাকেও আমরা জানি না। কিসের পতিপুত্রের মোহ, কাহার ঘরবাড়ি যে, সেখানে আমাদিগকে পাঠাইতেছ? ধর্ম্ম কিরূপ, পাপই বা কিরূপ যে আমাদিগকে আশায় নিরাশ করিতেছ? আমরা কেবল তোমাকেই জানি। তোমা ভিন্ন এ সংসারের আর সব মিছা। শ্যাম, নিষ্ঠুরতা ত্যাগ কর; আর, অসার কথাও ত্যাগ কর।

আপুহি কহী করৌ পতি সেবা, তা সেবা কো হম আয়ী।
সুনহু শ্যাম ইহঁঈ তনু ত্যাগেঁ, হমরো ঘোষ গয়ো নহিঁ জায়ী॥

তুমিই তো আমাদিগকে পতি-সেবা করিতে বলিয়াছ। সেই পতি-সেবা করিতেই তো আমরা আসিয়াছি। শ্যাম, তুমি শুন, আমরা এখানেই তনুত্যাগ করিব সেও ভাল, তবু ব্রজে ফিরিয়া যাওয়া চলিবে না।

হম চাহতি মৃদু হঁসনি মাধুরী, জাতে উপজে কাম।
সূর শ্যাম অধরন রস সীঁচহু, জরতি বিরহ সব বাম॥

আমরা তোমার মৃদু হাস্যের মাধুরী চাই যাহাতে অনুরাগ উৎপন্ন হয়। সকল বামা বিরহে জ্বলিতেছে, তুমি তাহাদের উপর অধর-রস (বাক্যামৃত) সেচন কর।

হরি সুনি দীন বচন রসাল। *

বিরহ ব্যাকুল দেখি বালা, ভরে নৈন বিসাল॥

চারু আনন লোর ধারা, বরণি কাপৈ জাই।

মনহু সুধা তড়াগ উছলে, প্রেম প্রগটি দেখাই॥

চন্দ্র মুখ পর নিডরি বৈঠে, সুভগ জোর চকোর।

পিয়ত মুখ, ভরি ভরি সুধা সসি, গিরত তাপর ভোঁর॥

হরষ বাণী কহত পুনি পুনি, ধন্য ধনি ব্রজ বাল।

সূর প্রভু করি কৃপা জোহো, সদয় ভে গোপাল॥

ব্রজাঙ্গনাদের দীন বচন শুনিয়া ও বিরহের ব্যাকুলতা দেখিয়া কৃষ্ণের বিশাল নয়ন জলে পূর্ণ হইল। তাঁহার চারু আননের অশ্রুধারা কে বর্ণনা করিতে পারে? যেন সুধার তড়াগ উচ্ছলিত হইয়া প্রেমকে প্রকাশ করিয়া দেখাইতেছে, যেন চন্দ্র-মুখের উপর দুইটী সুন্দর চকোর নির্ভয়ে বসিয়া আছে এবং চঞ্চু ভরিয়া ভরিয়া মুখ-শশীর সুধা পান করিতেছে। তাঁহার (মুখের) উপর যেন ভ্রমরেরা (কুঞ্চিত কেশ) আসিয়া পড়িতেছে। কৃষ্ণ গোপীদিগকে পুনঃ পুনঃ হর্ষের বাণী বলিতেছেন, "ধন্য তোমরা, ব্রজবালাগণ।" তিনি সদয় হইয়া কৃপাপূর্ব্বক তাহাদিগকে নিরীক্ষণ করিলেন।

কৃষ্ণ বলিলেন, † "ব্রজাঙ্গনাগণ, তোমরা ধন্য। তোমরা একচিত্ত হইয়া গুরুজনের ও কুল-মর্য্যাদার নিরাদর করিয়া, পতিপুত্রের স্নেহ তৃণের ন্যায় ছিন্ন করিয়া আমাকে আপন বলিয়া ভাবিতেছ। ধন্য তোমাদের প্রেমের দৃঢ়তা যে তোমরা বিনা মূল্যে আমার হস্তে বিক্রীত হইতেছ। তোমরা যে জন্য আমার ভজনা করিয়াছ, সেই ফল আমি তোমাদিগকে হাতে হাতে দিব।

* ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগীশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোঽপ্যরীরমৎ॥
ভাগ—১০।২৯।৪২

† ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মা ভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥
ভাগ—১০।৩২।২১

তোমরা দুঃখ ত্যাগ কর। তোমাদের হর্ষের সময় উপস্থিত। আমি রাস-রচনা করিয়া তোমাদের সহিত বিহার করিব। কৃষ্ণ প্রত্যেক ব্রজ-সুন্দরীর মুখের দিকে তাকাইয়া হাসিতে লাগিলেন এবং বাক্যামৃত বর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্যামসুন্দর ও রাধা মধ্যে থাকিলেন, এবং চতুষ্পার্শ্বে গোপরমণীরা দাঁড়াইল।

মানো মাই ঘর ঘর অন্তর দামিনী।*
ঘন দামিনি, দামিনি ঘন অন্তর, সোভিত হরি ব্রজভামিনী।
জমুনা পুলিন মল্লিকা মনহর, সরদ সুহাঈ জামিনী।
সুন্দর সসি গুণরূপ রাগ বিধি, অঙ্গ অঙ্গ অভিরামিনী।
রচি সুরাস মিলি রসিক রাই সোঁ, মুদি ভয়ীঁ ব্রজভামিনী।
রূপ নিধান স্যাম সুন্দর ঘন, আনঁদ মন বিস্রামিনী।
খঞ্জন মীন মরাল হরণ ছবি, ভরী ভেদ গজগামিনী।
কো গতি গুনহী সূরস্যাম সঁগ, কাম বিভোরো কামিনী॥

যেন এক ঘর অন্তর একটী দামিনী। ঘনের পর দামিনী, এবং দামিনীর পর ঘন, এই পরম্পরায় হরি ও ব্রজ-গোপীরা দণ্ডায়মান হইলেন। মল্লিকা-গন্ধে মনোহর যমুনা-পুলিনে সুন্দর শারদীয়া যামিনীতে সুন্দর শশী উদিত হইয়াছে, সুন্দর রূপ, গুণ ও স্বর লহরীর মাধুরী ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং ব্রজগোপীরাও সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী। শ্রীকৃষ্ণ সেই ব্রজ-সুন্দরীগণকে লইয়া রাসের (নৃত্য-গীতের) আয়োজন করিলেন। রসিকরাজের সহিত মিলিত হইয়া ব্রজ-ভামিনীরা মুদিত হইল। রূপের নিধান শ্যামসুন্দর-ঘনের সহিত মনের শান্তি ও আনন্দদায়িনীরা নৃত্য করিতেছে। খঞ্জন, মীন ও মরালের শ্রীহরণকারিণী গজগামিনীগণের মধ্যের ব্যবধান শ্যাম পূর্ণ করিতেছেন। শ্যামের সহিত কামবিহ্বলা গোপীদের গতির বর্ণনা কে করিতে পারে?

* রাসোৎসবঃ সম্প্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ॥
ভাগ—১০।৩২।৩৩

গতি সুগন্ধ নৃত্যত ব্রজ নারী।
হাবভাব সৈন নৈন দৈ দৈ রিঝবতি ব্রজনারী ॥
পগ পগ পটকি ভুজনি লটকাবতি, ফন্দা করনি অনূপ।
চঞ্চল চলত ঝূমিয়ে অঞ্চল, অদভুত হৈঁ বহ রূপ ॥
ত্রুরি নিরখত অঙ্গরূপ পরস্পর, দোউ মনহি মন রিঝাবত।
হঁসি হঁসি বদন বচন রস প্রগটত, স্বেদ অঙ্গ জল ভীজত ॥
বেণী ছূটি লটেঁ বগরাণী, মুকুট লটকি লটকানো।
ফূল খসত সিরতে ন্যারে, সুভগ স্বাতিসুত মানো ॥
গান করতি নাগরি রীঝে, পিয় লীনহীঁ অঙ্কম লাই।
রসবস হ্বে লপটাই রহে দোউ, সূর সখী বলিজাই ॥
নাগরী সব গুননি আগরি, মিলি চলতি পিয় সঙ্গ।
কবহুঁ গাবতি কবহুঁ নৃত্যত, কবহুঁ উঘটত রঙ্গ ॥
মণ্ডলী গোপাল গোপী, অঙ্গ অঙ্গ অনুহারি।
সূরপ্রভু ধনি নবল ভামিনি, দামিনী ছবি ডারি ॥

ব্রজ-নারীগণ নৃত্য করিতেছে। তাহাদের গতি হইতে সুগন্ধ বাহির হইতেছে। তাহারা হাবভাব ও নয়ন-কটাক্ষ দ্বারা গিরিধারীকে আনন্দিত করিতেছে। তাহারা তালে তালে পা ফেলিতেছে, সুন্দরভাবে বাহু দোলাইতেছে, এবং অপূর্ব্বভাবে লাফাইতেছে। তাহারা অঞ্চল দোলাইয়া চঞ্চলভাবে চলিতেছে; সে রূপ অদ্ভুত। প্রত্যেক যুগল গোপনে পরস্পরের অঙ্গরূপ নিরীক্ষণ করিতেছে এবং মনে মনে হর্ষান্বিত হইতেছে। হাসি দ্বারা তাহাদের বদন বচনরস প্রকট করিতেছে। ঘামে তাহাদের অঙ্গ ভিজিয়া যাইতেছে। বেণী খুলিয়া যাইতেছে, কেশ ছড়াইয়া পড়িতেছে, মুকুট ঝুলিয়া যাইতেছে, ফুল খসিয়া পড়িতেছে, যেন সুন্দর মুক্তাদল পৃথক্ হইয়া যাইতেছে। নাগরীরা আহ্লাদে গান করিতেছে। তাহাদের প্রিয় তাহাদিগকে অঙ্কে আবদ্ধ করিতেছেন, রসবসে উভয়ে লিপ্ত হইয়া যাইতেছে। গুণের আগার নাগরীরা প্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে মিলিত ভাবে অগ্রসর হইতেছে। কখনো গান করিতেছে, কখনো নাচিতেছে এবং কখনো উল্লাস দেখাইতেছে। রাস-মণ্ডলীতে গোপাল ও গোপীরা প্রত্যেকে প্রত্যেক অঙ্গের সমতা দেখাইতেছে। কৃষ্ণ এবং দামিনীচ্ছটাযুক্তা নবীন ভামিনীরা ধন্য!

রাধাকৃষ্ণের গন্ধর্ব্ব-বিবাহ

অতঃপর সূরদাস এই রাস-প্রাঙ্গণে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার গন্ধর্ব্ব-বিবাহ বিস্তার-পূর্ব্বক বর্ণনা করিয়াছেন। কৃষ্ণ মুরলী-ধ্বনি দ্বারা গোপীদিগকে বিবাহ-সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া আনিলেন এবং নিজে বরবেশে সজ্জিত হইয়া আসিলেন। কুঞ্জে মণ্ডপ এবং যমুনা-পুলিনে বেদী রচিত হইয়াছে। বৃন্দার তত্ত্বাবধানে বিবাহ-কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। মণ্ডপে স্ত্রী-আচার সম্পন্ন হইল এবং গোপীরা গাঁটছড়া বাঁধিয়া দিল। চতুর্দ্দিকের বন-বিটপ পুষ্পে আচ্ছাদিত হইল। কোকিল ও অন্যান্য বিহঙ্গমগণ মাঙ্গলিক সঙ্গীত গাইল। সেই নির্ম্মল জ্যোৎস্নায় বৃষভানুনন্দিনী ও বৃন্দাবনচন্দ্রের যুগলরূপের কি শোভাই হইল!

ইহার পর রাসরঙ্গ পুনরায় আরম্ভ হইল—

গাবত শ্যাম শ্যামা রঙ্গ।
সুঘর গতি নাগরি অলাপতি, সুর ধরতি পিয় সঙ্গ॥
তান গাবতি কোকিলা মনো, নাদ অলি মিলি দেত।
মোর সঙ্গ চকোর ডোলত, আপ অপনে হেত॥
ভামিনী অঙ্গ জোন্হ মানো, জলদ শ্যামল গাত।
পরস্পর দোউ করত ক্রীড়া, মনহি মনহি সিহাত॥

শ্যাম ও শ্যামা আনন্দে গান করিতেছেন। নাগরী রাধা প্রিয়ের সঙ্গে সঙ্গে সুর ধরিতেছেন এবং সুন্দর গতি-বিশিষ্ট তান আলাপ করিতেছেন, যেন কোকিলা তান ধরিয়া অলির সুরের সহিত সুর মিলাইতেছে—যেন পরস্পরের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া চকোরী ময়ূরের সঙ্গে সঙ্গে ফিরিতেছে—যেন ভামিনীর অঙ্গের জ্যাৎস্না শ্যামল জলদের গাত্রে পড়িয়াছে। উভয়ে ক্রীড়া করিতেছেন এবং মনে মনে পরস্পরের প্রশংসা করিতেছেন।

রাধার গর্ব্ব

রাধার মনে গর্ব্ব হইল যে তিনিই শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় এবং তাঁহারই জন্য এই রাস লীলার আয়োজন হইয়াছে। দর্পহারী ভগবান্ রাধার (ভাগবতে আছে গোপীদিগের) গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার অভিপ্রায়ে বনমধ্যে তাঁহাকে একলা

ফেলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।* কৃষ্ণের বিরহে গোপীরা ব্যাকুল হইয়া উঠিল। রাধার তো কথাই নাই—তিনি সংজ্ঞাহীনা হইয়া শুষ্ক লতার ন্যায় এক বৃক্ষমূলে পড়িয়া রহিলেন। বহুক্ষণ পরে চৈতন্য লাভ করিয়া বনমধ্যে শ্যামকে ইতস্ততঃ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন—

কহি ধোঁ রী বনবেলি কহুঁ তৈঁ, দেখে হৈঁ নঁদনন্দন।
বূঝহুঁ ধোঁ মালতী কহুঁ তৈঁ, পায়ে হৈঁ তনু চন্দন॥
কহি ধোঁ কুন্দ কদম বকুল বট, চম্পকলতা তমাল।
কহি ধোঁ কমল কহাঁ কমলাপতি, সুন্দর নৈন বিসাল॥ †
স্যাম স্যাম কহি কহতি ফিরতি যহ, ধ্বনি বৃন্দাবন ছায়ো রী।
গর্ব জানি পিয় অন্তর হ্বৈ রহে, সো মৈঁ বৃথা বঢ়ায়ো রী॥
অব বিন দেখে কল ন পরত ছিন, স্যামসুন্দর গায়ো রী।
মৃগমৃগনি দ্রুম বন সারস খগ, কাহূ নহীঁ বতায়ো রী॥
মুরলী অধর সুধারস লৈ তরু, রহে জমুন কে তীর।
কহি তুলসী তুম সব জানতি হো, কহঁ ঘনস্যাম সরীর॥ ‡
কহি ধোঁ মৃগী ময়া করি হমসোঁ, কহিধোঁ মধুপ মরাল।
সূরদাস প্রভুকে সঙ্গী হো, কহাঁ পরম দয়াল॥

"হে বনলতে, তুমি কি নন্দনন্দনকে দেখিয়াছ? হে মালতি, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি চন্দনচর্চ্চিত দেহধারী কৃষ্ণকে পাইয়াছ? হে কুন্দ,

* তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্য মানঞ্চ কেশবঃ।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত॥ ভাগ—১০।২৯।৪৮

† দৃষ্টো বঃ কচিদশ্বত্থ-প্লক্ষ-ন্যগ্রোধ নো মনঃ।
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ॥ ভাগ—১০।৩০।৫
কচিৎ কুরুবকাশোকনাগপুন্নাগচম্পকাঃ।
রামানুজো মানিনীনাংগতো দর্পহরস্মিতঃ। ভাগ—১০।৩০।৬

‡ কচিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহত্বালিকুলৈর্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ। ভাগ—১০।৩০।৭
মালত্যদর্শি বঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতিযূথিকে।
প্রীতিং বো জনয়ন্ যাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ॥ ভাগ—১০।৩০।৮

হে কদম্ব, হে বকুল, হে চম্পক-লতে, হে কমল, হে বট, তোমরা বল, সুন্দর বিশাল-নয়ন কমলাপতি কোথায়।” রাধিকা “শ্যাম, শ্যাম” বলিয়া ডাকিয়া বেড়াইতেছেন—সেই ধ্বনি দ্বারা বৃন্দাবন আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে। “আমার গর্ব্ব জানিয়া আমার প্রিয় দূরে চলিয়া গিয়াছেন—আমি অন্যায়-পূর্ব্বক আমার গর্ব্বকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলাম। এখন তাঁহাকে না দেখিয়া আমি আর থাকিতে পারিতেছি না। এখনই শ্যামসুন্দর গান করিতেছিলেন। মৃগ, মৃগী, বৃক্ষ, বন, সারস, খগ, তোমরা কেহ বলিলে না? তিনি যমুনাতীরে তরুতলে মুরলীর অধর-সুধা-রস পান করিতেছিলেন। হে তুলসি, তুমি তো সকলই জান, ঘন-শ্যাম-শরীর কৃষ্ণ কোথায়? হে মৃগ, হে মধুপ, হে মরাল, তোমরা তো শ্যামের সঙ্গী, তোমরা দয়া করিয়া বল, পরম দয়াল হরি কোথায়।”

* এই প্রকারে রাধা শোক-বিহ্বল হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। সকল সুখের আধার মোহন গোপীদিগকে শোকার্ত্ত জানিয়া বেণু বাজাইলেন। তখন তাহারা তাঁহাকে দর্শন স্পর্শন করিয়া হৃদয়ের সন্তাপ দূর করিল। তাহার পর আবার রাস উৎসব চলিতে লাগিল। অবশেষে যমুনায় জলক্রীড়া করিয়া কৃষ্ণ এই লীলা শেষ করিলেন। এই লীলার বিবরণ সমাপ্ত করিয়া সূরদাস গোপীদের পূর্ব্বজন্মের বৃত্তান্ত বলিলেন এবং তাহাদের পদরজের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন।

মানলীলা, ঝুলন-লীলা ও বসন্তোৎসব

ইহার পর সূরদাস মানলীলা, ঝুলন-লীলা এবং বসন্তোৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন। বিস্তার-ভয়ে ঐ সকল লীলার বিবরণ না দিয়া দুই-একটী পদমাত্র উদ্ধৃত করিতেছি।

চলৌ কিনি মানিনি কুঞ্জ কুটীর।
তুব বিনু কুঁঅর কোটি বনিতা ত্যজি, সহত মদন কী পীর।
গদগদ সুর পুলকিত বিরহানল, নৈন বিলোকন নীর।
ক্বাসি ক্বাসি বৃষভানু-নন্দিনী, বিলপত বিপিন অধীর।

* তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ
পীতাম্বরধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথমন্মথঃ॥

বংসী বিসিখ মাল ব্যালাবলি, পঞ্চানন পিক কীর।
মলয়জ গরল হুতাসন মারুত, সাখা মৃগ রিপু্ বীর।
হিয়মেঁ হরষি প্রেম অতি আতুর, চতুর চলহু পিয় তীর।
সুনি ভয় ভীত বজ্রকে পিঞ্জর, সূর সুরতি রনধীর ॥

হে মানিনি, কুঞ্জ কুটীরে চলনা কেন? তোমা বিহনে কুমার কোটী বনিতা ত্যাগ করিয়া মদনের পীড়া অনুভব করিতেছেন। বিরহানলে তাঁহার স্বর গদ্গদ এবং গাত্র কণ্টকিত হইয়াছে। তাঁহার নয়নের দৃষ্টি অশ্রুময়। "হে বৃষভানু-নন্দিনি, তুমি কোথায় আছ, তুমি কোথায় আছ?" এই বলিয়া তিনি বিপিনে অধীর হইয়া বিলাপ করিতেছেন। তাঁহার বংশী এখন তাঁহার বাণস্বরূপ হইয়াছে এবং গলার মালা সর্পের ন্যায় (ভীতিপ্রদ) হইয়াছে; শুক ও কোকিল সিংহের স্থানীয় হইয়াছে; চন্দন গরল সদৃশ হইয়াছে, বায়ু হুতাশন স্বরূপ হইয়াছে, এবং মদন প্রবল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হৃদয়ে হর্ষান্বিত হইয়া এবং প্রেমে আতুর হইয়া, হে চতুরে, প্রিয়ের নিকট চল। ইহা শুনিয়া বজ্রসার-কঠিন-হৃদয়া এবং সুরত-রণধীরা রাধা ভয়ভীতা হইলেন।

একটী বসন্তোৎসবের বর্ণনা শুনুন—

সুন্দর সঙ্গ ললনা বিহরী, বসন্ত সরস ঋতু আয়ী।
লৈ লৈ ছরী কুঁবরি রাধিকা, কমল নয়ন পর ধায়ী ॥
দ্বাদস বন রতনারে দেখিয়ত, চহুঁ দিসি টেসূ্ ফুলে।
মৌরে অঁবুবা ঔর দ্রুম বেলী, মধুকর পরিমল ভূলে ॥
সরিতা সীতল বহত মন্দগতি, রবি উত্তর দিসি আয়ো।
প্রেম উমগি কোকিলা বোলী, বিরহিনী বিরহ জগায়ো ॥
তাল মৃদঙ্গ বীন বাঁসুরি ডফ, গাবত মধুরী বানী।
দেত পরস্পর গারি মুদিত হ্বৈ, তরুনী বাল সয়ানী ॥

সরস বসন্ত ঋতু আসিল। সুন্দরের (কৃষ্ণের) সহিত ললনা (রাধা) বিহার করিতেছেন। পিচকারী ভরিয়া লইয়া রাধা কৃষ্ণের প্রতি ধাবিত হইতেছেন। চারিদিকে পলাস ফুল ফোটাতে দ্বাদশ বন দেখিতে রক্তবর্ণ হইয়াছে। আম, অন্যান্য বৃক্ষ এবং লতা মুকুলিত হইয়াছে। মধুকরেরা পরিমলে মত্ত হইয়াছে। শীতল নদী মন্দগতি হইয়াছে এবং রবি উত্তর

দিকে আসিয়াছেন। কোকিলার কূজন প্রেমে উদ্‌বেলিত বিরহিণীর (হৃদয়ে) বিরহ জাগাইতেছে। করতাল, মৃদঙ্গ, বীণা, বংশী ও খঞ্জনীর সাহায্যে মধুর সঙ্গীত হইতেছে। বালিকা, তরুণী ও প্রৌঢ়াগণ আনন্দে গানের মধ্যে পরস্পরকে গালি দিতেছে।

কৃষ্ণের সহিত রাধা ও গোপীদের বিহারের একটী চিত্র দেখুন—

যমুনা কে তট খেলতি হরি সঁগ, রাধা সহিত সব গোপী হো।
নন্দ কো লাল গোবর্ধনধারী, তিনকে নখ মনি ওপী হো।
* চলহু সখী জৈয়ে তহাঁ ছিন, জিয়রা ন রহায়ে হো।
বেনু সব্দ মন হরি লীনো, নানা রাগ বজায়ী হো।
সজল জলদ তনু পীতাম্বর ছবি, কর মুখ মুরলীধারী হো।
লটপটী পাগবনে মনমোহন, ললনা রহী নিহারী হো।
নৈন সৈন সোঁ নৈন মিলে, কর সোঁ কর, ভুজা ঠয়ে হরি গ্রীবা হো।
মধ্য নায়ক গোপাল বিরাজত, সুন্দরতা কী সীবাঁ হো।
করত কেলি কৌতূহল মাধব, মধুরী বাণী গাবৈ হো।
পূরণ চন্দ্র সরদকী রজনী, সন্তন সুখ উপজাবৈ হো।
সকল শৃঙ্গার কিয়ো ব্রজবণিতা, নখ সিখ লোভ লটানী হো।
লোকবেদ কুলধর্ম কেতকী, নেকু ন মানত কানী হো।
মাধব-নারি নারি মাধব কী, ছিরকত চোবা চন্দন হো।
ঐসো খেল মচ্যো উপরাপরি, নংদনন্দন জগবন্দন হো॥

যমুনার তীরে রাধা ও গোপীরা হরির সহিত খেলা করিতেছে। গোবর্দ্ধন-ধারী নন্দদুলালের নখমণির কি চমৎকার শোভা! চল, সখি, সেখানে যাই—আমার প্রাণ ক্ষণমাত্র এখানে স্থির থাকিতেছে না। বেণু-শব্দ নানা রাগে বাজিয়া মন হরণ করিতেছে। সজল-জলদতনু পীতাম্বর (কৃষ্ণ) মুখে ও করে মুরলী ধারণ করিয়া থাকাতে বড়ই শোভা হইয়াছে। মনোমোহন মাথায় উষ্ণীষ জড়াইয়া সজ্জিত হইয়াছেন, ললনারা একদৃষ্টে তাহা দেখিতেছে। কৃষ্ণের

* তুলনা করুন - নাচিছে কদম্ব-মূলে বাজায়ে মুরলী রে রাধিকারমণ।
চল সখি ত্বরা করি দেখিতে প্রাণের হরি ব্রজের রতন॥ ব্রজাঙ্গনা-কাব্য।

কটাক্ষের সহিত গোপীদের কটাক্ষ মিলিত হইতেছে, করের সহিত কর মিলিত হইতেছে এবং বাহুদ্বারা হরির কণ্ঠ বেষ্টিত হইতেছে। সৌন্দর্য্যের সীমা গোপাল গোপীদের মধ্যে বিরাজ করিতেছেন। মাধব কৌতূহলযুক্ত হইয়া কেলি করিতেছেন এবং মধুর স্বরে গান করিতেছেন। শরৎকালীন পূর্ণচন্দ্রোজ্জ্বল রজনী সাধুদিগের মনে সুখ উৎপন্ন করে। সকল বেশভূষায় সজ্জিত ব্রজ-বনিতাগণ সম্পূর্ণরূপে লোভের বশবর্ত্তী হইয়া লোকাচার, কুলধর্ম্ম ও কুলমর্য্যাদা কিছুই মান্য করিতেছে না। মাধব নারীদিগের উপর এবং নারীরা মাধবের উপর চোয়া-চন্দন ছিটাইতেছে। জগবন্দন নন্দনন্দন এইরূপ ক্রীড়ায় নিযুক্ত আছেন।

বিয়োগ-শৃঙ্গার

গোপী-বিরহ

শ্রীকৃষ্ণের লোকপ্রিয়তা ও শক্তির কথা শুনিয়া কংসের মনে অত্যন্ত ভয় হইল এবং তাঁহার বধসাধনের উদ্দেশ্যে কোনো প্রকারে তাঁহাকে মথুরায় লইয়া যাইবার পরামর্শ হইতে লাগিল। স্থির হইল যে সুফলকের পুত্র অক্রুর গোকুলে যাইয়া নন্দের নিকট বলিবেন যে—কৃষ্ণ কালিয়নাগকে দমন করিয়া কালী হ্রদ হইতে রাজা কংসের আজ্ঞানুসারে কমল ফুল সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, তজ্জন্য রাজা তাঁহার উপর অত্যন্ত প্রীত হইয়াছেন এবং কৃষ্ণ-বলরামের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের কথা শুনিয়া রাজা কংস তাঁহাদিগকে দেখিতে চাহিয়াছেন। রাজা তাঁহাদিগকে পুরস্কৃত করিবেন। অতএব অক্রুর রথে করিয়া তাঁহাদিগকে মথুরায় লইয়া যাইবেন।

নন্দ ও যশোদা এই সংবাদ শুনিয়া বজ্রাহতের ন্যায় হইলেন। ব্রজ-গোপ ও গোপীদের মধ্যে হাহাকার পড়িয়া গেল। নন্দ ইহার পূর্ব্বে এইরূপ একটী স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন এবং স্বপ্নের কথা সত্য হইতে চলিল দেখিয়া অত্যন্ত ব্যাকুল হইলেন।

ব্যাকুল নন্দ সুনতহিঁ বানী।
ধরনী মুরছি পরে অতি ব্যাকুল, বিবস জসোদা রানী॥

ব্যাকুল গোপ গ্বাল সব ব্যাকুল, ব্যাকুল ব্রজকী নারী।
ব্যাকুল সখা শ্যাম বলকে জে, ব্যাকুল অতি জিয়মারী॥

ঐ সংবাদ শুনিয়া নন্দ ব্যাকুল হইলেন। অতি ব্যাকুল ও অবশ হইয়া যশোদা মূর্চ্ছিত হইয়া ধরণীতে পড়িয়া গেলেন। সব গোপ ও গোপনারীরা ব্যাকুল, এবং কৃষ্ণ ও বলরামের সখারাও ব্যাকুল ও মৃতপ্রায়।

যশোদা ও গোপীদের বিরহের অসংখ্য উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট পদ সূরদাসের কাব্যে পাওয়া যায়। কোন্‌টী ফেলিয়া কোন্‌টী নির্ব্বাচন করা হইবে তাহা নির্ণয় করা কঠিন। নিম্নে যেখান-সেখান হইতে কয়েকটী পদ উদ্ধৃত হইল।

অনল তে বিরহ অগিনি অতি তাতী।
মাধো চলন কহত মধুবন কো, সুনে তপৈ অতি ছাতী।
ন্যাইহি নাগরি নারি বিরহবস, জরত দিয়া জ্যোঁ বাতী।
জে জরি মরে প্রগট পাবক পরি, তে ত্রিয় অধিক সুহাতী।
ঢারতি নীর নয়ন ভরি ভরি সব, ব্যাকুলতা মদমাতী।
সূর ব্যথা সোঈ পৈ জানৈ, শ্যাম সুভগ রঁগরাতী॥

বিরহের অগ্নি অনল অপেক্ষাও উত্তপ্ত। মাধবকে মথুরায় যাইতে বলা হইতেছে শুনিয়া হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। যথার্থই নগরের নারীরা দীপের বর্ত্তিকার ন্যায় (গোপনে) বিরহে জ্বলিতেছে; অথচ যে স্ত্রীরা প্রকাশ্যে অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া পুড়িয়া মরে, তাহারাই প্রশংসনীয় হয়। ব্যাকুলতা-রূপ মদিরায় মত্ত হইয়া গোপীরা তাহাদের নয়ন ভরিয়া ভরিয়া জল ঢালিতেছে। ব্যথা সেই জানে যে শ্যামসুন্দরের প্রেমে রঞ্জিত।

এই বিয়োগে যশোদার দশা অতি করুণ—

মেরো মায়ী, নিধনী কো ধন মাধো।
বারম্বার নিরখি মন মানত, ত্যজত নহীঁ পল আধো।
ছিন ছিন পরসত অঙ্গ মিলাবত, প্রেম প্রগট হৈ লাধৌ।
নিসিদিন সুচন্দ্র চকোর কী ছবি জনু, মিটৈ ন দরস কী সাধৌ।

করিহৈ কহা অক্রূর হমারো, দৈহৈ প্রাণ অগাধৌ।
সূর স্যাম ঘন হম নহিঁ পঠৈউ, অবহিঁ কংস কিন বাঁধৌ॥

'মাধব আমার নির্ধনের ধন। বারংবার তাহাকে নিরীক্ষণ করিয়াও তৃপ্তি হয় না। আমি আধ পলও তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারি না। আমি ক্ষণে ক্ষণে তাহাকে স্পর্শ করিয়া তাহার অঙ্গ মিলাইয়া লইয়া থাকি। তাহাকে পাইলে আমার স্নেহ ব্যক্ত হইয়া পড়ে। নিশিদিন চন্দ্রের প্রতি চকোরের ন্যায় আমার অবস্থা, যেন দর্শনের সাধ আর মেটে না। আমি আমার শ্যাম-ধনকে পাঠাইব না। না হয় আমার প্রাণ অগাধ জলে (ফেলিয়া) দিবে। এখনই কংস আমাকে বাঁধিয়া লইয়া যাউক না কেন।

শ্যাম মথুরায় চলিয়া গিয়া গোপীদের প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন তাহার আলোচনা শুনুন—

সখি রী স্যাম সবৈ ইক সার।
মীঠে বচন সুহায়ে বোলত, অন্তর জারনহার।
ভঁবর কুরঙ্গ কাগ অরু কোকিল, কপটিন কী চটসার।
কমল নয়ন মধুপুরী সিধারে, মিটি গো মঙ্গলচার।
সুনহু সখি রী দোষ ন কাহু, জো বিধি লিখো লিলার।
য়হ করতূতি ইন্‌হৈ কী নাঈঁ, পূরব বিবিধ বিচার।
উমগি ঘটা নঁঘি আবৈ পাবস, প্রীতি কী রীতি অপার॥

ওলো সখি, কৃষ্ণবর্ণ পদার্থমাত্রই এক-প্রকৃতিবিশিষ্ট। তাহারা মিষ্ট বচন মধুর করিয়া বলিতে জানে, কিন্তু অন্তরকে জ্বালা দিতে ছাড়ে না। ভ্রমর, কুরঙ্গ, কাক ও কোকিল কপটীদিগের পাঠশালা। কমলনয়ন মথুরায় গমন করিলেন, আর সব পবিত্র সম্বন্ধ মিটিয়া গেল। শুনলো সখি, কাহারও দোষ নয়, বিধি যাহা ললাটে লিখিয়াছেন তাহাই হইবে। আগে বড় বড় কথা বলিয়া তিনি এখন যে কাজটী করিয়াছেন তাহা তাঁহারই স্বভাবের অনুরূপ হইয়াছে। প্রীতির রীতি অপার। বর্ষাকালে মেঘ জলে পূর্ণ হইয়া বেগে আসে, [এবং নদী ও পুষ্করিণীকে পোষণ করে, কিন্তু ওদিকে চাতক কেবল ডাকিয়া ডাকিয়াই মরে।] ভালবাসার বিচিত্র গতি।

যশোদার আর দুইটী মর্ম্ম-বিদারক উক্তি শুনুন—

১। মেরে কুঅঁর কান্হ বিন সব কছু বৈসেহি ধর্যো রহৈ।
কো উঠি প্রাত হোত লৈ মাখন, কো কর নেত গহৈ।
সূনে ভবন জসোদা সুত কে, গুনি গুনি সূল সহৈ।
দিন উঠি ঘেরত হী ঘর গ্বারিনি, উরহন কোউ ন কহৈ।
জো ব্রজ মেঁ আনঁদ হোতো সো, মুনি মনসহু ন গহৈ।
সূরদাস স্বামী বিনু গোকুল, কৌড়ীহুঁ ন লহৈ॥

আমার কুমার কানাই বিহনে যেখানকার যাহা সব সেখানেই পড়িয়া আছে। কে প্রাতঃকাল হইতেই মাখন লইবে? কে আমার মন্থন-রজ্জু ধরিয়া টানিবে? শূন্য ভবনে যশোদা পুত্রের গুণগান করিতেছেন আর দারুণ শূল সহ্য করিতেছেন। প্রাতঃকালে উঠিয়াই গোয়ালিনীরা আমার ঘর ঘিরিয়া ফেলিত, কই এখন তো কেহ অভিযোগের কথা কহে না। যে আনন্দ ব্রজে হইত, তাহা মুনিও মানস-ক্ষেত্রে গ্রহণ করিতে পারেন না। কৃষ্ণের অভাবে গোকুল এক কড়াও পাইবার যোগ্য নাই।

২। মনৌঁ হৌঁ ঐসে হী মরি জৈহৌঁ।
ইহি আঁগন গোপাল লাল কো, কবহুঁ ক কনিয়াঁ লৈহৌঁ॥
কব বহ মুখ বহুরৌঁ দেখঁগী, কব বৈসো সচু পৈহৌঁ।
কব মো পৈ মাখন মাগৈঁগো, কব রোটী ধরি দৈহৌঁ॥
মিলন আস তনু প্রান রহত হৈ, দিন দস মারগ চৈহৌঁ।
জো ন সূর কান্হ আইহৈ তৌ, জাই জমুন ধঁসি লৈহৌঁ॥

আমার মনে হয় যে আমি এই প্রকারেই মরিয়া যাইব। এই অঙ্গনে আমি কি কখনো গোপালকে কোলে লইতে পারিব? আবার কবে সেই মুখ দেখিব, আবার কবে সেইরূপ সুখ পাইব? আবার কবে মাখন চাহিবে, আবার কবে তাহার সম্মুখে রুটী রাখিয়া দিব? কেবল মিলনের আশায় দেহে প্রাণ আছে। আর দিন দশেক তাহার পথ চাহিয়া থাকিব। যদি কানাই না আসে, তাহা হইলে যমুনায় প্রবেশ করিব।

গোপীদের বিরহের আরও কয়েকটী পদ শুনুন—

১। নৈন সলোনে শ্যাম হরি কব আবহিঁগে ॥
বৈ জো দেখত রাতে রাতে, ফূলন ফূলে ডার।
হরি বিন ফূলঝরী সী লাগতি, ঝরি ঝরি পরত অঙ্গার ॥
বীনন ফূল ন জাউ সখী রী, হরি বিন কৈসে ফূল। *
সুন রী সখী মোহিঁ লাগত হরি বিনু, ফুলে ফূল ত্রিসূল ॥
জবতেঁ পনিঘট জাউঁ সখী রী, বা জমুনা কে তীর।
ভারি ভবি জমুনা উমড়ি চলতি হৈ, ইন নৈননি কে নীর ॥
ইন নৈনন কে নীর সখী রী, সেজ ভয়ী ঘর নাওঁ।
চাহত হোঁ তাহি পৈ চঢ়িকৈ, হরিজী কে ঢিগ জাওঁ ॥

আমার নয়ন সলবণ (অশ্রুসিক্ত), হরি কবে আসিবেন ? ঐ যে বৃক্ষশাখা লাল ফুলে পরিপূর্ণ দেখা যাইতেছে, (উহা ফুল নয়) হরি বিনা উহা ফুলঝুরির মত বোধ হইতেছে, উহা হইতে যেন অঙ্গার ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। সখি, আর পুষ্পচয়ন করিতে যাইও না ; হরি নাই, ফুল কি হইবে ? হরির অভাবে প্রস্ফুটিত ফুল ত্রিশূলের মত যন্ত্রণাদায়ক হইয়াছে। যখন আমি ঐ যমুনাতীরে জল আনিতে যাই, তখন আমার চক্ষুর জলে যমুনা উদ্বেলিত হইয়া উঠে। এই নয়নের জলে আমার শয্যা নৌকার মত হয়, ইচ্ছা হয় যে ঐ নৌকায় চড়িয়া শ্রীহরির নিকট যাই।

২। প্রীতি করি কাহু সুখ ন লহ্যৌ।
প্রীতি পতঙ্গ করি দীপক সোঁ, আপৈ প্রান দহ্যৌ।
অলিসূত প্রীতি করি জলসুত সোঁ, সম্পতি হাত গহ্যৌ।
সারঁগ প্রীতি করী জো নাদ সোঁ, সম্মুখ বান সহ্যৌ।

আর কি লো সাজে কুসুমের হার।
কেন লো হরিলি ভূষণ লতার।
অলি বঁধু তার কে আছে রাধার।
হতভাগিনী ব্রজেরি বালার।

মাইকেল, ব্রজাঙ্গনা।

হম জো প্রীতি করী মাধৌ সোঁ, চলত ন কছু কহ্যৌ।
সূরদাস প্রভু বিনু দুখ দূনো, নৈননি নীর বহ্যো॥

ভাল বাসিয়া কেহ সুখ পায় নাই। দীপের সহিত প্রীতি করিয়া পতঙ্গ নিজের প্রাণ দাহ করে। পদ্মের সহিত প্রীতি করিয়া অলি তাহার সর্ব্বস্ব হারায়। ব্যাধের ধ্বনিতে প্রীতি করিয়া হরিণী বাণের আঘাত সহ্য করে। আমরা যে মাধবের সহিত প্রীতি করিয়াছি, তাহার সম্বন্ধে কিছু বলা চলে না। হরি বিনা দুঃখ দ্বিগুণ (অসীম), নয়নে কেবল বারিধারা প্রবাহিত হইতেছে।

৩। বিছুরে শ্রীব্রজরাজ আজু তৌ, নৈনন তে পরতীতি গয়ী।
উঠি ন গয়ী হরিসঙ্গ তবহী তে, হ্বৈ ন গয়ী সখী শ্যামময়ী।
রূপ রসিক লালচী কহাবত সো, করনী কছুবৈ ন ভয়ী।
সাঁচে কূর কুটিল এ লোচন, বৃথা মীনছবি ছীনি লয়ী॥
অব কাহে জল মোচত সোচত, সমৌ গয়ে তে সূল নয়ে।
সূরদাস য়াহিতে জড় ভয়ে, ইন পলকন হী দগা দয়ে॥

আমার নিজ নয়নের প্রতি যে বিশ্বাস ছিল, শ্রীব্রজরাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে তাহা গেল। যখন তিনি চলিয়া গেলেন, তখন আমার নয়ন (আমার দেহ হইতে) উঠিয়া তাঁহার সহিত গেল না কেন? তখন কেন সে শ্যামময় হইয়া গেল না? আমার রূপ-রসিক চক্ষু তাঁহার জন্য লালসান্বিত বলিয়া কথিত হয়, তাহার তো কিছু পরিচয় পাওয়া গেল না। আমার নয়ন বৃথাই নিমেষহীন মীনের শোভাযুক্ত বলিয়া কথিত হয়, এখন দেখিতেছি যে ইহা সত্য সত্যই নির্ম্মম এবং কুটিল। এখন আর জলমোচন করিয়া কি হইবে আর শোক করিয়াই বা কি হইবে? সময় চলিয়া যাওয়াতে, (নয়নে) নূতন শূল বিদ্ধ হইতেছে। এই জন্যই আমার নয়ন জড় হইয়া গিয়াছে। আমার চক্ষের পলকই আমাকে দাগা দিয়াছে।

৪। কাহে কো পিয় পিয়হিঁ রটত হো, পিয়কে প্রেম তেরো প্রাণ হরৈগো।
কাহে কো লেত নয়ন জল ভরি ভরি, নয়ন ভরেতেঁ কৈসে সূল টরৈগো।
কাহে কো স্বাস উসাঁস লেতি হৌ, বৈরী বিরহকো দাবা জরৈগো।
ছাল সুগন্ধ পুহুপাবলি হারু, ছুএ তেঁ হিয় হার জরৈগো।

বদন দুরাই বৈঠি মন্দির মেঁ, বহুরি নিসাপতি উদয় করৈগো।
সূর সখী অপনে ইন নৈননি, চন্দ্র চিতৈ জিনি চন্দ্র জরৈগো॥

কেন প্রিয়, প্রিয় বলিয়া ডাকিতেছিস্? প্রিয়ের প্রেম তো তোর প্রাণ হরণ করিবে। কেন নয়ন জলপূর্ণ করিতেছিস্? চক্ষু জলপূর্ণ হইলে কি তাহার শূল উৎপাটিত হইবে? কেন বৃথা দীর্ঘশ্বাস লইতেছিস্? বিরহরূপ শত্রুর দাবানল জ্বলিতেই থাকিবে। ছাল, সুগন্ধদ্রব্য, পুষ্পমালা ও হারের স্পর্শে তো তোর হাড় জ্বলিয়া যাইবে। তুই ঘরে গিয়া মুখ ঢাকিয়া বসিয়া থাক্, কেন না আবার নিশাপতি উদিত হইয়া তোকে বিরহানলে দগ্ধ করিবে। সখি, তোর এই চোখ্ দুটী দিয়া যেন চাঁদকে দেখিস্ না, দেখিলে উহারা পুড়িয়া যাইবে।

রাধার বিরহের একটী বর্ণনা শুনুন—

৫। লখিয়ত কালিন্দী অতি কারী।
কহিয়ো পথিক্ জাই হরি সোঁ জ্যোঁ, ভয়ী বিরহ জুর জারী।
মনু পলিকা পৈ পরী ধরনি ধঁসি, তরঙ্গ তলফ তনু ভারী।
তট বারূ উপচার চূর মনো, স্বেদ প্রবাহ পনারী।
বিগলিত কচ কুস কাস পুলিন, মনো পঙ্কজ কজ্জল সারী।
ভ্রমর মনো মতি ভ্রমতি চহূঁ দিসি, ফিরতি হৈ অঙ্গ দুখারী।
নিসি দিন চকই ব্যাজ বকত মুখ, কিন-মানস অনুহারী।
সূরদাস প্রভু জো জমুনা গতি, সো গতি ভয়ী হমারী॥

রাধা বলিতেছেন, বোধ হয় যেন আমি অতি কৃষ্ণবর্না কালিন্দীর ন্যায় হইয়া গিয়াছি। হে পথিক, মথুরায় গিয়া শ্যামকে বলিও, কি প্রকার বিরহ-জ্বর আমাকে অধিকার করিয়াছে। পর্য্যঙ্কের উপর পড়িয়া আমি অতি বেগে শ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করিতেছি, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন যমুনা ধরণীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং তাহাতে তরঙ্গের উচ্ছ্বাস হইতেছে। শুশ্রূষা ও ঔষধ যেন ঐ যমুনার স্রোতোরোধকারী তট, এবং স্বেদপ্রবাহ যেন ঐ নদীতে পতিত প্রণালীসমূহ। আমার বিগলিত কচ যমুনার তীরবর্ত্তী কুশকাশ। আমার কালো শাড়ি যেন যমুনার বেলাভূমিস্থ নীল কমলসমূহ। আমার মতি

যেন ভ্রমরের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু অঙ্গ অচল, ফিরিতে ক্লেশযুক্ত হয়। আমার মুখ দিবানিশি বকিতেছে, যেন যমুনাতীরস্থ চক্রবাক রব করিয়া কিন্নরদিগকে অনুসরণ করিতেছে। যমুনার অবস্থা যেরূপ আমার অবস্থাও সেইরূপ।

মথুরা হইতে কৃষ্ণ মাতা যশোদাকে বলিয়া পাঠাইলেন—

কহ্যো কান্হ সুনু জসুমতী মৈয়া।
আবহিঁগে দিন চারি পাঁচ মেঁ, হম হলধর দোউ ভৈয়া।
মুরলী বেত বিসান দেখিও, স্রঙ্গী বের সবেরো।
লৈ জিনি জাই চুরাই রাধিকা, কছুক খিলৌনা মেরো।
জা দিন তেঁ তুম সোঁ বিছুরে হম, কোউ ন কহত কন্হৈয়া।
ভোরহিঁ নাহিঁ কলেউ কীনো, সাঝ ন পিয়ো অঘৈয়া।
কহি ন বনত সঁদেসো মোপৈ, জননি জিতো দুখ পায়ো।
অব হমসোঁ বসুদেব দেবকী, কহত আপনো জায়ো।
কহিয়ে কহা নন্দ বাবা সোঁ, বহুত নিঠুর মন কীনো।
সূর হমহিঁ পহুঁচাই মধুপুরী, বহুরো সোধ ন লীনো॥

হে যশোমতী মাতা, শুনুন, কানাই আপনাকে কি বলিয়াছে। চারি-পাঁচ দিনের মধ্যেই আমি ও হলধর দাদা, দুই ভাই, (গোকুলে ফিরিয়া) আসিব। আমার মুরলী, বেতের ছড়ি, বিষাণ এবং শৃঙ্গী সকালে ও সন্ধ্যায় দেখিতে থাকিও। দেখিও যেন আমার কোনো খেলনা রাধিকা চুরি করিয়া না লইয়া যায়। যে দিন হইতে তোমার কাছছাড়া হইয়াছি, (সে দিন হইতে) কেহ (আমাকে) কানাই বলে না। (সেই অবধি) আমি ভোরে জলখাবার খাই নাই এবং সন্ধ্যায় প্রাণ ভরিয়া দুধ খাই নাই। (সেই অবধি) আমি যত দুঃখ পাইয়াছি তাহার সংবাদ আমা-দ্বারা বলিয়া উঠা যায় না। এখন বসুদেব ও দেবকী আমাকে বলেন যে আমি তাঁহাদের জাত (পুত্র)। পিতা নন্দকে কি বলা যায়, তিনি তাঁহার মন অত্যন্ত নিষ্ঠুর করিয়াছেন। আমাকে মথুরায় পোঁছাইয়া দিবার পর পুনরায় আমার খোঁজ নিলেন না।

বিয়োগ-শৃঙ্গার

ভ্রমর-গীতি

সুরদাসের কাব্যের আর একটী অতি সুন্দর অংশ "ভ্রমর-গীতি"। ইহাকে উদ্ধব-গোপী-সংবাদ বলা যাইতে পারে। কোনো বাঙ্গালী বৈষ্ণব কবি এই মর্ম্মে কোনো পদ লিখিয়াছেন বলিয়া আমার জানা নাই। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, তাঁহার আর ব্রজে ফিরিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অথচ তিনি জানিতেন যে ব্রজে গোপীরা তাঁহার জন্য কিরূপ কাতর হইয়া আছে। তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তিনি তাঁহার ভক্ত ও প্রিয় সুহৃদ্ উদ্ধবকে ব্রজে পাঠাইয়া দিলেন। তিনি উদ্ধবকে বলিয়া দিলেন যে, তিনি যেন গোপীদিগকে বলেন যে এখন আর তাহাদের পক্ষে তাঁহার দর্শন পাওয়া সম্ভব নয়। অতএব তাহারা এখন হইতে যেন যোগমার্গ অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে (কৃষ্ণকে) নির্গুণরূপে ও নিষ্কামভাবে উপাসনা করে। এই উপদেশ গোপীদের হৃদয়গ্রাহী হইল না। তাহারা কৃষ্ণকে তাঁহার নিজ মূর্ত্তিতে দেখিতে চাহে। নির্গুণ উপাসনার কথা তাহারা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। উদ্ধবের সহিত গোপীদের কথোপকথন অতি সরস। আমার বিবেচনায় ভ্রমর-গীতিই সূরদাসের সর্ব্বাপেক্ষা মধুর রচনা। গোপীদের যুক্তি অতি মনোহর।

যে সময়ে উদ্ধব ব্রজে উপস্থিত হইয়া গোপীদিগকে উপদেশ দিতেছিলেন, সেই সময়ে একটী ভ্রমর উড়িয়া আসিয়া শ্রীরাধার চরণকমলে উপবেশন করিয়াছিল। উদ্ধবের উক্তির উত্তরে গোপীদের যাহা বক্তব্য ছিল, তাহা তাহারা প্রায়ই ঐ ভ্রমরকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিল। উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের সখা এবং তাঁহার আকৃতি ও বর্ণ শ্রীকৃষ্ণের আকৃতি ও বর্ণের সদৃশ ছিল। তাঁহার বসনভূষণও শ্রীকৃষ্ণের বসনভূষণের ন্যায়। সেই জন্য গোপীরা তাঁহার সহিত অনেক হাস্য-পরিহাস করিয়াছিল। এই ভ্রমর-গীতিতে সূরদাস তাঁহার গম্ভীর পরিহাসপ্রিয়তার পরিচয় দিয়াছেন; এবং হাস্যরসকে আশ্রয় করিয়া গোপীদের মুখ দিয়া অদ্বৈতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। গোপীদের পরিহাসে শ্রীকৃষ্ণও বাদ যান নাই। গোপীদের উক্তিগুলি ভ্রমরকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছিল বলিয়া এই পদগুলির নাম "ভ্রমর-গীতি"।

উদ্ধব ব্রজে উপস্থিত হইলেই গোপীরা তাঁহাকে বলিল—

কহো কহাঁ তে আয়ে হো।
জানতি হোঁ অনুমান মনো তুম জাদবনাথ পঠায়ে হো।
সোই বরন ভূসন পুনি বৈসেই, তনভূসণ সজি ল্যায়ে হো।
সরবস্থ লৈ তব সঙ্গ সিধারে, অব কাপর পহিরায়ে হো।
সুনহু মধুপ একৈ মন সবকো, সো তো বহাঁ লৈ ছায়ে হো।
মধুবন কী কামিনী মনোহর, তহঁহি জহঁ ভায়ে হো।
অব য়হ কৌন সয়ানপ ব্রজ পর, কা কারন উঠি ধায়ে হো।
সূর জহাঁ লগি শ্যামগাত হৈঁ, জানি ভলে করি পায়ে হো॥

বল, কোথা হইতে আসিয়াছ। অনুমানে বোধ হইতেছে যে যদুনাথ তোমাকে পাঠাইয়াছেন। সেই রং, সেই বসন, দেহও সেইরূপ ভূষণে সজ্জিত করিয়া লইয়া আসিয়াছ। তোমরা আমাদের সর্ব্বস্ব লইয়া চলিয়া গিয়াছ। এখন আর কাহাকে লইয়া যাইবার জন্য হুকুম আনিয়াছ। হে মধুপ, শুন, আমাদের সকলের মন একটীমাত্র, তাহা ত মথুরায় লইয়া গিয়া লুকাইয়া রাখিয়াছ। মথুরার কামিনী মনোহর, অতএব সেই স্থানটী তোমাদের ভাল লাগিয়াছে। এখন তোমার একি চাতুরী? কি হেতু ব্রজের দিকে ধাবিত হইয়াছ? যত শ্যামগাত্র লোক দেখিয়াছি, তাহাদিগকে ভাল করিয়াই জানিলাম।

পদের শেষাংশটী কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। গোপীরা কৃষ্ণবর্ণ লোকদিগের রং সম্বন্ধে এখানে এবং আরো অনেক স্থলে উপহাস করিয়াছে। যথা—

১। বিলগ জনি মানহু ঊধো প্যারে।
বহ মথুরা কাজর কী কোঠরী, জে আবহিঁ তে কারে।
তুম কারে, সুফলক-সুত কারে, কারে মধুপ ভঁবারে।
তিনকে সঙ্গ অধিক ছবি উপজত, কমল নৈন মনিআরে।
মানহুঁ নীল মাঠ তেঁ কাঢ়ে, লৈ জমুনা জূ পখারে।
তা গুন স্যাম ভয়ী কালিন্দী, সূর স্যামগুন ন্যারে॥

কিছু মনে করো না ভাই উদ্ধব। তোমাদের মথুরা কি কাজলকুঠী, সেখান থেকে যে আসে সেই কালো? তুমি কালো, অক্রুর কালো, মধুপ ভ্রমর

কালো। তাহাদের মধ্যে অধিক শোভা উৎপন্ন করিয়াছেন কালোমাণিক কমলনয়ন (কৃষ্ণ)। যেন নীলের হাঁড়া হইতে উহাদিগকে বাহির করিয়া যমুনায় ধুইয়া লওয়া হইয়াছে। সেই জন্যই বোধ হয় যমুনা কৃষ্ণসলিলা হইয়া গিয়াছে। কালোর গুণই স্বতন্ত্র।

২। কারো নাম রূপ পুনি কারো, কারে অঙ্গ সখা সবগাত।
জোপৈ ভলে হোত কহুঁ কারে, তে কত বদলি স্নুতা লৈ জাত॥

কৃষ্ণের নাম কালো, রূপ কালো, তাঁহার সখাদেরও সর্ব্বাঙ্গ কালো। যদি কালো ভালই হইত, তাহা হইলে কৃষ্ণকে বদল দিয়া যশোদার কন্যাকে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল কেন?

৩। ঘরী পহর সবকো বিলমাবত, জেতে আবত কারে।

যত কালো লোক (মথুরা হইতে) আসে তাহারা এক ঘণ্টা হউক, এক প্রহর হউক, গোপীগণকে আটকাইয়া কাজের ক্ষতি করিয়া দেয়।

৪। জো কোইলসুত কাগ জিয়াবত, ভাব ভগতি ভোজনহিঁ খবায়।
কহুকুহায় আয়ে বসন্ত ঋতু, মিল কুল অপনে জায়॥

কাকেরা কোকিল-শাবকের প্রাণ রক্ষা করে। তাহাকে যতই ভাব-ভক্তি দেখাইয়া পালন ও পোষণ করা হউক না কেন, বসন্ত ঋতু আসিলেই সে কুহুধ্বনি করিয়া নিজ কুলে মিশিয়া চলিয়া যায়।

৫। উধো, ঐসো কাম ন কীজৈ।
এক রঙ্গ কারে তুম দোউ, ধোয় সেত কোঁ কীজৈ॥

উদ্ধব এমন কাজও করিও না। তোমরা দুজনে এক রকমেরই কালো, তাহা ধুইয়া সাদা কেন করিবে?

ব্রজে পৌঁছিয়া উদ্ধব গোপীদিগকে বলিতেছেন—

১। গোপী সুনহু হরি সন্দেস।
মাতপিতুকে বন্দি ছোরে, বাসুদেব-কুমার।
রাজা দীনোঁ উগ্রসেনহিঁ, চমর নিজকর ঢার।

কহো তুমকো ব্রহ্ম ধ্যাও, ছাড়ি বিষয় বিকার।
সূর পাঁতি দয়ী লিখ মোহিঁ, পঢ়ৌ গোপকুমার ॥

হে গোপীগণ, হরির সংবাদ শুন। বসুদেবকুমার মাতাপিতার বন্ধন মুক্ত করিয়া উগ্রসেনকে রাজ্য দিয়াছেন এবং নিজে চামর ঢুলাইতেছেন। তোমাদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন যে তোমরা বিষয়বিকার ত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের ধ্যান কর। আমাকে পত্র লিখিয়া দিয়াছেন, গোপকুমারীরা পড়িয়া দেখ।

২। সুনহু গোপী হরি কে সন্দেস।
করি সমাধি অন্তর্গতি ধ্যাবহু, য়হ উনকো উপদেস ॥
বৈ অবিগতি অবিনাসী পূরন, সব ঘট রহে সমাই।
নির্গুন জ্ঞান বিনু ভক্তি নহীঁ হৈ, বেদ পুরাননি গাই ॥
সগুন রূপ ত্যজি নির্গুন ধ্যাবো, ইক চিত ইক মন লাই।
য়হ উপাব করি বিরহ তরৌ তুম, মিলৈ ব্রহ্ম সব আই ॥
দুসহ সন্দেস সুনত মাধো কো, গোপীজন বিলখানী।
সূর বিরহ কী কৌন চলাবৈ, বূড়ত মন বিনু পানী ॥

হে গোপীরা, তোমরা হরির উক্তি শুন। তোমরা সমাধি দ্বারা তাঁহাকে হৃদয়ে ধ্যান করিবে, ইহাই তাঁহার উপদেশ। তিনি অবিজ্ঞাত, অবিনাশী এবং পূর্ণ, এবং সকল ঘটে বিদ্যমান। বেদপুরাণে বলিয়াছে যে নির্গুণের জ্ঞান না হইলে মুক্তি হয় না। সগুণের জ্ঞান ত্যাগ করিয়া একচিত্ত ও একমন হইয়া রজঃ ও তমোগুণরহিত ব্রহ্মের উপাসনা কর। এই উপায়ে তোমরা বিরহ হইতে ত্রাণ পাইবে, এবং তাহা হইলেই ব্রহ্মকে লাভ করিতে পারিবে। মাধবের এই দুঃসহ বার্ত্তা শুনিয়া গোপীরা বিলাপ করিতে লাগিল। এখন বিরহভারবিশিষ্ট মনোনৌকা চালাইবে কে? এই মনোনৌকা যে দর্শন-বারি বিনা শুষ্ক নদী-গহ্বরে ডুবিতে চলিল।

এক গোপী বলিল, 'হে উদ্ধব, আমাদের মন তাঁহারই অনুরাগী, আমাদিগকে কেন ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছ? কৃষ্ণ যদি নির্গুণই হন, তাহা হইলে—

কিন বৈ গবন কিয়ো সকটনি চঢ়ি, সুফলক সুত কে সঙ্গ।
কিন বৈ রজক লুটাই বিবিধ পট, পহিরে অপনে অঙ্গ ॥

কিন হতি চাপ নিদরি গজ মার্‌য়ো, কিন বৈ মল্ল মথি জানে।
উগ্রসেন বসুদেব দেবকী, কিন বৈ নিগড় হঠি ভানে॥
তূ কাকী হৈ করত প্রসংসা, কৌন তুম ঘোস পঠায়ো।
কিন মাতুল হতি লয়ো জগত জস, কৌন মধুপুরী ছায়ো॥
মাথে মোর মুকুট বনগুঞ্জা, মুখ মুরলী ধুনি বাজৈ।
সূরজদাস জসোদানন্দন, গোকুল কহঁ ন বিরাজৈ॥

অক্রুরের সঙ্গে শকটে চড়িয়া কে মথুরায় গিয়াছেন? কে রজককে লুটিয়া নানাপ্রকারের বস্ত্র নিজ অঙ্গে পরিধান করিয়াছিলেন? কে ধনুর্ভঙ্গ করিয়া হস্তীকে মারিয়াছিলেন? কে মল্লদিগের প্রাণবধ করিয়াছিলেন? কে বীরত্ব দেখাইয়া উগ্রসেন, বসুদেব ও দেবকীর নিগড় ভগ্ন করিয়াছিলেন? তুমি কাহার প্রশংসা করিতেছ? তোমাকে কে ব্রজে পাঠাইয়াছেন? কে মাতুলকে বধ করিয়া জগতে যশোলাভ করিয়াছেন? কে মথুরা রক্ষা করিয়াছেন? কাহার মস্তকে ময়ূরপুচ্ছের মুকুট, এবং গলায় বনগুঞ্জার মালা? কাহার মুখে মুরলীর ধ্বনি বাজে? যশোদানন্দন কি গোকুলে বাস করেন নাই?

গোপীরা বলিল—

১। জোগ ঠগৌরী ব্রজ ন বিকৈহৈ।
য়হ ব্যোপার তিহারী উধো, ঐসোই ফিরি জৈহৈ॥
জাপৈ লৈ আয়ে হো মধুকর, তাকে উর ন সমৈহৈ।
দাখ ছাঁড়িকৈ কটুক নিবৌরী, কো অপান মুহ খৈহৈ॥
মূরীকে পাতন কে কেনা, কো মুকুতাহল দৈহৈ।
সূরদাস প্রভু গুনহিঁ ছাঁড়িকৈ, কো নিরগুন নিরবৈহৈ॥

যোগের প্রবঞ্চনা ব্রজে বিকাইবে না। উদ্ধব, তোমার এই পণ্য অমনি ফিরিয়া যাইবে। হে মধুকর, যাহাদের জন্য ইহা আনিয়াছ, তাহাদের মধ্যে ইহার প্রবেশের স্থান নাই। দ্রাক্ষাফল ছাড়িয়া কে নিজ মুখে (ইচ্ছায়) নিম্বের বটিকা ভক্ষণ করিবে? মূলার শাকের বিনিময়ে কে মুক্তাফল দিবে? সগুণ ছাড়িয়া কে নির্গুণ দ্বারা (কার্য্য) নির্ব্বাহ করিবে?

২। রাখৌ য়হ সব জোগ অটপটৌ, ঊধো পাই পরৌঁ।
কহঁ রসরীতি কহাঁ তনু সোধন, সুনি সুনি লাজ মরৌঁ।
চন্দন ছাঁড়ি বিভূত বতাবত, য়হ দুখ ক্যোঁ ন জরৌঁ।
নাসা কর গহি জোগ সিখাবত, বেসরি কহাঁ ধরৌঁ।
সগুন সরূপ রহত উর অন্তর, নির্গুন কহা করৌঁ।
নিসিদিন রসনা রটত স্যামগুন, কা করি জোগ মরৌঁ।
মুদ্রা ন্যাস অঙ্গ অঙ্গ ভূসন, পতিব্রত তে ন টরৌঁ।
সূরদাস য়াহি ব্রত হমারে, হরি মিলি নহিঁ বিছুরৌঁ॥

উদ্ধব, তোমার পায়ে পড়ি, যোগের এই সকল বাঁকাচোরা কথা রাখিয়া দাও। কোথায় রসের অনুষ্ঠান, আর কোথায় দেহশুদ্ধির ব্যবস্থা; শুনিয়া লজ্জায় মরিতেছি। চন্দন ছাড়িয়া আমাদিগকে বিভূতি মাখিতে বলিতেছ; এ দুঃখে জ্বলিয়া মরিতেছি না কেন? হাত দিয়া নাক ধরিয়া যোগ করিতে বলিতেছ; তাহা হইলে বেসর রাখিব কোথায়? অন্তরে যখন সগুণ ও সরূপ অবস্থিতি করিতেছে, তখন নির্গুণ লইয়া কি করিব? যখন আমাদের রসনা দিবারাত্র শ্যামের গুণ রটনা করিতেছে, তখন যোগ করিয়া মরিব কেন? আমাদের অঙ্গে অঙ্গে ভূষণ, তাহা ছাড়িয়া মুদ্রা ও ন্যাস করিতে গিয়া পাতিব্রত্য হইতে বিচ্যুত হইতে পারিব না। হরিকে পাইয়া তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন হইব না, ইহাই আমাদের ব্রত।

৩। উলটী রীতি তিহারী ঊধো, সুনৈ সু ঐসী কো হৈ।
অলপ বয়স অবলা অহীরি সঠ, তিনহিঁ জোগ কত সোহৈ॥
বূচহি খুভী আঁধরিহি কাজর, নকটী পহিরৈ বেসরি।
মুড়লী পটিয়াঁ পারি সঁবারৈ, কোঢ়ী অঙ্গহিঁ কেসরি॥
বহিরী সোঁ পতি মতা করে তৌ, তৈসই উত্তর পাবৈ।
সো গতি হোই সবৈ তাকী জো, গ্বারিনি জোগ সিখাবৈ॥
সিখই কহত স্যাম কী বতিয়াঁ, তুমকো নাহীঁ দোসু।
রাজ কাজ তুমতেঁ ন সরৈগো, অপনী কায়া পোসু॥
জেতে ভূলি সবৈ মারগ মৈঁ, ইহাঁ আনি কহ কহতে।
ভলী ভয়ী সুধি রহী সূর তৌ, মোহ ধার মে বহতে॥

হে উদ্ধব, তোমার প্রণালী উল্টা ধরণের ; তদনুসারে কে চলিতে পারে? রে শঠ, যাহারা অল্পবয়স্কা অবলা আভীরিণী, তাহাদের যোগ কি করিয়া শোভা পায়? যে বুঁচা সে কাণবালা পরিবে, যে কাণী সে কাজল পরিবে, যাহার নাক নাই সে বেসর পরিবে, যাহার সমস্ত মাথায় টাক, সে পেটে পাড়িয়া সাজিবে, যে কুষ্ঠরোগগ্রস্ত সে অঙ্গে কুঙ্কুম লেপন করিবে—ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? যদি বধিরার সহিত তাহার পতি প্রেমালাপ করিতে যায়, তাহা হইলে সে উত্তরও সেইরূপই পায়। যে গোয়ালিনীকে যোগ শিখাইতে চাহে তাহার দশাও সেই প্রকার হয়। তোমার দোষ নাই, তুমি শ্যামের নিকট যেমন শিখিয়াছ, তেমনি বলিতেছ। কিন্তু তোমার দ্বারা রাজার কার্য্য চলিবে না, তুমি অন্য উপায়ে নিজের কায়া পোষণ কর গিয়া। তুমি রাস্তায় সব ভুলিয়া গিয়াছ, এখানে আসিয়া কি বলিতে কি বলিতেছ। ভাল হইয়াছে যে এখনো তোমার সজ্ঞা আছে,—আর একটু হইলে তুমি মোহের ধারায় ভাসিয়া যাইতে।

৪। হমারী গতি পতি কমল নয়ন লোঁ, জোগ সিখৈ তে রাঁড়ে।
কাকী ভূখ গয়ী বয়ারী ভখি, বিনা দূধ ঘৃত মাঁড়ে॥
জাকী কহুঁ থাহ নহিঁ পৈয়ে, অগম অপার অগাধে।
গিরিধর লাল ছবীলে মুখ পর, ইতনে বাঁধ কো বাঁধে॥

আমাদের গতি ও আমাদের পতি কমলনয়ন। যাহারা যোগ শেখে, তাহারা রাঁড় (বিধবা)। দুগ্ধ, ঘৃত ও মণ্ড (ভাত) না খাইয়া, কেবল বায়ু ভক্ষণ করিয়া কাহার ক্ষুধা দূর হয়? যাঁহার সীমা পাওয়া যায় না, যিনি অজ্ঞেয়, অপার ও অগাধ—এত বাঁধ সেই গিরিধরলালের সুন্দর মুখের উপর কে বাঁধিবে (দিতে চাহিবে)?

৫। হমকো হরি কী কথা সুনাউ।
এ অপনী জ্ঞানগাথা অলি, মথুরা হী লৈ জাউ।
তে নরনারি নীকে সুমুঝৈঁগী, তেরো বচন বনাউ।
পালাগোঁ ঐসী ইন বাতনি, উনহীঁ জাই রিঝাউ।
সুনি পিয় সখা স্যাম সুন্দর কো, জোপৈ জিয় সতিভাউ।
তো বারক আতুর ইন নৈননি, বহ মুখ আনি দিখাউ।

জো কোউ কোটি জতন করে রে মধুকর, বিরহিন ঔর সুহাউ।
তৌ সুন সূর মীন কে জল বিনু, নাহিঁন ঔর উপাউ ॥

আমাদিগকে হরির কথা শুনাও। হে অলি, তোমার জ্ঞানগাথা মথুরায় লইয়া যাও। সেখানকার নরনারীরা তোমার সাজানো কথা বুঝিতে পারিবে। তোমার ওসকল কথার পায়ে নমস্কার, তাহাদিগকেই ঐ সকল কথা দ্বারা সন্তুষ্ট কর গিয়া। হে শ্যামসুন্দরের প্রিয় সখা, শুন, যদি তোমার সহিত তাঁহার এতই সদ্ভাব, তাহা হইলে আমাদের এই আতুর নয়নকে সেই মুখ একবার আনিয়া দেখাও। যদি কেহ কোটী প্রকার চেষ্টা করে, হে মধুকর, শুন, সে বিরহিণীদের স্বভাবের পরিবর্ত্তন করিতে পারে না। জল ভিন্ন মীনের অন্য উপায় নাই।

৬। নৈননি নন্দনন্দন ধ্যান।
তহাঁ লৈ উপদেস দীজৈ, জহাঁ নির্গুন জ্ঞান।
পানি পল্লব রেখ গনি গনি, অবধি বিবিধ বিধান।
ইতে পর কহি কটুক বচননি, হতে জৈসে প্রাণ।
চন্দ্র কোটি প্রকাস মুখ, অবতংস কোটিক ভান।
কোটি মন্মথ বারি ছবি পর, নিরখি দীজত দান।
ভ্রুকুটি কোটি কোদণ্ড রুচি, অবলোকননি সন্ধান।
কোটি বারিজ বক্র নয়নন, কটাচ্ছ কোটিক বান।
মনি কণ্ঠহার উদার উর, অতিসৈ বন্যো নির্ম্মান।
সঙ্খচক্র গদা ধরে কর, পদুম সুধা নিধান।
স্যাম তনু পট পীত কী ছবি, করৈ কৌন বখান।
মনহুঁ নৃত্যত নীল ঘন মেঁ, তড়িত দেতী মান।
রাস-রসিক গুপাল মিলি মধু, অধর করতী পান।
সূর ঐসে স্যাম বিনু কো, য়হাঁ রচ্ছক আন ॥

আমাদের নয়ন নন্দনন্দনের ধ্যান করিতেছে। সেখানে লোকে নির্গুণের কথা বোঝে, সেখানে তোমাদের উপদেশ লইয়া যাও। কৃষ্ণ নিজ হস্ত-পল্লবের রেখা গণনা করিয়া তাঁহার ফিরিয়া আসিবার সময়-নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে ত ফিরিয়া আসিলেনই না, প্রত্যুত কঠোর কথা বলিয়া পাঠাইয়া

যেন আমাদের প্রাণ হনন করিয়াছেন। শ্যামের মুখে কোটী চন্দ্রের দীপ্তি, তাঁহার ভূষণে কোটী ভানুর উদয়। তাঁহার শোভায় কোটী মন্মথকে উৎসর্গ করা যাইতে পারে। ভ্রুকুটিতে কোটী ইন্দ্রধনুর রুচি। চক্ষের চাহনী যেন শরসন্ধান করিতেছে। কোটী পদ্মের সৌন্দর্য্য-যুক্ত নয়নের বঙ্কিম কটাক্ষ যেন কোটী বাণ। তাঁহার প্রশস্ত বক্ষঃস্থলে মণিময় কণ্ঠহার কি সুন্দর মানায়। শঙ্খ চক্র, গদা, পদ্ম করে ধারণ করিয়া তিনি সুধার নিধান বলিয়া বোধ হন। শ্যামতনুতে পীত বর্ণের শোভা কে বর্ণিতে পারে? যেন নীল ঘনের মধ্যে তাল-মান বজায় রাখিয়া তড়িৎ নৃত্য করিতেছে—যেন উহা রাস-রসিক গোপালের সহিত মিলিত হইয়া অধরের মধু পান করিতেছে। এ রূপ শ্যাম ভিন্ন এখানে অন্য কে রক্ষক হইতে পারে?

•

৭। ঊধো তুম ব্রজ কী দসা বিচারো।
তা পাছে য়হ সিদ্ধি আপনী, জোগ কথা বিস্তারো॥
জা কারন তুম পঠয়ে মাধো, সো সোচো জিয় মাহীঁ।
কিতেক বীচ বিরহ পরমারথ, জানত হো কিধো নাহীঁ॥
তুম পরবীন চতুর কহিয়ত হো, সন্তন নিকট তুম রহত হো।
জল বূড়ত অবলম্ব ফেন কো ফিরি ফিরি কহা গহত হো॥
বহ মুস্কানি মনোহর চিতবন, কৈসে উরতে টারোঁ।
জোগ জুক্তি অরু মুক্তি পরম নিধি, বা মুরলী পর বারোঁ॥
জিহিঁ উর কমল নয়ন বসত হৈঁ, তিহিঁ নির্গুন ক্যোঁ আবৈ।
সূরদাস সো ভজন বহাউঁ, জাহি দূসরো ভাবৈ॥

উদ্ধব, তুমি ব্রজের কথা ভাবিয়া দেখ। তাহার পর তুমি তোমার ঐ সিদ্ধি ও যোগের কথার ব্যাখ্যা করিও। যে জন্য মাধব তোমাকে পাঠাইয়াছেন, তাহা একবার মনের মধ্যে বিচার করিয়া দেখ। তুমি প্রবীণ ও চতুর বলিয়া কথিত হইয়া থাক এবং সাধুদের নিকট বাস কর। অতএব বিরহে ও পরমার্থে কত প্রভেদ তাহা কি তুমি জান না? জলে ডুবিতে বসিয়াছি, তাই কি ফেনার আশ্রয় লইতে বলিতেছ? আমরা শ্যামের স্মিত হাস্য ও মনোহর কটাক্ষ কেমন করিয়া হৃদয় হইতে সরাইব? যোগ, যুক্তি ও পরমনিধি স্বরূপ মুক্তি শ্যামের মুরলীতে বিসর্জ্জন করি। যে হৃদয়ে কমল-নয়ন বাস করেন

সে হৃদয়ে নির্গুণ কেমন করিয়া আসিবে? যে সাধনা দ্বারা অন্য কিছু ভাল লাগে, সে সাধনাকে আমরা ভাসাইয়া দেই।

৮। কাহে কো রোকত মারগ সূধো।
সুনহু মধুপ নির্গুন কণ্টকময়, রাজপন্থ ক্যোঁ রূধো।
কৈ তুম সিখৈ পঠায়ে কুবিজা, কহী স্যামঘন জী ধোঁ।
বেদ পুরান স্মৃতি সব ঢুঁঢ়ো, জুবতিন জোগ কহূঁ ধোঁ।
তাকো কহা পরেখো কীজৈ, জানত ছাঁছ ন দূধো।
সূর মূর গয়ো অক্রুর লৈ, ব্যাজ নিবেরত ঊধো॥

শুন, মধুপ, সরল পথ বন্ধ করিতেছ কেন? কণ্টকময় নির্গুণের দ্বারা রাজপথ রোধ করিতেছ কেন? তোমাকে কি কুব্জা শিখাইয়া পাঠাইয়াছে, না শ্যামঘন পাঠাইয়াছেন? বেদ, পুরাণ ও স্মৃতি সব খুঁজিয়া দেখ, কোথাও কি যুবতীদের জন্য যোগের ব্যবস্থা আছে? ঘোলের ও দুধের প্রভেদ যে জানে না তাহার কথায় আমাদের অসন্তুষ্ট হইলে কি হইবে? মূলধন লইয়া গেল অক্রুর, এখন সুদ মিটাইতেছেন উদ্ধব।

৯। নাহিঁন রহ্যো মন মেঁ ঠৌর।
নন্দনন্দন, অছত কৈসে, আনিয়ে উর মঁ ঔর॥
চলত চিতবত, দিবস জাগত, সপন সোবত রাতি।
হৃদয় তেঁ বহ স্যাম মূরতি, ছিন ন ইত উত জাতি॥
কহত কথা, আনক ঊধো, লোক লাভ দিখায়।
কহা করোঁ, তন প্রেম পূরন, ঘট ন সিন্ধু সমায়॥
স্যামগাত, সরোজ আনন, ললিত অতি মৃদুহাস।
সূর ঐসে, রূপ কারন, মরত লোচন প্যাস॥

আমাদের মনে স্থান নাই। নন্দনন্দন থাকিতে আমরা অপরকে হৃদয়ে স্থান দিব কি করিয়া? তাঁহাকে পথে চলিতে চলিতে, দিনে জাগ্রৎ অবস্থায় এবং রাত্রিতে শুইয়া স্বপ্নে দেখি। হৃদয় হইতে মুহূর্ত্তেকের জন্যও শ্যাম-মূর্ত্তি এদিক্ ওদিক্ হয় না। লৌকিক লাভ দেখাইয়া উদ্ধব তুমি অনেক কথা বলিতেছ। কি করিব, আমাদের তনু প্রেমে পরিপূর্ণ, ঘটের মধ্যে সিন্ধু

প্রবেশ করে না। গাত্র শ্যাম, আনন সরোজের ন্যায়, হাস্য অতি মৃদু ও ললিত—এই রূপের জন্যই আমাদের লোচন পিপাসায় মরিতেছে।

১০। সুনিহৈ কথা কৌন নিগু'ন কী, রচি পচি বাত বনাবত।
সগুন সুমেরু প্রগট দেখিয়ত, তুম তৃন কী ওট দুরাবত ॥

তুমি নির্গুণ সম্বন্ধে যে সকল মনগড়া কথা বলিতেছ, কে তাহা শুনিবে? সগুণ রূপ সুমেরুর ন্যায় সম্মুখে দেখা যাইতেছে, তাহাকে তুমি তৃণের অন্তরালে লুকাইয়া ফেলিতে চাহিতেছ? [অর্থাৎ ভগবানের সগুণ সত্তা (এই বিরাট্ বিশ্ব) চতুর্দ্দিকে লোক-চক্ষে উদ্ভাসিত রহিয়াছে, তুমি সেই জাজ্বল্যমান সত্তাকে অস্বীকার করিয়া, বৃথা এক অনির্দ্দিষ্ট ও অবোধ্য পক্ষ অবলম্বন করিয়া বাগ্‌জাল বিস্তার করিতেছ। ইহাই গোপীদিগের যুক্তির সার-কথা।]

গোপীগণকে যোগমার্গে লইয়া গিয়া নির্গুণের উপাসনায় প্রবৃত্ত করা অসম্ভব দেখিয়া উদ্ধব মথুরায় ফিরিয়া গেলেন। ঈশ্বরের নির্গুণ সত্তায় ও অদ্বৈতবাদে তাঁহার অটল বিশ্বাস ছিল, এবং পাণ্ডিত্যের অভিমানও ছিল। তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার জন্য কৃষ্ণ তাঁহাকে ব্রজে পাঠাইয়াছিলেন। গোপীদের ভক্তি দেখিয়া তাঁহারও মন বিচলিত হইয়াছে; তিনিও জ্ঞানমার্গাপেক্ষা ভক্তিমার্গের শ্রেষ্ঠত্ব অনুভব করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া গিয়া তিনি নিবেদন করিলেন—

১। কহঁা লৌঁ কহিয়ে ব্রজ কি বাত।
সুনহু শ্যাম তুম বিন উন লোগন, জৈসে দিবস বিহাত।
গোপী গ্বাল গায় গোসুত সব, মলিন বদন কৃস গাত।
পরম দীন জনু সিসির হিমাহত, অম্বুজগন বিনুপাত।
জো কোউ আবত দেখি দূর তেঁ, সব পূছতি কুসলাত।
চলন ন দেতি প্রেম আতুর উর, কর চরনন লপটাত।
পিক চাতক বন বসন ন পাবৈ, বায়স বলিহিঁ ন খাত।
সূরজ শ্যাম সঁদেসন কে ডর, পথিক ন বা মগ জাত ॥

ব্রজের কথা আর কত বলা যায়? শুন, শ্যাম, তোমা বিনা সেখানকার লোকজন কি প্রকারে দিন কাটাইতেছে। গোপ, গোপী, গাভী, গোবৎস—সকলেরই বদন মলিন এবং গাত্র কৃশ। তাহারা পরম দীন, যেন অম্বুজ শিশির কালের হিমে আহত হইয়া দলশূন্য হইয়াছে। যদি তাহারা কখনো কাহাকে

দূর হইতে আসিতে দেখে, (মথুরা হইতে আসিতেছে ভাবিয়া) সকলে তাহাকে তোমার কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করে। তাহাদের প্রেমাতুর হৃদয় তাহাকে যাইতে দেয় না, হাত দিয়া তাহার চরণ জড়াইয়া ধরে। পিক এবং চাতকও বনে বসিতে পায় না, কাকেও বলি খাইতে পারে না। তাহারা জিজ্ঞাসা করে, তোমরা কি শ্যামের সংবাদ জান? তাহারা মথুরার সংবাদ জিজ্ঞাসা করিবে এই ভয়ে সে পথে পথিক হাঁটে না।

২। মাধব জু মৈ উত অতি সচু পায়ো।
অপনো জানি সঁদেস ব্যাজ করি, ব্রজ জন মিলন পঠায়ো।
ছমা করৌ তো করৌঁ বীনতী, জো উত লখি হৌঁ আয়ো।
শ্রীমুখ জ্ঞান-পন্থ জো উচর্‌য়ো, তিন পৈ কছু ন সুহায়ো।
সকল নিগম-সিদ্ধান্ত জনম কর, উন মোহিঁ সহজ সুনায়ো।
নহিঁ শ্রুতি সেষ মহেস প্রজাপতি, জো রস গোপিন গায়ো।
কটুক কথা লাগী মোহিঁ অপনী, উহি রস-সিন্ধু সমায়ো।
উত তুম দেখে ঔর ভাঁতি মৈ, সকল তৃষাহি বুঝায়ো।
তুমহরী অকথ কথা তুম জানৌ, হমজন নাহিঁ বসায়ো।
সূর স্যাম সুন্দর য়হ সুনি সুনি, নৈনন নীর বহায়ো॥

হে মাধব, আমি সেখানে (ব্রজে) অতি সুখ পাইয়াছি। তুমি আমাকে আপনার লোক ভাবিয়া সংবাদ লইবার ছলে ব্রজবাসীদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পাঠাইয়াছিলে। যদি ক্ষমা কর তো আমি সেখানে যাহা দেখিয়া আসিয়াছি তাহা বিনীতভাবে বলি। শ্রীমুখ হইতে যে জ্ঞান-পন্থা উচ্চারিত হইয়াছিল, তাহা তাহাদের কিছু মাত্র ভাল লাগে নাই। আমার সারা জীবনের সংগৃহীত বেদের সিদ্ধান্ত, তাহারা আমাকে অতি সহজেই শুনাইয়া দিল। যে রস তাহারা গাইল তাহা শ্রুতিতে নাই; তাহা বাসুকী, মহেশ্বর ও প্রজাপতিও জানেন না। আমার নিজেরই কথা কটু বলিয়া বোধ হইল; তাহা সেই রসসিন্ধুতে ডুবিয়া গেল। ঐ বিষয়ে তুমি অন্য প্রকারে দেখিয়াছ, আমি কিন্তু সকল তৃষ্ণা মিটাইয়া আসিয়াছি। তোমার অকথ্য (অনধিগম্য) কথা তুমিই জান, আমাদের মত লোকের তাহা বুঝিবার ক্ষমতা নাই। ইহা শুনিয়া শ্যামসুন্দর নয়ন হইতে নীর প্রবাহিত করিলেন।

কৃষ্ণের মনে ব্রজের স্মৃতি জাগরূক হইয়া তাঁহাকে মর্ম্মপীড়া দিতে লাগিল। তিনি ব্যথিত হৃদয়ে বলিলেন—

ঊধো, মোহিঁ ব্রজ বিসরত নাহীঁ।
বৃন্দাবন গোকুল তন আবত, সঘন তৃনন কী ছাহীঁ॥
প্রাত সময় মাতা জসুমতি অরু, নন্দ দেখি সুখ পাবত।
মাখন রোটী দহ্যো সজায়ো, অতিহিত সাথ খবাবত॥
গোপী গ্বালবাল সঁগ খেলত, সব দিন হঁসত সিরাত।
সূরদাস ধনি ধনি ব্রজবাসী, জিন সোঁ হঁসত ব্রজনাথ॥

উদ্ধব, আমি ব্রজ ভুলিতে পারিতেছি না। বৃন্দাবন হইতে গোকুলের দিকে আসিতে, আহা, কি সঘন তৃণের ছায়া! প্রাতঃকালে উঠিয়া যশোমতী মাতা ও নন্দকে দেখিয়া কি সুখই হইত! মাতা মাখন, রুটী ও দধি সাজাইয়া আনিয়া অতি স্নেহের সহিত খাওয়াইতেন। গোপী ও গোপবালকদের সহিত খেলিতাম, সমস্ত দিন হাসিয়াই কাটিত। সূরদাস বলিতেছেন, ধন্য ধন্য ব্রজবাসিগণ যাহাদের সহিত ব্রজনাথ হাসিতেন।

শান্ত-রস

সূরদাসের শান্ত-রসের পদগুলির নাম দেওয়া হইয়াছে "বিনয়"। 'বিনয়' অর্থে 'নিবেদন', অর্থাৎ ভগবানের নিকট নিজ দৈন্য প্রকাশ ও কৃপাভিক্ষা। মানব-হৃদয় যখন সংসার-চক্রের নিষ্পেষণে কাতর হইয়া পড়ে—যখন সে বুঝিতে পারে যে তাহার পক্ষে নিজ ক্ষীণ শক্তির উপর নির্ভর করা অসম্ভব, তখন সে সাহায্যের আবশ্যকতা অনুভব করে। সে এমন একটী শক্তির শরণ লইতে চাহে, যিনি তাহার ব্যথিত চিত্তকে শান্তি দান করিতে এবং তাহার অভাব পূর্ণ করিতে পারেন। সে নিজ কৃতকর্ম্মের অনুতাপে দগ্ধ হইতে থাকে, ঐ শক্তির নিকট অকপট চিত্তে নিজ জীবনের ভ্রমপ্রমাদ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেখায়, অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহার কৃত অপরাধের জন্য পুনঃ পুনঃ ক্ষমা ভিক্ষা করে এবং প্রার্থনা করে যেন সে পুনরায় ঐরূপ অপরাধে লিপ্ত

না হয়। সে স্বীয় দেবতাকে নিরন্তর ডাকিতে থাকে এবং তাঁহার প্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কিছু তাহার ভাল লাগে না।

বিনয় বা নিবেদনই জীবাত্মা ও পরমাত্মার সংযোগের প্রধান উপায়। নিবেদন ও প্রার্থনা দ্বারাই জীব ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করে। নিজের হীনতার জ্ঞান না হইলে জীব পারমার্থিক উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

সূরসাগরে বিনয়ের পদ সর্ব্বত্র ছড়াইয়া আছে। এই সকল পদ অতি সরল ভাষায় লিখিত এবং অলঙ্কার-বর্জ্জিত। হৃদয়ে যখন তীব্র আবেগ উৎপন্ন হয়, তখন তাহা প্রকাশ করিবার জন্য আড়ম্বরের প্রয়োজন হয় না—সূরদাসের যাহা কিছু বক্তব্য ছিল, তাহা তিনি অকপট চিত্তে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। এই পদগুলিতে কৃষ্ণের প্রতি অকপট ও অটল ভক্তি প্রকাশিত হইয়াছে। নির্গুণের উপাসনা করিতে প্রায় কেহই সমর্থ নহে। যাঁহার কোনো রূপ নাই, কোনো গুণ নাই, যাহা অজ্ঞেয়, তাঁহার উপাসনা সাধারণ লোকের পক্ষে অসম্ভব। সূরদাস ঈশ্বরকে কৃষ্ণ-রূপে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার বিভিন্ন লীলা বর্ণিত করিয়াছেন। তাই তিনি বলিয়াছেন—

অবিগত গতি কছু কহত ন আবৈ।
জোঁ গূঁগে মীঠে ফলকে রস, অন্তর্গত হী ভাবৈ।
পরম স্বাদু সব হী জূ নিরন্তর, অমিত তোষ উপজাবৈ
মন বানী কো অগম অগোচর, সো জানৈ জো পাবৈ।
রূপরেখ গুন জাতি জুগুতি বিনু, নিরালম্ব মন চকৃত ধাবৈ।
সব বিধি অগম বিচারহিঁ তাতে, সূর সগুন লীলা পদ গাবৈ॥

যিনি অজ্ঞেয় তাঁহার সম্বন্ধে কিছুই বলা যায় না, যেমন মিষ্ট ফল আস্বাদন করিয়া মূক ব্যক্তির আনন্দ মনে মনেই থাকিয়া যায়। যিনি সকল সময়েই স্বাদু, এবং অমিত সন্তোষ উৎপন্ন করেন—যিনি মন ও বাক্যের অগোচর,—তাঁহাকে যে পাইয়াছে সেই জানে। নির্গুণ ব্রহ্মের রূপ, সীমা, গুণ, জাতি, যুক্তি না পাইয়া মন আধারহীন অবস্থায় চকিত হইয়া ধাবিত হয়। এইরূপ ব্রহ্ম সকল প্রকারে অগম্য বিবেচনা করিয়া, আমি সগুণ লীলার পদ গাইতেছি।

সংসারের অনিত্যতা সম্বন্ধে সূরদাস বলিতেছেন—

হরি বিনু কোউ কাম ন আয়ো।
য়হ মায়া ঝূঁঠী প্রপঞ্চ লগি, রতন সো জনম গঁবায়ো।
কঞ্চন কলস বিচিত্র চিত্র করি, রচি পচি ভবন বনায়ো।
তামেঁতেঁ তেহি ছিন হী কাঢ্যো, পল ভরি রহন ন পায়ো।
হৌঁ তেরে হী সঙ্গ জরৌঁগী য়হ কহি, ত্রিয়া ধূতি ধন খায়ো।
চলত রহী চিত চোরি মোরি মুখ, এক ন পগ পহুঁচায়ো।
বোলি বোলি সুত স্বজন মিত্রজন, লীনো সো জিহি ভায়ো।
পর্য্যো কাজ জব অন্ত কী বিরিয়াঁ, তিন হীঁ আনি বঁধায়ো।
আসা করি করি জননী জায়ো, কোটিক লাড় লড়ায়ো।
তোরি লয়ো কটিহূকো ডোরা, তাপর বদন জরায়ো।
কোটি জনম ভ্রমি ভ্রমি হম হার্য্যো, হরি পদ চিত ন লগায়ো।
ঔর পতিত তুম বহুত উধারে, সূর কহা বিসরায়ো॥

হরি বিনা কোনো কাজই হইল না। এই মিথ্যা মায়া প্রপঞ্চের জন্য এই রত্নের ন্যায় জন্ম কাটাইলাম। কাঞ্চনের বিচিত্র বিচিত্র কলস লাগাইয়া অতি যত্নে ভবন নির্ম্মাণ করিলাম, কিন্তু তাহা হইতে তৎক্ষণাৎ বহিষ্কৃত হইলাম, ক্ষণমাত্র থাকিতে পাইলাম না। "আমি তোমার সঙ্গেই জ্বলিব" এই বলিয়া ধূর্ত্তা পত্নী ধন খাইল, কিন্তু আমার যাইবার সময় পূর্ব্বের ভাব ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে এক পাও গেল না। "আমি পুত্র, আমি আত্মীয়, আমি মিত্র" এই বলিয়া বলিয়া যাহার যাহা ইচ্ছা তাহা লইল, কিন্তু যখন শেষকালের কাজ পড়িল, তখন তাহারাই আসিয়া আমাকে বাঁধিল। আশা করিয়া জননী পুত্র-প্রসব করিলেন এবং তাহাকে কোটী আদরে ও যত্নে লালনপালন করিলেন। সেই মাতাই তাহার কটি হইতে ডোর কাটিয়া লইলেন এবং তাহার মুখে আগুন দিলেন। আমি কোটী জন্ম ভ্রমণ করিয়া হার মানিলাম, হরির পদে মন লাগাইতে পারিলাম না। হে পতিতপাবন, তুমি অনেক পতিতকে উদ্ধার করিয়াছ, সূরকে (আমাকে) কেন ভুলিয়া গেলে ?

থোরে জীবন ভয়ো তনু ভারো।
কিয়ো ন সন্ত সমাগম কবহূঁ, লিয়ো ন নাম তুম্‌হারো ॥
অতি উনমত্ত নিরঙ্কুস মৈগল, নিসিদিন রহে অসোচ।
কাম ক্রোধ মদ লোভ মোহ বস, রহে সদা অপসোচ ॥
মহা মোহ অজ্ঞান তিমির মে, মগন ভয়ে সুখ জানি।
তৈলক বৃষ জ্যোঁ ভ্রম্যো ভ্রমহিঁ ভ্রম, ভজ্যো ন সারঙ্গ-পানি ॥
ঔর কহাঁ লগি কহোঁ কৃপানিধি, য়া তন কে কৃত কাজ।
সূর পতিত তুম পতিত-উধারন, গহৌ বিরদ কী লাজ ॥

অল্প বয়সেই আমার তনু ভার বোধ হইতেছে। কখনো সাধুসঙ্গও করিলাম না, কখনো তোমার নামও লইলাম না। অতি উন্মত্ত নিরঙ্কুশ হস্তীর ন্যায় দিবানিশি অচেতন থাকিলাম। কাম, ক্রোধ, লোভ, মদ ও মোহের বশবর্ত্তী হইয়া মন্দ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিলাম। ঘানির বলদের মত ভ্রমের পর ভ্রমে পড়িয়া ভ্রমণ করিলাম, কিন্তু কৃষ্ণের ভজনা করিলাম না। এ দেহের কৃতকর্ম্মের কথা আর কত দূর বলিব। সূরদাস পতিত এবং তুমি পতিত-উদ্ধারণ, তুমি তাহাকে গ্রহণ কর, দেখিও তোমার (পতিত-উদ্ধারণ) নাম যেন লজ্জা না পায়।

ভগতি কব করিহৌঁ জনম সিরানো।
কোটি জতন কীনে মায়া কো, তোউ ন মূঢ় অঘানো।
বালপন খেলত হী খোয়ো, তরুন ভয়ে গরবানো।
কাম কিরোধ লোভ কে বল রহি, চেত্যো নহীঁ অয়ানো।
বৃদ্ধ ভয়ে কফ কণ্ঠ বিরোধ্যো, সির ধুনি ধুনি পছিতানো।
সূর স্যামকে নেক বিলোকত, ভবনিধি জায় তিরানো ॥

ভক্তি আর কবে করিব, জীবন যে শেষ হইতে চলিল। মায়াকে (বাসনাকে) কোটী প্রকারের যত্ন করিলাম, তবুও তো তাহার তৃপ্তি হইল না। বাল্যকাল খেলায় নষ্ট করিলাম, তরুণাবস্থায় গর্ব্বিত হইলাম। কাম, ক্রোধ, লোভের বশবর্ত্তী থাকিলাম—আমার তো চৈতন্য হইল না। বৃদ্ধাবস্থায় কফে কণ্ঠরোধ করিয়াছে, এখন মাথা কুটিয়া কুটিয়া পশ্চাত্তাপ করিতেছি। শ্যামের সামান্য একটু কটাক্ষে ভবনিধি পার হওয়া যায়।

মো সম কৌন কুটিল খল কামী।
জিন তনু দিয়ো তাহি বিসরায়ো, ঐসো নৌনহরামী।
ভরি ভরি উদর বিষয় কো ধাবৌ, জৈসে সূকর গ্রামী।
হরিজন ছাড়ি হরী বিমুখন কী, নিসিদিন করত গুলামী।
পাপী কৌন বড়ো হৈ মো তেঁ, সব পতিতন মেঁ নামী।
সূর পতিত কো ঠৌর কহাঁ হৈ, সুনিয়ে শ্রীপতি-স্বামী॥

আমার ন্যায় কুটিল, খল ও কামী কে আছে? যিনি এই দেহ দিয়াছেন, তাঁহাকেও বিস্মৃত হইলাম, এমনই আমি নেমকহারাম। উদর ভরিয়া ভরিয়া গ্রাম্য শূকরের ন্যায় বিষয়ভোগ করিলাম। হরিভক্তগণকে ছাড়িয়া দিবানিশি হরিবিমুখগণের দাসত্ব করিতেছি। আমা অপেক্ষা পাপী আর কে আছে? আমি সকল পাপীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ। হে শ্রীপতি-স্বামি, শুন, (তোমা বিনা) পতিতের আর স্থান কোথা?

করেঁ গোপাল কে সব হোয়।
জে অপনো পুরুসারথ মানৈ, অতি হী ঝূঠো সোয়।
সাধন মন্ত্র জন্ত্র উদ্যম বল, য়ে সব রাখৈ ধোয়।
জো কছু লিখি রাখ্যো নঁদনন্দন, মেটি সকৈ নহিঁ কোয়।
দুখ সুখ লাভ অলাভ সহজ তুম, কতহিঁ মরত হো রোয়।
সূরদাস স্বামী করুণাময়, স্যাম চরন মন পোয়॥

গোপাল যাহা করেন তাহাই হয়। নিজের পুরুষার্থে যে বিশ্বাস করে, সে অতিশয় মিথ্যাবাদী। সাধনা, মন্ত্র, যন্ত্র, উদ্যম, বল—সকলই নিষ্ফল; নন্দনন্দন যাহা কিছু লিখিয়া রাখিয়াছেন, তাহা কেহ মুছিয়া ফেলিতে পারে না। সুখ, দুঃখ, লাভ অলাভ অবশ্যম্ভাবী, তুমি এত কাঁদিয়া মরিতেছ কেন? সূরদাসের স্বামী করুণাময়, তাঁহার চরণে মনকে প্রবেশ করাও।

ঐসেহি বসিয়ে ব্রজকী বীথিনি।
সাধুনি কে পনবারে চুনি চুনি, উদর জু ভরিয়ে সীতনি।
পৈঁড়ে মেঁ কে বসন বীনি তন, ছায়া পরম পুনীতনি।
কুঞ্জ কুঞ্জ তর লোটি লোটি রচি, রজ লাগৌ রঁগীতনি।

নিসিদিন নিরখি জসোদানন্দন, ঔর জমুন জল পীতনি।
দরসন সূর হোত তন পাবন, দরস ন মিলত অতীতনি॥

এই প্রকারে ব্রজবীথিতে বাস করিও। সাধুদিগের উচ্ছিষ্ট পাতা হইতে অন্নকণা বাছিয়া বাছিয়া লইয়া উদরপূর্ত্তি করিও। পথ হইতে পরিত্যক্ত বসন বাছিয়া লইও এবং বৃক্ষের পরম পবিত্র ছায়ায় অবস্থান করিও। এ কুঞ্জের সে কুঞ্জের তলায় গড়াগড়ি দিয়া, সেখানকার রজ লাগাইয়া কৌপীন রঞ্জিত করিও। দিবানিশি যশোদানন্দনকে নিরীক্ষণ করিতে থাকিও এবং যমুনার জল পান করিও। তাঁহার দর্শনের দ্বারা দেহ পবিত্র হয়। বীতরাগ (ভক্তিহীন) ব্যক্তিরা তাঁহার দর্শন পায় না।

হরি হরি হরি হরি সুমিরন করৌ।
হরি চরণারবিন্দ উর ধরৌ॥
হরি কী কথা হোই জব জহাঁ।
গঙ্গা হূ চলি আবৈঁ তহাঁ॥
জমুনা সিন্ধু সুরসুতী আবৈ।
গোদাবরী বিলম্ব ন লাবৈ॥
সব তীর্থন কো বাসা তহাঁ।
সূর হরি কথা হোবৈ জহাঁ॥ *

সর্ব্বদা হরি হরি হরি হরি স্মরণ করিও এবং হরিচরণারবিন্দ হৃদয়ে ধারণ করিও। যখন যেখানে হরির কথা হয়, সেখানেই গঙ্গা চলিয়া আসেন; যমুনা, সিন্ধু, সরস্বতীও আসেন। গোদাবরীরও আসিতে বিলম্ব হয় না। যেখানে হরিকথা হয় সেখানে সকল তীর্থ অবস্থান করে।

* তত্রৈব গঙ্গা যমুনা চ তত্র, গোদাবরী তত্র সরস্বতী চ।
সর্ব্বাণি তীর্থানি বসন্তি তত্র, যত্রাচ্যুতোদার-কথাপ্রসঙ্গঃ॥
—পদ্মপুরাণ

উপসংহার

সূরদাস তাঁহার "সূরসাগর" কাব্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদের সমবায়ে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বিষয়ক সকল ভাবই বর্ণনা করিয়াছেন, এবং বাৎসল্য, সখ্য, মধুর ইত্যাদি রস অতি নিপুণ ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। সূরদাস যশোদার মাতৃস্নেহ এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়াছেন যে ইহা পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে। মানবজীবনের আর একটা প্রবল আবেগ স্ত্রীপুরুষের ভালবাসা। তাহাও সূরদাসের কাব্যের অন্যতম বিষয়। ইহার বর্ণনা শৃঙ্গার-রসাত্মক, এবং সূরদাসের প্রায় অর্দ্ধেক কবিতা এই রসকে অবলম্বন করিয়া রচিত।

রস কাহাকে বলে? কোনো বস্তুর আস্বাদনে যে আনন্দোদ্ভব হয় তাহাই রস। শ্রুতি বলিয়াছেন—

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দেন প্রয়ান্ত্যভিসংবিশন্তি।"

আনন্দ হইতেই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি, আনন্দেই তাহারা জীবিত থাকে, এবং ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া আনন্দেই প্রবেশ করে।

সুতরাং সৃষ্টির আদিতে, মধ্যে ও অন্তে সকল সময়েই আনন্দ বর্ত্তমান। যাঁহার নিজের স্বরূপ আনন্দ, তিনি তাহা অনুভব করিবেন কি প্রকারে? আনন্দ অনুভব করিবার জন্য পৃথক্ সত্তার প্রয়োজন। অতএব আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ইচ্ছা করিলেন, "একোহং বহু স্যাম্"—আমি একলা আছি বহু হইব। সুতরাং তাঁহার সগুণ-ভাব ধারণ ও বিশ্ব-সৃষ্টি আনন্দানুভবের জন্য। বহু না হইলে বিলাস হয় না। আনন্দানুভবের জন্য পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদভাব। পরমাত্মা পুরুষ ও জীবাত্মা প্রকৃতি। প্রকৃতি ব্রহ্মেই বিদ্যমান আছে। যাহা ভিতরে ছিল, তাহার বহির্বিকাশ মাত্র হইল, কেন না অভাব হইতে ভাবের উৎপত্তি হয় না।

বৃন্দাবন লীলায় শ্রীকৃষ্ণ পুরুষ এবং গোপীরা প্রকৃতি। শ্রীমদ্‌ভাগবতে রাধার নাম নাই। তবে সূরদাস রাধার নাম কোথা হইতে পাইলেন? সম্ভবতঃ রাধার নাম জয়দেবের গীতগোবিন্দ ও প্রচলিত কিংবদন্তী হইতে গৃহীত হইয়াছে।

বিষ্ণুর উপাসনা বহু কাল পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল। মৈত্র্যুপনিষদে বিষ্ণু, অচ্যুত ও নারায়ণকে ব্রহ্ম বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। মহাভারতের শান্তি-পর্ব্বে "পঞ্চরাত্র ধর্ম্মের" (অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্ম্মের) এবং নারায়ণীয় উপাখ্যানে বিষ্ণু-সহস্র-নামের উল্লেখ আছে। বেশনগর ও নানাঘাটের শিলালিপি হইতে প্রমাণ পাওয়া যায় যে খৃষ্টের দুই শত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচলন ছিল। দাক্ষিণাত্যে বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে প্রচলিত ছিল তাহা রামানুজের পূর্ব্ববর্ত্তী যামুনাচার্য্যের, এবং যামুনাচার্য্যেরও অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী বহু মহাপুরুষের জীবন-কাহিনী হইতে জানা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে ভাস-কবি অতি প্রাচীন। তাঁহার "বালচরিত" নাটকে কৃষ্ণলীলার বর্ণনা আছে। "বর্হেণেব স্ফুরিত রুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ" বলিয়া কালিদাস "মেঘদূতে" কৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার ইঙ্গিত করিয়াছেন। তিনি রঘুবংশের ইন্দুমতী-স্বয়ম্বরের "সম্ভাব্যভর্ত্তারমমুং যুবানম্" ইত্যাদি বর্ণনায়ও বৃন্দাবন-লীলার আভাস দিয়াছেন।

কিন্তু এই সকল বৃন্দাবন-লীলার উল্লেখে রাধার নাম নাই। রাধার নাম হরিবংশে পাওয়া যায়। এক স্থলে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় – "গোপীগণকে লইয়া ক্রীড়া করিবার সময় দামোদর যৎকালে 'হা রাধে, হা চন্দ্রমুখি' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বিরহ প্রকাশ করিতেন, তখন সেই বরাঙ্গনাগণ প্রহৃষ্ট হইয়া সাদরে তদীয় মুখনিঃসৃত বাণী প্রতিগ্রহ করিত।" দ্বিতীয় শতাব্দীতে প্রাকৃতে লিখিত "গাথা-সপ্তশতীতে" রাধা নামের উল্লেখ আছে। আনন্দবর্দ্ধন খৃষ্টীয় নবম বা দশম শতাব্দীর লোক বলিয়া কথিত হন। তাঁহার "ধ্বন্যালোক" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় উদ্যোতে উদ্ধৃত দুইটী শ্লোক-মধ্যে রাধার নাম পাওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে রাধার নাম জয়দেবের বহুপূর্ব্বেও জ্ঞাত ছিল। জ্ঞানের বা ভাবসমূহের উৎকর্ষের সঙ্গে সঙ্গে ভাষারও উৎকর্ষ সাধিত হয়—ভাষার প্রকাশিকা শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং অল্প কথায় অধিক ভাব প্রকাশ করিবার চেষ্টা হয়। অবচ্ছিন্ন-ভাব-প্রকাশক শব্দের বাহুল্য হইতে থাকে, এবং জাতি হইতে বর্গ গঠিত হইয়া জাতি-বাচক ভাবের বা শব্দের অধিক ব্যবহার হইতে থাকে। অতএব অনুমান হয় যে এই সব কারণে 'রাধা' নামের সৃষ্টি হইয়াছে। রাধা সম্ভবতঃ গোপীগণের আদর্শ বা সার-স্বরূপা, অর্থাৎ গোপীরা প্রকৃতির ব্যষ্টি ভাব এবং রাধা সমষ্টি ভাব।

প্রকৃতি ও পুরুষের লীলা, সৃষ্টির আদি হইতেই চলিতেছে। বৃন্দাবন-লীলার জন্য ভগবান্ প্রকৃতির প্রতীক স্বরূপ রাধা নামে একটী পৃথক্ বিগ্রহ

উৎপন্ন করিলেন এবং নিজেও আকার গ্রহণ করিলেন। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহঃ।" আনন্দ-স্বরূপের বিকারে যে শক্তি প্রকাশ পায় তাহার নাম হ্লাদিনী বা রাধা। পুরুষেরই রূপান্তর প্রকৃতি, অতএব রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন। রাধাকৃষ্ণের বিহারই আদর্শ শৃঙ্গার রসের বিলাস। শ্রীকৃষ্ণ সৌন্দর্য্যের আধার এবং শৃঙ্গার রসের মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। কৃষ্ণ নায়ক-শিরোমণি, এবং রাধা নায়িকাগণের আদর্শ। কৃষ্ণোপাসনা সৌন্দর্য্যের উপাসনা, রসস্বরূপের ভাবনা।

জীবাত্মা পরমাত্মাতে আত্মসমর্পণ করিতে চায় এবং ভেদভাবকে অপসারিত না করিয়া, পরমাত্মার অনুভূতি দ্বারা আনন্দলাভ করিতে চায়। এই আকাঙ্ক্ষা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বিত হয়, তাহার নাম সাধনা। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বা সম্প্রদায়ের সাধনার প্রণালী ভিন্ন ভিন্ন। যাঁহারা সাধনায় অধিক অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা যোগ ও সমাধি দ্বারা ভগবান্‌কে পাইবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই প্রণালী সাধারণ মানবের পক্ষে দুঃসাধ্য। ইহা শুষ্ক ও নীরস। মানুষ আনন্দ চায়। ঈশ্বরকে কর্ম্মহীন ও নিরবচ্ছিন্ন জ্ঞানের স্বরূপ কল্পনা করিয়া তাঁহাতেই নিজেকে বিলীন করিয়া দিয়া মানুষ সুখ পায় না। সাধারণ মানব স্থূল ও সরস ভাবে ভগবান্‌কে প্রেম অর্পণ করিতে চাহে। সূফীরা ভক্ত ও ভগবানের প্রেমকে মানবীয় প্রেমের সাদৃশ্যে গঠিত করিয়াছেন। তাঁহারা ভগবান্‌কে অসীম জানিয়াও, তাঁহাকে প্রেমাস্পদরূপে গ্রহণ করিয়া জীবাত্মা বা সাধককে প্রেমিকরূপে কল্পনা করিয়াছেন। উদাহরণ স্বরূপ কবীরের দুইটী পদ উদ্ধৃত হইলঃ -

১। জাগ প্যারী অব কা সোবৈ ?
রৈন গয়ী দিন কাহে কো খোবৈ ?
জিন জাগা তিন মানিক পায়া।
তৈঁ বৌরী সব সোয় গঁবায়া ॥
পিয় তেরে চতুর তূ মূরখ নারী।
কবহুঁ ন পিয় কী সেজ সঁবারী ॥
হৌঁ বৌরী বৌরাপন কীনহৌঁ।
ভর জোবন অপনা নহিঁ চীনহৌঁ ॥
জাগ দেখ পিয় সেজ ন তেরে।
তোহি ছাড়ি উঠি গয়ে সবেরে ॥

কহৈ কবীর সোঈ ধন জাগৈ।
সবদ বান উর অন্তর লাগৈ ॥

"প্রিয় সখি, জাগ্‌, আর শুয়ে থেকে কি হবে? রাত ফুরিয়েছে, দিনের বেলাটা কেন নস্ট করছিস্? যে জেগেছে সে মাণিক পেয়েছে, তুই পাগ্‌লি, সময়টা কেবল ঘুমিয়ে কাটাচ্ছিস্। তোর প্রিয়তম চতুর, তুই মূর্খ নারী। তুই তো কখনো তোর প্রিয়তমের শয্যা রচনা করিস্ নাই।" "পাগল আমি, পাগ্‌লামী করিয়াছি, যৌবন কালটায় আপন লোক চিনিতে পারি নাই।" "তুই এখন জাগ্‌, দেখ্‌ তোর প্রিয়তম শয্যায় নাই, সকাল বেলা উঠেই তোকে ছেড়ে পালিয়েছে।" কবীর বলিতেছেন, কেবল সেই ধ'নিই (নারীই) জাগে, যার অন্তরে শব্দ বাণ লেগেছে।

২। নৈহরবা হমকো নহি ভাবৈ।
সাঁঈ কী নগরী পরম অতি সুন্দর
জঁহ কোই যায় ন আবৈ ॥
চাঁদ সূরজ জহঁ পবন ন পানী
কো সন্দেস পহুঁচাবৈ।
দরদ মোর সাঁঈ কো সুনাবৈ ॥
আগ চল পন্ত নহি সূঝৈ
রাহ ন ঠহরন জাবৈ।
কেহি বিধি সাঁঈ ঘর জাউঁ, মোরি সজনী,
বিরহ জোর জনাবৈ ॥
বিন সাঁঈ ঐসন পঁহি কোঈ
জো য়হ রাহ বতাবৈ।
কহত কবীর ঐ সুনো ভাই প্যারে
কৈসে পীতম পাবৈ ॥
তপন য়হ জিয়কে বুঝাবৈ ॥

আমার বাপের বাড়ি আর ভাল লাগে না। আমার স্বামীর নগর পরম সুন্দর, কিন্তু সেখানে কেউ যায়ও না, আর সেখান থেকে কেউ আসেও না। সেখানে চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, জল কিছুই যেতে পারে না, কে খবর নিয়ে যাবে? আমার অন্তরের ব্যথা কে আমার স্বামীকে শুনাবে? সুমুখে যাবার পথ

চিন্‌তে পারি না, আবার পথে থাম্‌তেও পারি না। সজনি, কি উপায়ে স্বামি-ঘরে যাব? বিরহ প্রবল হ'য়ে উঠেছে। স্বামী ভিন্ন এমন কেউ নাই যে পথ ব'লে দিতে পারে। কবীর বল্‌ছেন, শুন ভাই প্রিয়, কি উপায়ে প্রিয়তমকে পাব? কে এই হৃদয়ের জ্বালা নেবাবে?

কিন্তু সূফীরা ভগবানের কোনো রূপ স্বীকার করেন নাই। বৈষ্ণব কবিরা আরও স্থূলভাবে ভগবানের কল্পনা করিয়াছেন। এই বিশ্বই পরমাত্মার আংশিক স্বরূপ। জীবাত্মা এই বিরাট্‌ সত্তার মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও ভিন্নতাজনিত ক্লেশ অনুভব করিতেছে, এবং পরমাত্মার সঙ্গ লাভ করিবার জন্য ধাবিত হইতেছে। বৈষ্ণবেরা ভগবানের একটী মানবীয় রূপ কল্পনা করিয়া মানবীয় প্রেমের আদর্শে তাঁহাদের ভগবৎ-প্রেম গঠিত করিয়াছেন। তাঁহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার মানবীয় রূপকে অবলম্বন করিয়া প্রেমিক-প্রেমিকার পরস্পরের আকর্ষণ ব্যক্ত করিয়াছেন। পার্থিব প্রেমের আদর্শে সূফীদের প্রেমিক প্রেমিকার যে আকর্ষণ ব্যক্ত হয়, তাহাতে যথেষ্ট আবেগ থাকিলেও, বিগ্রহের মধ্য দিয়া বাসনার যে তীব্রতা ও স্পষ্টতা ব্যক্ত হয়, তাহা বিগ্রহ-নিরপেক্ষ ভাবে প্রকাশ করা দুঃসাধ্য। কিন্তু মধুর রসের সকল বৈচিত্র্য ব্যক্ত করিতে গিয়া বৈষ্ণব কবিদের অনেকের রচনা স্থানে স্থানে পূতিগন্ধবিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। ইন্দ্রিয়ের ভাষায় অতীন্দ্রিয়তা ব্যক্ত করিতে গেলে অনেক সময় ইহা অবশ্যম্ভাবী।

স্থানে স্থানে সূরদাসের রচনা অশ্লীল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে যে, কোনো রসের বর্ণনায় সেই রসান্তর্গত যত প্রকার আবেগ (emotion) বা ভাব উৎপন্ন হওয়া সম্ভব, তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে বর্ণনা করাতেই রসশাস্ত্রমতে কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব। শৃঙ্গার-রসের বর্ণনায় যে সকল কার্য্য বা ভাব অশ্লীল বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে, তাহা ঐ রসের অঙ্গ, এবং তাহা না দিলে ঐ রস সম্পূর্ণরূপে পরিস্ফুট হয় না।

সূরদাস অশ্লীলতার বর্ণনা করিবার অভিপ্রায়ে কাব্যপ্রণয়নে প্রবৃত্ত হন নাই। কাব্য-রচনায় তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ভগবানের লীলা-মাধুর্য্য প্রকাশ করা। এই বর্ণনায় যদি কোনো কোনো স্থানে শ্লীলতার অভাব হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, তিনি যে সময়ের লোক এবং যে বাতাবরণে অবস্থিতি করিতেন, তাহাতে এবং তৎপূর্ব্বকালে ইহা দোষ বলিয়া বিবেচিত হইত না। তিনি প্রাচীন প্রথার অনুসরণ করিয়াছেন। কালিদাস হরপার্ব্বতীর সম্ভোগ বর্ণন করিয়াছেন। জয়দেবও এ বিষয়ে নিরপরাধ নহেন।

বিদ্যাপতির অনেক পদ শ্লীলতাকে লঙ্ঘন করিয়াছে। পূর্ব্বকালে নায়ক-নায়িকার সম্ভোগের বর্ণনা না দিলে কাব্য অঙ্গহীন বলিয়া গণ্য হইত। ভরত তাঁহার নাট্যশাস্ত্রে বলিয়াছেন,—"যৎকিঞ্চিৎ লোকে মেধ্যং সুন্দরং তৎ সর্ব্বং শৃঙ্গার-রসেনোপমীয়তে।"

বৈষ্ণবেরা বলেন যে শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধা ও গোপীদের বিহার প্রাকৃত বিহার নহে, উহা অপ্রাকৃত, কারণ শ্রীকৃষ্ণ চিন্ময় বিগ্রহ এবং ব্রজদেবীরাও চিন্ময়ী। ব্রজলীলা বিশুদ্ধ প্রেমের লীলা। মায়িক রাজ্যে মায়ার বিকার-স্বরূপ কাম আছে, কিন্তু চিন্ময়রাজ্যে কাম থাকিতে পারে না। চিন্ময়রাজ্য প্রেমের রাজ্য, সেখানে সব আনন্দময়। কামবিজয়ই এই লীলার উদ্দেশ্য। মহারাজ পরীক্ষিতকে শুকদেব বলিয়াছিলেন—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতো নু শৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"

"ব্রজবধূগণের সহিত বিষ্ণুর এই রাসলীলা যিনি শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, সেই ধীর ব্যক্তি ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া হৃদয়ের রোগস্বরূপ কামকে শীঘ্রই চিরকালের জন্য ত্যাগ করিতে সমর্থ হন। অতএব উহাতে কোনো অশ্লীলতার আরোপ হইতে পারে না। এরূপ ব্যক্তিদের মতে শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ, আর সকলই প্রকৃতি। অতএব জীবও প্রকৃতি। প্রকৃতি ও পুরুষ নিত্য-সম্পৃক্ত। ভাগবতাদি গ্রন্থে ইহারই রূপকমাত্র বর্ণিত হইয়াছে। এই ভাবটী মানব-মনে স্পষ্ট করিবার জন্যই ভগবানের অবতার-গ্রহণ। রাসলীলাস্থলে প্রত্যেক গোপী ভাবিতেছে যে কৃষ্ণ কেবল আমারই পার্শ্ববর্ত্তী। ইহা দ্বারা উপনিষৎ-কথিত একশাখাস্থ দুইটী পক্ষীর ন্যায় জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার অবস্থান ধ্বনিত হইতেছে না কি? সূরদাস বলিয়াছেন,—"বৈ অবিগতি আবিনাসী পূরন, সবঘট রহে সমাঈ।" অর্থাৎ তিনি (ভগবান্) অজ্ঞেয়, অবিনাশী এবং পূর্ণ; তিনি সকল জীবাত্মাতেই অবস্থান করেন।

সূরদাস প্রকৃতি-পুরুষ (জীবাত্মা-পরমাত্মা) সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন তাহাই চূড়ান্ত কথা—

ব্রজহিঁ বসে আপুহিঁ বিসরায়ো।
প্রকৃতি পুরুষ একৈ করি জানহুঁ, বাতনি ভেদ বতায়ো ॥
জল থল জহাঁ তুম বিনু নহিঁ, ভেদ উপনিষদ গায়ো।
দ্বে তনু জীব এক হম তুম দোউ, সুখ কারন উপজায়ো ॥

ব্রজে অবতীর্ণ হইয়া তুমি আত্মবিস্মৃত হইয়াছ। প্রকৃতি ও পুরুষকে এক বলিয়াই জানি, তাঁহাদের ভেদ কেবল কথায়। জলে, স্থলে এবং যেখানে সেখানে তোমা ভিন্ন কিছুই নাই—এই রহস্য উপনিষদে গীত হইয়াছে। দেহ দুইটী, কিন্তু জীব (আত্মা) একটী। "আমি, তুমি" এই দুইটী ভাব তুমি উৎপন্ন করিয়াছ আনন্দানুভবের জন্য। [সূরদাস ভেদেও অভেদ অনুভব করিতেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্রহ্মত্বে তাহার অটল বিশ্বাস। বাস্তবিকই পরমাত্মা নির্গুণ এবং তাঁহার ভাব নিরপেক্ষ; অর্থাৎ তাঁহার অন্তর্বিকাশের নাম ব্রহ্ম, এবং বহির্বিকাশের নাম প্রকৃতি।]

সূরদাসের দার্শনিক মত সূরসাগরের কতিপয় পদে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে নিম্নে একটী প্রদত্ত হইল—

সদা এক রস এক অখণ্ডিত, আদি অনাদি অনূপ।
কোটি কল্প বীতত নহিঁ জানত, বিহরত যুগল স্বরূপ ॥
সকল তত্ত্ব ব্রহ্মাণ্ড দেব পুনি, মায়া সব বিধি কাল।
প্রকৃতি পুরুষ শ্রীপতি নারায়ণ, সব হৈঁ অংশ গোপাল ॥
কর্ম্মযোগ পুনি জ্ঞান উপাসন, সব হী ভ্রম ভরমায়ো।
শ্রীবল্লভ প্রভু তত্ত্ব সুনায়ো, লীলা ভেদ বতায়ো ॥

(শ্রীবল্লভাচার্য্য সূরদাসকে বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত এবং লীলা-রহস্য বিষয়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহাই সংক্ষেপে এই পদে ব্যক্ত হইয়াছে।)—মহাবিষ্ণু-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ অখণ্ডিত (অর্থাৎ পূর্ণ) ব্রহ্ম। তিনি অনাদি ও অনুপম। তিনি এক-রস, অর্থাৎ সকল সময় নির্ব্বিকার ও আনন্দময়। তিনি সর্ব্বদা যুগলরূপে বিহার করিতেছেন—কোটীকল্প অতীত হইয়া গেলেও তিনি অনুভব করিতে পারেন না, অর্থাৎ তাঁহার নিকট কালের গতি নাই। তিনিই পঞ্চবিংশতি তত্ত্ব ও ব্রহ্মাণ্ডদেব। বিধি এবং কাল ইত্যাদি সবই মায়া। প্রকৃতিপুরুষ, শ্রীপতিনারায়ণ, সকলই গোপালের (অর্থাৎ মহাবিষ্ণুর) অংশমাত্র। কর্ম্ম,

যোগ, জ্ঞান, উপাসনা, সবই ভ্রমের (মায়ার) দ্বারা আচ্ছন্ন। [যুগল-রূপে রাধা-কৃষ্ণ নিত্য বিহার করিতেছেন। এই বিহার-স্থলে কেবল গোপীরাই (অর্থাৎ মুক্ত জীবেরাই) প্রবেশ করিতে পারেন। কবীর এই মুক্ত জীবদিগকেই 'হংস' নামে অভিহিত করিয়াছেন।]

এই বিষয়ের নিম্নলিখিত আরও দুইটী পদ আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে—

১। সুনি রাধা য়হ কহা বিচারৈ।

২। তোহিঁ স্যাম হম কহা দিখাবৈঁ।

শিশু অবস্থাতেই পূতনা, বকাসুর, অঘাসুর ইত্যাদির বধসাধন এবং গোবর্দ্ধন-ধারণ, অনল-পান, কালিয়-মর্দ্দন ইত্যাদি অলৌকিক কার্য্য সম্পন্ন করাতে, গোপীরা শ্রীকৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়াই জানিত। রাধা ও কৃষ্ণ উভয়ে উভয়ের রূপে মুগ্ধ। সূরদাসের কাব্যে রাধাকৃষ্ণের রূপ-বর্ণনা অতি চমৎকার। কিন্তু এই কাব্যে পুনরুক্তি দোষও অনেক। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে অনেকের মতে রাধাকৃষ্ণের সম্ভোগ অশ্লীলতা-ব্যঞ্জক। তাঁহারা বলেন যে স্ত্রী-পুরুষের সম্ভোগ একটী সাধারণ বস্তু সত্য, কিন্তু তাহা বলিয়া তাহার আবরণ মোচন করা অকর্ত্তব্য। যাহা হউক ভাগবতে বা সূরদাসের কাব্যে অবৈধ প্রেমের পোষকতা করা হয় নাই।

আজকাল য়ুরোপ হইতে আমাদের দেশে একটী নূতন মতের আমদানী হইয়াছে—স্বামী স্ত্রীর নিকট ভালবাসার দাবী করিতে পারেন না। মন যাহার প্রতি ধাবিত হয়, তাহাকেই ভালবাসিতে পারা যায়, কারণ ভালবাসা হৃদয়ের বস্তু, জোর করিয়া হৃদয় অধিকার করা যায় না। সহজিয়া মতের কথাও প্রায় এই। যে নারী পতির প্রতি অনুরক্তা না হইয়া পরপুরুষে আসক্তা হয়, তাহাকে রসশাস্ত্রে পরকীয়া নায়িকা, এবং যে স্বামীতে অনুরক্তা তাহাকে স্বকীয়া নায়িকা বলে। স্বীয় পতির সহিত মিলিত হওয়ার যে আবেগ তদপেক্ষা পরকীয়া নায়িকার উপপতির সহিত মিলিত হওয়ার আবেগ অনেক অধিক। এইরূপ তীব্র আবেগ দ্বারা পরিচালিত হইয়া গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের অর্থাৎ ভগবানের আরাধনা করিয়াছিল। ঋগ্বেদের ৯।৩২।৫এ এই ভাবটী উক্ত হইয়াছে—

"যোষাজারমিব প্রিয়ম্।"

অর্থাৎ, ঈশ্বরের প্রতি জীবাত্মার প্রেমের আবেগ, উপপতির প্রতি পরকীয়া নারীর প্রেমের আবেগের ন্যায় তীব্র। এই মন্ত্রাংশ হইতে বুঝা যায় যে, প্রাচীন ভারতে যখন যাগ-যজ্ঞই প্রধান ধর্ম্মকর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত, তখনও সেই সকল কর্ম্মে ভক্তির অঙ্কুর নিহিত ছিল। যাহা হউক, পরকীয়া নায়িকার ভাব লইয়া প্রত্যেক সাধকের সাধনা-কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, নতুবা ভগবৎ-প্রাপ্তি হইবে না। কার্ডিনাল নিউম্যানও প্রায় এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন।*

য়ুরোপীয় কতিপয় ঔপন্যাসিকের অনুকরণে আমাদের দেশের আধুনিক কয়েকজন ঔপন্যাসিক স্বাধীন প্রেমের পোষকতা করিয়া নিন্দার্হ হইয়াছেন। স্থূলভাবে দেখিতে গেলে এই শ্রেণীর উপন্যাস-লেখকদের অপরাধ বৈষ্ণব কবিদের অপরাধের তুলনায় অধিক নহে। স্থূলভাবে, কৃষ্ণের প্রতি গোপীদের অনুরাগে পরকীয়া নায়িকার লক্ষণ বিদ্যমান। কিন্তু গোপীরা কৃষ্ণকে ঈশ্বর বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করিত। বৈষ্ণবের হৃদ্‌-গত বাসনাই এই যে কৃষ্ণের প্রতি অনুরাগ দ্বারা, অর্থাৎ প্রেম ও ভক্তির সাধনা দ্বারা, সে ভগবানের সহিত সালোক্য লাভ করে, অর্থাৎ বৈকুণ্ঠে তাঁহার সহিত একত্র বাস করে, এবং পর পর আরও সাধনা দ্বারা সাযুজ্য ও সারূপ্য প্রাপ্ত হয়। গোপীরা সৌভাগ্যক্রমে এমন যুগে ও এমন স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল যে তাহারা মানুষের ঈপ্সিত বস্তুকে নরদেহে অবস্থান করিতে দেখিয়াছিল। সেই কৃষ্ণরূপী ভগবানের রূপ-মাধুরীতে মুগ্ধ হওয়া তাহাদের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে। তাঁহার সহিত এক স্থানে অবস্থান করিয়া এবং তাঁহার সেবা করিয়া তাহারা ধন্য হইয়াছিল। কাম্য বস্তুকে হাতে পাইয়া তাহারা তাঁহাকে ছাড়িতে পারে নাই। সূরদাসের গোপীরা বলিয়াছিল—

মন ক্রম বচন নঁদনন্দন কো, নৈকু ন ছাড়ৌঁ পাস।
কৈসে রহৈ পরৈ রী সজনী, এক গাউঁ কো বাস॥

মনে, কর্ম্মে ও বচনে কৃষ্ণের সঙ্গ ছাড়ি না। এক গ্রামে বাস করিয়া কেমন করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া থাকা যায়?

* "If thy soul is to go on into higher spiritual blessedness, it must become woman ; yes, however manly thou mayst be among men."

এই পৃথিবীতেই গোপীদের সালোক্য লাভ হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তাহাদের নারী-সুলভ বাসনাও চরিতার্থ হইয়াছিল, অতএব তাহাদের সাযুজ্য লাভও এক প্রকারে হইয়াছিল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। অতএব গোপীগণকে সাধারণ পরকীয়া নারীর শ্রেণীভুক্ত করা যায় না। যাহা হউক. বহু শতাব্দী ধরিয়া ভক্ত ও সাহিত্যিক সমাজে গোপীদিগের লীলাকথা কেবল যে উপেক্ষিত হইতেছে না তাহা নহে, বরং আদৃতই হইয়া আসিতেছে। শ্রীমদ্‌ভাগবতকার এবং অন্যান্য বৈষ্ণব কবিরা যদি অপরাধী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সূরদাসও অপরাধী। অন্ততঃ চিরকালের প্রথানুসারে তাঁহার অপরাধ মার্জ্জনীয়। আদি রসের কবির হিসাবে তিনি কোনো অপরাধই করেন নাই, যে হেতু তিনি এই রসকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছেন। ভক্তের হিসাবে তিনি রাধাকৃষ্ণের বিহারে প্রকৃতি ও পুরুষের—ভক্ত ও ভগবানের—মিলনানন্দ অনুভব করিয়াছেন। যে সকল কবিতা সুরুচি-সম্পন্ন পাঠকের হৃদয়কে আঘাত করে, তাহা বাদ দিলেও, এই রসের অন্যান্য অসংখ্য কবিতা অতি মধুর।

সূরদাসের কাব্যে কৃষ্ণানুরক্ত গোপীদের অধিকাংশই অবিবাহিতা। রাধাও কুমারী। তাহারা কৃষ্ণকে পতি বলিয়াই জানিত। অতএব তাহারা কৃষ্ণের স্বকীয়া নায়িকা। তাহারা রাসলীলাস্থলে আসিয়া কৃষ্ণকে বলিয়াছে—

"আপুহি কহ্যৌ করৌ পতি সেবা
তা সেবা কো হম আয়ী।"

অর্থাৎ, আপনিই আমাদিগকে পতি-সেবা করিতে বলিয়াছিলেন। সেই সেবার জন্যই তো আপনার নিকট আসিয়াছি।

এই হিসাবে তাহাদের মধ্যে যাহারা বিবাহিতা, তাহাদিগকে তাহাদিগের স্ব স্ব পতির এক প্রকার পরকীয়া নায়িকা বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়া মথুরায় চলিয়া গেলে গোপীরা প্রোষিত ভর্ত্তৃকার ন্যায় আচরণ করিয়াছিল এবং চিরকাল তাহাদের পাতিব্রত্য অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিল। কৃষ্ণ মথুরায় চলিয়া গেলে, এ সম্বন্ধে গোপীরা কি বলিয়াছিল শুনুন—

হম অলি গোকুলনাথ আরাধ্যো।
মন ক্রম বচন হরি সোঁ ধরি পতিব্রত, প্রেম জপতপ সাধ্যো॥

হে উদ্ধব, আমরা গোকুলনাথের আরাধনা করিয়াছি। মনে, কর্ম্মে ও বচনে হরির সহিত পাতিব্রত্য রাখিয়া প্রেমের জপ-তপ সাধনা করিয়াছি।

সূরদাসের কাব্যে রাধা আয়ান ঘোষের স্ত্রী নহেন। তিনি কুমারী এবং বৃষভানু প্রধানের কন্যা। রাসলীলা-স্থলে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার গন্ধর্ব্ব বিবাহ হইয়াছিল। সূরসাগরে জটিলা, কুটিলা বা বড়াইর নাম নাই, কিন্তু চন্দ্রাবলী, বৃন্দা ও ললিতার উল্লেখ আছে। ভাগবতে দানখণ্ড নাই কিন্তু সূরদাসের কাব্যে আছে। নৌকাখণ্ড উভয় গ্রন্থেই নাই। ভাগবতে গোপী-উদ্ধব-সংবাদ আছে, সূরদাসের কাব্যে ইহা ভ্রমর-গীতি নামে অভিহিত হইয়াছে।

নায়ক-নায়িকার মিলনের পূর্ব্বে উভয়ের মনে যে প্রেমের সঞ্চার হয় ও মিলনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে, তাহাকে পূর্ব্বরাগ বলে। প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রে 'পূর্ব্বরাগ' শব্দটী ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু সাহিত্যদর্পণে ইহার ব্যবহার প্রথম দৃষ্ট হয়। শ্রীবিশ্বনাথ কবিরাজ শ্রীচৈতন্যদেবের পরবর্ত্তী বলিয়া কথিত হন। জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাধাকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের বর্ণনা নাই। মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী সাহিত্যেই কেবল পূর্ব্বরাগের বর্ণনা পাওয়া যায়। কথিত হয় যে, সনাতন গোস্বামীকে উপদেশ দিয়া বৃন্দাবনে পাঠাইবার সময় চৈতন্যদেব প্রেমের ক্রমিক অভিব্যক্তির স্তরগুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেন, এবং সেই অবধি বৈষ্ণব সাহিত্যে প্রেমের এই প্রথম ও মধুর স্তরটীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এখানে আপত্তি হইতে পারে যে চণ্ডীদাস ত মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী, তবে কেন তাঁহার পদাবলীতে পূর্ব্বরাগের পদ দৃষ্ট হয়? তদুত্তরে ইহা বলা যাইতে পারে যে চণ্ডীদাস একজন নয়। কৃষ্ণকীর্ত্তন-রচয়িতা বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী, কিন্তু দ্বিজ বা দীন চণ্ডীদাস তাঁহার পরবর্ত্তী। তিনিই পূর্ব্বরাগের পদগুলি লিখিয়াছিলেন। সুতরাং সূরদাসের কাব্যে যে পূর্ব্বরাগের কোনো বর্ণনা নাই, তাহা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। শকুন্তলা ইত্যাদিতে যেমন নায়ক-নায়িকার প্রথম মিলনের পরবর্ত্তী বিরহের বর্ণনা আছে, সেইরূপ সূরদাসের কাব্যে রাধাকৃষ্ণের প্রথম সাক্ষাতের পর পরস্পরের অদর্শনজনিত তীব্র বেদনা-সূচক পদ আছে।

এক্ষণে দেখিতে হইবে, সূরদাসের জীবনের সহিত তাঁহার কাব্যের সামঞ্জস্য আছে কি না? সূরদাস আজীবন সংসার-ত্যাগী। বল্লভাচার্য্যকর্ত্তৃক দীক্ষিত হওয়ার পর হইতেই গোকুলে তিনি তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি পদরচনা এবং স্বরচিত কৃষ্ণচরিত বিষয়ক পদ গান

করিয়াই সময় কাটাইতেন। তিনি ভক্তশিরোমণি এবং তাঁহার কাব্যে তিনি যাহা কিছু ব্যক্ত করিয়াছেন তাহা ভক্তি হইতে উৎপন্ন। তিনি একাধারে পরম ভক্ত, মহাকবি ও নিপুণ গায়ক। ভক্তিই তাঁহার কাব্যের ও সঙ্গীতের উৎস। ভক্তিরসে তিনি আকণ্ঠ নিমজ্জিত ছিলেন।

সূরদাস জীবনাবসানের ঠিক পূর্ব্বে নিম্নলিখিত দুইটী পদ রচনা করিয়া আবৃত্তি করিতে করিতে এবং প্রেমাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে ধরাধাম ত্যাগ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করেন—

১। ভরোসো দৃঢ় ইন চরনন কেরো।
শ্রীবল্লভ-নখ-চন্দ-ছটা বিনু, সব জনমাঝ অঁধেরো।
সাধন ঔর নহাঁ কলিযুগ মে, জাসো হোত নিবেরো।
সুর কহা কহি দুবিধি অঁধেরো, বিনা মোল কো চেরো॥

কেবল ঐ দুইটী চরণেরই ভরসা। শ্রীবল্লভাচার্য্যের পদ-নখ-চন্দ্র-ছটা ভিন্ন তাঁহার দাসের মধ্যে সকলই অন্ধকার। এই কলিতে গুরুর পদ ভিন্ন আর দ্বিতীয় সাধন নাই, যদ্দ্বারা নিস্কৃতি-লাভ হইতে পারে। সূরদাস যে তাঁহার বিনা মূল্যে কেনা দাস। কি আর বলিব, এ জগতে এবং পরপারে উভয় স্থানেই তাঁহার অন্ধকার।

২। খঞ্জন নয়ন রূপ রস মাতে।
অতিসৈ চারু চপল অনিয়ারে, পল-পিঞ্জরা ন সমাতে॥
চলি চলি জাত নিকট শ্রবনন কে, উলটি উলটি তাটঙ্ক ফঁদাতে।
সূরদাস অঞ্জন গুন অটকে, না তরু অব উড়ি জাতে॥

আমি এখন শ্রীকৃষ্ণের খঞ্জন-নয়নের রূপ-রসে মত্ত। ঐ খঞ্জন অতিশয় সুন্দর এবং সে এত চঞ্চল ও তীক্ষ্ণ যে পলকরূপ পিঞ্জরের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে চাহে না। সে পুনঃ পুনঃ কর্ণভূষণের দিকে লাফাইয়া যাইতে চাহে। কেবল অঞ্জনরূপ রজ্জুদ্বারা আবদ্ধ হইয়া আছে, নতুবা কোন্ কালে উড়িয়া যাইত।

পরক্ষণেই সূরদাসের মানসনেত্র চিরদিনের জন্য নিষ্প্রভ হইল। ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্র এই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কবিতাটী লিখিয়াছেন—

মন সমুদ্র ভয়ো সূর কো, সীপ ভয়ে চখ লাল।
হরি মুক্তাহল পরতহী, মুদি গয়ে ততকাল।

মৃত্যুকালে সূরদাসের মন যেন সমুদ্র হইয়াছিল, তাহার রক্তবর্ণ চক্ষু যেন শুক্তি হইয়াছিল, তাহাতে হরিরূপী মুক্তা পতিত (অর্থাৎ উৎপন্ন) হওয়াতে তাহা তৎক্ষণাৎ মুদ্রিত হইয়া গেল।

তুলসীদাস ও বিদ্যাপতির সহিত সূরদাসের তুলনা

হিন্দী সাহিত্যক্ষেত্রে সূরদাসের সহিত তুলনা করিবার যোগ্য একজন কবি ব্যতীত আর কেহ নাই। তাঁহার নাম তুলসীদাস। হিন্দীভাষাভাষীরা আজকাল বিদ্যাপতিকেও হিন্দী-কবি-সমাজের অন্তর্গত করিতে প্রয়াসী। যদি তাঁহাদের দাবী সঙ্গত হয়, তাহা হইলে বিদ্যাপতিকেও সূরদাসের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

সূরদাস ও তুলসীদাসের মধ্যে কে বড় ও কে ছোট বলা কঠিন। প্রতিভা উভয়েরই উচ্চ শ্রেণীর। সূরদাসের কাব্যের প্রধান বিষয় কৃষ্ণের বাল্য-লীলা, তুলসীদাসের কাব্যের বিষয় সমগ্র রামচরিত। সূরদাস গীতিকবিতার (lyricএর) ক্রমিক বিন্যাস দ্বারা তাঁহার বিষয়ের বর্ণনা করিয়াছেন, তুলসীদাস তাঁহার প্রধান কাব্য রামচরিত-মানসে মহাকাব্যের (epicএর) ধারা, এবং গীতাবলী রামায়ণে ও কবিতাবলী রামায়ণে সূরদাস-প্রদর্শিত গীতিকবিতার প্রণালী, অবলম্বন করিয়াছেন। সূরদাসের কাব্যের নাম সূরসাগর। তিনি সূরসাগর ব্রজভাষায় লিখিয়াছেন, তুলসীদাস রামচরিত মানস আউধী ভাষায় এবং শেষোক্ত দুইখানি কাব্য ব্রজভাষায় লিখিয়াছেন। সূরদাস ব্রজের পরম্পরাগত কাব্যভাষার মধ্যে লোকভাষার মিশ্রণ দ্বারা অনেক পরিমাণে কবিতার ভাষার সরলতা সম্পাদন করিয়াছেন। তাঁহারই প্রবর্ত্তিত ভাষা কবিসমাজে পরিগৃহীত হইয়া সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত হইয়াছে। তুলসীদাস স্বরচিত কাব্যগ্রন্থ সমূহে ভাষার সংস্কার অন্যরূপে করিয়াছেন। তিনি প্রচলিত শুদ্ধ আউধী কাব্য-ভাষায় সংস্কৃতমূলক

শব্দের যোজনা করিয়া উহাকে ভাবপ্রকাশক ও মাধুর্য্যমণ্ডিত সাহিত্যিক ভাষায় পরিণত করিয়াছেন। কোমল কান্ত পদবিন্যাস যে পরিমাণে সূরসাগরে পাওয়া যায় সে পরিমাণে তুলসীদাসের গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায় না। তাহা হইলেও ভাষার জ্ঞানে ও প্রয়োগ-নৈপুণ্যে তুলসীদাস সূরদাসাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুলসীদাস আউধী ও ব্রজ উভয় ভাষাতেই কবিতা রচনা করিতে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। আউধী ভাষার উপর সূরদাসের অধিকার ছিল না; ব্রজ ভাষার মাধুর্য্য-সম্পাদনে ও ছন্দের পারিপাট্যে হয়তো তাঁহার অধিক নিপুণতা ছিল।

যাহা হউক, কেবল ভাষার মাধুর্য্য ও ছন্দের পারিপাট্যই তাঁহাদের মহত্ত্বের পরিচায়ক নহে; ভাবের গভীরতা এবং আবেগের তীব্রতাও তাঁহাদের শ্রেষ্ঠত্বের কারণ। মানব-জীবনের যে সকল বেদনা গভীর ভাবে মনুষ্যের মর্ম্মস্থলকে স্পর্শ করে, তাহাদিগকে পরিস্ফুট করিতে যে কবি যে পরিমাণে সক্ষম হইয়াছেন তিনি সেই পরিমাণে খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। এই কারণেই শেক্‌স্‌পীয়র জগদ্‌বরেণ্য হইয়াছেন। সূরদাস ও তুলসীদাস উভয়েই মনুষ্য-হৃদয়ের সার্ব্বজনীন আবেগ অতি নিপুণতার সহিত অঙ্কিত করিয়াছেন। সূরদাসের কৃতিত্ব অসাধারণ, কিন্তু উহা কেবল দুইটী রসের মধ্যে সীমাবদ্ধ। তিনি বাৎসল্য ও মধুর রসের আলেখ্যাবলী এরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ও নিপুণভাবে চিত্রিত করিয়াছেন যে তাঁহার সূক্ষ্মতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আমরা বিস্ময়াবিষ্ট, এবং মাধুর্য্যের আস্বাদন করিয়া আকণ্ঠ পরিতৃপ্ত হই। সূক্ষ্মদর্শিতাতে ও কোমল পদবিন্যাসে তুলসীদাসাপেক্ষা সূরদাসের আসন উচ্চ। কিন্তু তুলসীদাসের ক্ষেত্র সূরদাসের ক্ষেত্রাপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। তিনি মানব-জীবনের প্রায় যাবতীয় সুখ-দুঃখকে অবলম্বন করিয়া সকল রসের বর্ণনাতেই সাফল্য লাভ করিয়াছেন। সূরদাস সমাজ সংস্কারক ও প্রচারকের কার্য্য হাতে লইতে চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার যাহা কিছু বক্তব্য ছিল, তাহা তিনি নিরীহভাবে স্বীয় দেবতার চরণে নিবেদন করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন। কিন্তু তুলসীদাসের লোকশিক্ষার প্রতি দৃষ্টি ছিল। তাঁহার রচনা একদিকে পাঠকের মনে বৈরাগ্য, সত্বিকতা ও ভগবদ্‌ভক্তির ভাব অঙ্কুরিত করিবার, অপর দিকে তাহার প্রবৃত্তি-নিচয়কে পারিবারিক ও সামাজিক কর্ত্তব্যের পথে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। তুলসীদাস স্বকীয় কাব্যের অনেক স্থলে প্রচারকের কার্য্য করিয়া গিয়াছেন। তিনি ভণ্ড ধর্ম্মধ্বজীদিগকে তীব্র কশাঘাত করিয়া এই শ্রেণীর পাষণ্ডিদিগের হস্ত হইতে সমাজকে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি লোক-

ধর্ম্মের সহিত ভক্তিমার্গকে সম্মিলিত ও একীভূত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপিত হইতে পারে। কিন্তু সূরদাস সামাজিক কল্যাণ সম্বন্ধে উদাসীন। তাঁহার লেখায় কেবল উপাস্য-উপাসকের ভিতরের গূঢ় সম্বন্ধের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। কৃষ্ণভক্তি-বাদীদের প্রতি সাধারণ লোকের অপেক্ষাকৃত অল্প আস্থার করণ এই যে তাঁহারা স্ব স্ব আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে যত যত্নবান্, লোকহিতের জন্য তত নন। এই সকল কারণেই হিন্দী-ভাষা-ভাষীদের জগতে তুলসীদাসের রামায়ণের একাধিপত্য।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে ভক্তি হিসাবে সূরদাস বিদ্যাপতি অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠ হইলেও, লালিত্য, কোমলতা ও হৃদয়হারিত্ব হিসাবে বিদ্যাপতির আদিরস-ঘটিত পদাবলীতে যে মাধুর্য্যের আস্বাদন পাওয়া যায় তাহা সূরদাসের পদাবলীতে নাই। ইতি শম্